Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের মা

সন্তআশ্রম, বেনারস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/৪৪

শ্রী শ্রীমার (সুবর্ণ) জয়ন্তী
উপলক্ষে বিতরিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃপূজা গ্রন্থমালা—৬

আমাদের মা

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"
(চণ্ডী ১০।৫)

ব্রহ্মচারিণী সুধাদেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিকা
ব্রহ্মচারিণী সুমিত্রা দেবী
সন্ত-আশ্রম
সন্তনগর, বারাণসী

প্রথমসংস্করণ—৫০০
শ্রীশ্রী ১০৮ শোভামায়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত
ফাল্গুন—১৩৭৭ সন
মূল্য—১.৫০ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান—
১। সন্ত-আশ্রম—বারাণসী
২। সন্ত-আশ্রম—কল্যাণী
৩। মহেশ লাইব্রেরী—কলিকাতা

ছেপেছেন—
ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোম্পানী
৪৫এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্ঘ্য

৭/৪৪

মাগো,

তোমারে ঘেরিয়া তোমারে বেড়িয়া
শিশুরা লইয়া তুলি,
আমাদের মাতে আপনার হাতে
আঁকিল যে ছবিগুলি।
পুরাণে নূতনে শ্রদ্ধা-যতনে
গাঁথি তারি মালাখানি
প্রীতিভরা বুকে তোমারি সমুখে
দিলাম অর্ঘ্য আনি।

শ্রীশ্রীমায়ের সুবর্ণজয়ন্তী তিথি
ফাল্গুন, ১৩৭৭ বাং
সন্ত-আশ্রম, বারাণসী

বিনীত
তোমার সন্তানগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যং বদিষ্যামি

অমৃতপথযাত্রী মানুষ আজ আত্মবিস্মৃত। সংশয়, অবিশ্বাস আর মূঢ়তার অন্ধকারে দিশেহারা—আলোর দিশারী কোথায়? কে দেবে লক্ষ্যের সন্ধান? ভীত, শঙ্কিত, ত্রস্ত মানুষের কাছে অভয় আশ্বাসের বাণী বহন করে আনেন আত্মবিদ্ মানব—যিনি বলেন—'তোমরা অমৃতের পুত্র—ওঠো, জাগো—জীবনে যা শ্রেয়ঃ তাই লাভ করতে প্রয়াসী হও।' এই আত্মবিদ্ মানবই মহামানব—দেবোপম মানব, এই মানব শিশুর বন্দনা গান সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে। পৃথিবীর বুকে তাঁরাই ত আশার আলো—আলোর দিশারী।

আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবন-সীমায় এমনই একজন মায়ের আশ্রয় লাভ করেছি, যিনি নিজে আত্মবিদ্ হয়ে আত্মবিস্মৃত সন্তানের দুঃখ দুর্দশা দর্শনে করুণায় বিগলিত-প্রাণ—যাঁর স্নেহ করুণার সুকোমল স্পর্শ সুপ্ত মানবকে করে জাগ্রত—প্রেরণা দেয় শ্রেয়ের পথে যাত্রার। তাঁরই আহ্বান—'যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল আলোর পথে—কল্যাণের পথে। লক্ষ্য সীমায় পৌঁছে দেখ—তুমি মহান্, তুমি বিরাট্, তুমি স্বরাট্, তুমিই অমৃত। জান নিজের মহান্ স্বরূপকে মহতের আশ্রয়ে। প্রত্যক্ষ কর সীমার মাঝে অসীমের খেলা।'

মায়ের দিব্য জীবনলীলায় প্রকাশিত হয় সেই অসীমেরই খেলা—যা মুহূর্তের জন্য হলেও আমাদের উন্মুখ করে অমৃত আস্বাদনে—বদ্ধ ক্ষুদ্র জীবনের মুক্ত মহৎ রূপায়ণে। এমন মায়ের করুণাময় লীলাকথা শ্রবণে, মননে অপার আনন্দ, অনন্ত কল্যাণ। সদ্গুরু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপিণী শ্রীশ্রী ১০৮ শোভা মা—সন্তানের পরম কল্যাণ-ভাবিনী—পরম কল্যাণকারিণী—করুণাময়ী, লীলাময়ী, সৌন্দর্যময়ী, মাধুর্যময়ী মা! তাঁর অনন্ত মহিমা, অপার ঐশ্বর্য একমাত্র বিরাটেরই উপলব্ধি ও ধারণার বিষয়। কিন্তু বিরাট যিনি তিনি ক্ষুদ্র হয়েই ধরা দেন ক্ষুদ্রের কাছে। কবির সুন্দর ভাষায় এই ভাবেরই অপূর্ব্ব প্রকাশ—ক্ষুদ্র শিশির কণার পরমকুণ্ঠায় তেজোদ্ভাসিত সূর্যের পানে তাকিয়ে বলে—'হায়! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?' কিন্তু দীপ্তিমান সূর্যের অপূর্ব্ব আশ্বাস বাণী—

'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো।
তবু শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া—
ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি'।

ক্ষুদ্র শিশির-কণার ক্ষুদ্র আধারেই অনন্ত আলোময় তাঁর আলোক-কণার বিচিত্র রূপ প্রকাশ করেন। অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার, অপার মাধুর্যময়ী, পরম স্নেহময়ী মাও তেমনি অনন্ত বিচিত্ররূপে বহু সন্তানের কাছে ধরা দেন। যে সন্তানের কাছে তাঁর যে রূপ প্রকাশিত, সীমিত আস্বাদনের সীমায় তিনি তাই উপভোগ করে আনন্দ পান, কারণ সে উপভোগ যে অমৃত আস্বাদন। আর সেই আনন্দকণা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েই তাঁর সে আনন্দ পূর্ণ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরূপা মায়ে বিচিত্ররূপে এই আস্বাদনেরই নানা কাহিনী আমাদের মা। বিশ্বজননীর সন্তান বিশ্বজোড়া। তাঁদের সকলেরই জন্য এর প্রকাশন। গ্রহণে, আস্বাদনে সন্তানদল যদি তৃপ্ত হন, ধন্য হন—তবেই সার্থক হবে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

অশেষ কল্যাণগুণময়ী মাতৃচরণে আমাদের এই দীন অর্ঘ্য নিবেদন করে তাঁর কৃপা করুণা প্রার্থনা করি নতশিরে।

শ্রীশ্রীমায়ের
সুবর্ণজয়ন্তী তিথি
ফাল্গুন, ১৩৭৭ বাং
সন্ত-আশ্রম, বারাণসী

বিনীতা
ব্রহ্মচারিণী সুধাদেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺শ্রীশ্রী৺রাধাবিহারিণে নমঃ

কার্য্যালয় শ্রীসুদর্শন

নিম্বার্ক আশ্রম, শ্রীবৃন্দাবন, (মথুরা) ইউ, পি.

হরিদ্বার, কুম্ভমেলা

২২শে চৈত্র, ১৩৪৫

শ্রীচরণকমলেষু

গতকল্য শোভাকে পত্র দিয়াছি, অদ্য সকালে মা, দিদি, উষা, দেবু, রেণু আসিয়াছে।

গতকল্য রাত্রে আমি ও মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আনন্দময়ী মার সঙ্গে দরজা বন্ধ করিয়া বহু আলাপ হইল—আমাদের উভয়ের শেষ সিদ্ধান্ত আরেকটী শোভা মা হয় না।

রাত দিন ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত বুঝলাম—শোভাও হয় না—আর বাবাও হয় না। প্রণাম জানিবেন।

আজ বড় তাড়াতাড়ি। সেবক

—শিশির

[শ্রীদাদুর (শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃদেব) কাছে লেখা ভাইদার (ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের) পত্র।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্॥
[শ্বেঃ উঃ ৬।২১]

—তপস্যার প্রভাবে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে শ্বেতাশ্বতর উক্ত ব্রহ্মকে জানিয়া অনন্তর ঋষিসংঘদ্বারা সম্যক্ পরিসেবিত এই পরম পবিত্র তত্ত্ব সন্ন্যাসীদিগের নিকট সম্যক্ প্রকারে বলিয়াছিলেন॥ ৬।২১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।
[কঃ উঃ ১।২।২]

শ্রেয় এবং প্রেয় উভয়ই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। ধীমান উভয়ের পার্থক্য পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করেন। যিনি ধীর তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তম জানিয়া তাহাকেই গ্রহণ করেন। আর যিনি অল্পবুদ্ধি দৈহিক ভোগ্য বিষয়-সমূহকেই গ্রহণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী ১০৮ শোভামা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ মা

ত্রিযুগ

শ্রীদাস

নমি যোগীগুরু দেব রামদাস
দিব্য জ্যোতির পরকাশ,
ঐশী করুণার মাধুর্য্য-মণ্ডিত
বদন সুন্দর সুহাস।
গুরু দেবদাসের আদুরে দুলাল
নিশ্চলা তব ভক্তি,
যোগ বিভূতিতে বিত্তবান হয়ে—
দেখায়েছ কত শক্তি।
আত্মনিবেদনের হোম শিখা জ্বলে
তব হৃদে অনুক্ষণ।
শিষ্যের প্রতি প্রীতির ভরে
দুর্ণাম করেছ বরণ।
কঠিন বাহ্য ব্যবহারে সদা
নিজেরে রেখেছ ঢাকি—
ফল্গুর মত করুণার ধারা
নিয়ত অন্তরে রাখি।
ক্ষমার মাহাত্ম্য শিখায়েছ ক্ষমি
রসুইয়া পুষ্কর দাসে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোঁসাইয়া ডাকাতে করুণা করিয়া
টানিয়া এনেছ পাশে।
চাতুরীর খেলা খেলিয়াছ কত
কভু কোন্দল বালক সনে,
তস্কর মাতালের আড্ডায় বসেছ
বিকার নাহিক মনে।
আত্মগোপন করিয়া রয়েছ
কেহ না বুঝিতে পারে,

তাই বুঝি শেষে সন্তের বেশে
এলে নব কলেবরে।

নমি সদ্‌গুরু শ্রীসন্তদাস
বৈষ্ণবের শিরোমণি।
করুণাঘন মোহনীয় রূপে
দূর কর যত গ্লানি।
নয়নে বচনে অমৃত ঝরে
অমৃতময় সত্তা,
ত্যাগ ও বৈরাগ্যে শিক্ষা দিয়েছ
তামসিক সুখ মিথ্যা।
গুরুগত প্রাণ নাহি অভিমান
তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারী
অভাজনে প্রেম বিলায়েছ যেচে
সাজিয়া পারের কাণ্ডারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর কত কঠিন পরীক্ষায়
অবহেলে তুমি তরি—
শত আশীর্ব্বাদ লভিয়াছ প্রভু !
গুরুচিত্ত জয় করি।
গোদাবরী তীরে নাসিক কুম্ভে
হে মহান্ মহিমময়,
সর্ব্বভারতের বৈষ্ণব মণ্ডলী
গাহিল তোমার জয় !

স্নিগ্ধ করুণায় সিক্ত, পিতঃ !
করিয়াছ জনে জনে
পিতার পাশে ব'সেও সন্তান
কেন ভাবে মাকে মনে ?
তাই বুঝি শেষে নব পরিবেশে
আসিয়াছ আরবার,
তোমার করুণা স্মরণ করিয়া—
নতি করি বার বার।

এবার এল মা, মা আমার
মূর্ত্ত হ'য়ে করুণার,
স্নেহের প্রলেপ্ দিয়ে,
অশ্রুধারা মুছাইয়ে
তুলে নিতে সন্তানের ভার
এল মা, মা আমার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদমন্ত্র উচ্চারিয়া যবে ঋষিগণ
মুখর করিল গগন
মাতৃসাধনায় সাধক শুদ্ধ শান্ত চিত্তে
যখন হইল মগন,
মঙ্গল আরতি হয় মন্দিরে মন্দিরে
সুরভিত করিয়া প্রাঙ্গণ—
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের সেই শুভক্ষণে,
এল মা ভুবনে,
অপসারি নিশি অন্ধকার
এল মা, মা আমার।
নহে দশভুজা, নহে চতুর্ভুজা,
নহে সে রুদ্রা ভীষণা,
নাহি অট্টহাস দানবের ত্রাস
ভ্রূকুটি-কুটিল-নয়না।
মায়ের অধরে সুহাস,
মৃদু-মধু-ভাষ,
নয়নে করুণা ঝরে;
দু'হাত বাড়ায়ে ডাকে সন্তানে
কল্যাণ কামনা ক'রে।
কষ্টিপাথরে যাচাই করে না
সন্তানের অগুণ কত
স্নেহ সমাদরে পূত করে তার
মনের ময়লা যত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আঁচল ছায়ায় টানিয়া তাহার
হ'রে লয় দুঃখ ভার
এল মা ; মা আমার।
প্রণমি জননী তোমায়, হে শুভদায়িনী
রিক্ত হৃদি ল'য়ে,
পারি যেন সুরভিতে চন্দনের মত
নিজ অঙ্গ ক্ষয়ে।
করুণাময়ী, করুণা করে
দাও গো ভক্তিবল।
শক্তিধর কর মোরে,
জীবরূপী তোমারে সতত সেবিতে
জন্ম জন্মান্তরে।
আজি শুভ আবির্ভাব দিনে
রাখি মাথা চরণে তোমার
অভাজন শ্রীদাসের লহ নমস্কার
স্নেহময়ী জননী আমার।

[১৪ই ফাল্গুন, ১৩৬৯ বাং]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাব

স্তব্ধ নীল আকাশ। কৃষ্ণা পঞ্চমীর রাত। উথ্‌লে পড়ছে চাঁদের হাসি। যেন বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার জল। নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে অঙ্গনে প্রাঙ্গণে প্রান্তরে প্রান্তরে। মৌন গম্ভীর রাত্রির স্তব্ধতা। ধ্যানমগ্ন সাধকের সাধনা। নীরব সাক্ষীস্বরূপ ফুটে আছে আকাশের শুকতারা। এমনি সময় সাধকের সাধনাকে চঞ্চল করে —মূককে মুখর করে বেজে ওঠে আকাশের বাঁশী। বাঁশী আজ আর রা-রা বলে না — সে বলে 'মা এলো রে, মা এলো।'

সেই তালে তালে জেগে ওঠে প্রকৃতি। জেগে ওঠে ব্রাহ্ম উপাসকের দল, প্রকৃতির বুকে ফুটে ওঠে একটি স্ফুরণ। স্ফুরণকে স্ফুরিত করে রূপ নেয় একটি শিশু মূর্তি, যেন চাঁদের কোলে জেগে ওঠে মাতৃমূর্তি ; চেতনাকে চৈতন্য দাও, মনকে অন্তর্মুখী কর, আত্মসমর্পণ কর গুরু-পায়। দেখ্‌বে সাধনার ধন আমাদের মা আসছেন ব্রাহ্ম মুহূর্তে ব্রহ্ম উপাসনার ফল হয়ে। আজ থেকে ৫০ বছর আগে এমনি এক ব্রাহ্ম মুহূর্তে পাই আমরা আমাদের চেতনাময়ী মাকে, আমাদের চৈতন্যোদয়ের জন্য। ব্রাহ্ম মুহূর্তে জন্ম বলেই বোধহয় মা ব্রহ্মচেতনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। সর্বজীবে ব্রহ্ম আছেন — ব্রহ্মময়ী মা আমাদের তাই অকাতরে করে যাচ্ছেন জীবব্রহ্মের সেবা। জীবব্রহ্মকে এগিয়ে দিচ্ছেন পরব্রহ্মের দিকে। এই ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের মঙ্গল-দায়িনী মঙ্গল-ভাবিনী মঙ্গল-কারিণী মা—সর্বময়ী, সর্বাশ্রয়ী মাকে লিখতে হবে 'আমাদের মা'র, অর্থাৎ গণ্ডীময়ী মায়ের আবরণে এনে। তা না হলে যে ভাষা সেখানে মূক —বুদ্ধি সেখানে স্তব্ধ। প্রকৃতি নীরব-নিথর।

শীত বিদায় নেয়, বসন্ত এগিয়ে আসে তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে। গায়ের চঞ্চল আঁচলের ওড়না উড়িয়ে আনন্দের হাওয়া জাগায় লোকের মনের আনাচে-কানাচে, সুরের পর্দা চড়ায় আরোহণের অবগুণ্ঠন সরিয়ে। ... ...বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পরিধান করে ধরিত্রী দেবী পরিবেশন করেন দেবশিশু। প্রকৃতি নিজেকে সাজায় অপরূপ রূপ সজ্জায়, গাছে গাছে ফুটে ওঠে ফুল, কোকিল তোলে মধুর বোল— তারই সঙ্গে শোনা যায় ছোট্টশিশুর রোল। ১৩২৭ বাংলার ফাল্গুনের চতুর্দশ দিবসে স্বাতীনক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে প্রকৃতি তার মানস কন্যার জন্ম দেয় আমাদের শ্রদ্ধেয়া দিদিমার মাধ্যমে। সেই ত মোদের মা। ... ...

আমাদের মায়ের সম্বন্ধে যাই লিখতে যাই না কেন, দেখি তাতে আর যাই হোক না কেন, হয় না আরাধিকার আরাধনার মালা। তাই কলম হাতে থাকি স্তব্ধ বিস্ময়ে, বিস্ময়ের চূড়ান্ত আকাশের পানে তাকিয়ে। মনে হয় এই যে আকাশ সে কি আমার মায়ের চেয়েও বিরাট মহান্? স্তব্ধ সুন্দর আকাশের গায়ে ঝিলিক দিয়ে ওঠে অগণিত তারার দল— বলে, আরে! আমরাও যে তোর মায়ের পূজারী শতদল। কাজেই চল, দলে দল বেঁধে আমরা প্রণত হই মায়ের চরণ-তলে। ... ...

অনন্তময়ের অনন্ত লীলা তরঙ্গের খেলা আমরা দেখে যাই নানা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। মনমুকুরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শাস্ত্রকারদের বাণী —'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।' কবির ভাষায় তাঁর সব কিছুই মধুর —মধুর তাঁর হাসি, মধু তাঁর কথা, মধু তাঁর চলা— "হসিতং মধুরং, হৃদয়ং মধুরং, গমনং মধুরং, বচনং মধুরং, চরিতং মধুরং, বলিতং মধুরং।"

[মাঘ, ১৩৬৭ বাং]

বাণী

গুরুতত্ত্ব জানিবে—গুরু বিশেষ কোন দেহে আবদ্ধ নন্। তিনি সর্ব্বব্যাপী—আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্বের তুলনাও তার তুলনায় অতি নগণ্য। তাঁর তুলনা তিনিই। তিনি সর্ব্বভূতে প্রতি অণুতে পরমাণুতে আছেন। ইহা বুদ্ধির কথা নয়। ইহাই অনুভূতি। তিনি ছাড়া জগতে কেহ নাই—কিছু নাই জানিবে। প্রতিটি বস্তুতে গুরুশক্তিরই প্রকাশ জানিবে। গুরু মহান—বিরাট—বিশ্বব্যাপী। তিনি তোমার আমার মত ক্ষুদ্র দেহেই আবদ্ধ নন। তবে যে দেহ অবলম্বন করে তিনি তোমায় কৃপা করেছেন ইহা তোমার কাছে বিশেষ আদরণীয় ত বটেই। ইহার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য অবশ্যই যত্নশীল হইবে। তবে শুধু মাত্র দেহেতেই গুরুবুদ্ধি রেখ না। তোমার গুরু জগৎগুরু। সব গুরুর মধ্যেই তোমার গুরুরই প্রকাশ জানিয়া সবাইকে শ্রদ্ধা প্রণতি দাও।

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট্টশ্রীমা

শ্রীযুক্তা সুধা চৌধুরী

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
প্রাণ আনন্দে নাচেরে—

পরম আদরিণী আমার ছোট্ট শ্রীমায়ের কথা লিখতে বসে আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছে। মায়ের কথা লিখতে আনন্দ, পড়্‌তে আনন্দ, বলতে আনন্দ, শুনতে আনন্দ। কিন্তু কি লিখব? সে ত বহুদিন আগের কথা। কালস্রোতে আমার জীবনের কতই না পরিবর্তন হয়েছে! সংসারের ঘূর্ণিপাকে সে স্মৃতিগুলিও কোন্ অতলতলে তলিয়ে গেছে। কিন্তু স্মৃতিগুলিও চিরসত্য। তাই মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তাদের অস্তিত্ব, আর আমাকে দেয় আনন্দ। সেই মধুর স্মৃতির আনন্দে মনটা যেমন ভরে যায়, বলতে গিয়ে তেমনটি ফোটাতে পারি না। নানাভাবে বললেও ঠিক সেইভাবে প্রকাশ করতে পারি না বলে তৃপ্তিও হয় না—আর যারা শোনে তাদের দিকেও চেয়ে দেখি তাদেরও সেই আনন্দ হচ্ছে না। সেই জন্যই বোধ হয় এই আনন্দকে বলা হয় অব্যক্ত, ভাষাতীত।

অতীতের স্মৃতিভরা কথাগুলি আজ আমার কাছে একদম স্বপ্নের মতই মনে হয়। স্বপ্নের কথাগুলি প্রায়ই দেখি আগা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোড়া মিল থাকে না—আমার কথাগুলিও তেমনি খাপছাড়াই হবে। তবে কথাগুলি স্বরূপতঃই সুন্দর, কাজেই ভাষা দিয়ে সাজাবার প্রয়োজন হয় না। সে ক্ষমতাও আমার নাই। তবু ভাল লাগে তাই লিখছি।

আমার মাতৃদেবীর কাছে শুনেছি আমাদের শ্রীমায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দিদিমা দেখতে নাকি এত সুন্দর হয়েছিলেন যা বলে বুঝান যায় না। তাঁর চেহারাখানি রূপ, লাবণ্য, শ্রীতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখতে হয়েছিল! যা নাকি এর আগে বা পরে আর কখনও হয়নি। শ্রীশ্রীশোভামা আসবেন বলেই বুঝি তাঁর মাতৃদেবী রূপে তাঁর নিজের শোভা ছড়িয়ে দিয়ে সবাইকেই বিমোহিত করেছিলেন। মহাপুরুষদের জীবনীতে তাঁদের জন্মের পূর্বে তাঁদের মায়েদের রূপমাধুর্য্যের কথা এরূপ সব সময়ই দেখতে পাই। মাতৃদেবী আরও বলেন, যখন শ্রীমায়ের কাছে বসেন তখন কচি মেয়ে শ্রীমা বিছানায় শুয়ে হাত পা নাড়াচাড়া করে যে খেলা করতেন সেই অপূর্ব্ব সুন্দর চেহারাখানিই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠে আর আনন্দে মন ভরে যায়। ধন্য তাঁদের জীবন, এমন শিশুকে তাঁরা লালন-পালন করেছেন।

তারপর আমি দেখেছি ভোরবেলা দিদিমা পূজা করছেন আর তখনই স্নান সেরে ধোয়া পরিষ্কার সুন্দর জামা পরে শান্তভাবে আসন করে আসনে বসে আমাদের ছোট্টশ্রীমা। গোলগাল মোটাসোটা শরীরের গড়ন, উজ্জ্বল গায়ের রঙ, কাল কুচকুচে মাথা ভর্তি চুল ঘাড় পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। সে চেহারাখানি দেখতে কি সুন্দরই না লাগত! মায়ের পূজা শেষে চরণামৃত নিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর দিদিমা শুদ্ধ বাসনে তাঁর জন্য সকালবেলার খাবার তৈরী করে দিতেন; তাই খেতেন। দুপুর বেলাও শুদ্ধভাবে আলাদা করে তাঁর জন্য নিরামিষ রান্না করতেন দিদিমা। তখন শ্রীমায়ের এমন একটা অসুখ হয় যার জন্য এক সাধুর নির্দ্দেশে এই নিয়মের ব্যবস্থা করা হয়। ভবিষ্যৎ জীবনে এমনটি হবেন বলেই বুঝি শৈশব থেকেই তাঁর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের শুরু হয়েছিল। কিন্তু তখন কে জানত ঐ রহস্য। জীবনের শুরুতেই এই নিয়ম পালন করা কিছুতেই সম্ভব হত না, যদি না ছল করে সাময়িক ভাবে স্থূলতঃ এই অসুখের সৃষ্টি করতেন। সাধে কি বলে "চতুর চূড়ামণি!"

বাড়ীতে আমরা অনেক ভাইবোন ছিলাম। তাই সারাদিন হৈ হুল্লোড় করেই কাটত। শ্রীমাই ছিলেন মধ্যমণি। মনে পড়ে কোণ্ডাবাড়ীতে মায়ের খেয়ালবশতঃ মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাড়ীর নিত্যপূজার ফুল তোলার কথা। ভোর হওয়ার আগেই ফুল তুলতে যেতে হবে। যে আগে উঠবে সে এসে অন্যদের ডাকবে। কে কোথায় জানালার কাছে ঘুমোয় সবার জানা আছে। সবার আগে আমাদের মধ্যমণি মাই উঠতেন। তিনি যে যন্ত্রী, তাই যন্ত্রের মত আমাদের যেভাবে চালাতেন আমরা সেইভাবেই চলতাম। জানালায় যেই টুক্‌টুক্ শব্দ হল, অমনি উঠেই তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় ছেড়ে পিছনের দরজা খুলে সাজি হাতে বেরিয়ে পড়তাম। বাড়ীর নীচের দিক দিয়ে গিয়েছে গ্রামের সরু পথ। নেমে পড়তাম পথে। তখন পথটি থাকৃত নির্জন, তাই একটু একটু ভয় করত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন শুনতে পেতাম সুন্দর সুমধুর গানের সুর, তখন ভয় আর থাকত না। এই গান করত আমাদেরই প্রজা—প্রসন্ন মালী। সে গান গেয়ে গেয়ে আমাদের যাওয়ার প্রতীক্ষা করত। আমরা তার বাড়ীর সীমানায় ঢুকলেই টের পেয়ে সে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ত। আর যে ফুলগাছের ডালগুলি উঁচুতে সেগুলি নীচু করে ধরতো, আর আমরা মনের আনন্দে ফুল পেড়ে সাজি ভর্তি করতাম।

প্রসন্ন মালীর ভাবটিও ছিল ভারী সুন্দর, সদাই প্রসন্নভাব। নামটির সাথে কি মিল। রাত্রি শেষ প্রহরে তার সেই আবাহন গীতি ভজন শুনে তাকে কৃপা করার উদ্দেশ্যেই হয়ত মায়ের এই ফুল তোলার খেয়াল হত। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে এসেও সে মাকে গান শোনাত। মা তার সামনে এসে বসতেন আর গান শুনে সমাধিস্থা হয়ে যেতেন। দেখে তার কি আনন্দ! তখন নিবিষ্ট চিত্তে তার স্বরচিত গান একটির পর একটি গাইত আর আনন্দ সাগরে ডুবে যেত।

প্রসন্ন মালীর বাগানের ফুল তুলে এসে পরে আমাদের বাড়ীর বাগানের ফুল তুলতাম। বাড়ীর বাগানে এসে মা ঝুমকো (এক রকমের জবা) ফুল গাছের ডালে বসতেন। একদিন আমরা ঝুমকো ফুল পেড়ে নিয়ে এসে দেখি মা নেই। ওমা! একি কাণ্ড!! মা গেলেন কোথায়? মা! মা! কত ডাকাডাকি, কত খোঁজাখুঁজি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগান কোন ঝোপঝাড় নেই, তবে গেলেন কোথায়? মাকে বের করার যত রকম চেষ্টা সব করা হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই মাকে পাওয়া যাচ্ছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তবে এখন কি করা যায়! একে তো মাকে পাই না দুঃখ তার উপর বাড়ীতে ফিরতে দেরী হবে বলে গুরুজনদের ভয়; সব মিলে নিরুপায় হয়ে কান্না এসে গেল। অমনি কোথা থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে মা বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সবাই চোখ মুছে হাসি মুখে বাড়ি ফিরলাম।

কখনও হয়ত বল্লেন,—চল স্নানে যাই। বাড়ীর ভিতরের বিরাট দীঘিতেই স্নান করতাম। স্নান করা কি? ঝুপ্-ঝুপ্ ঝুপ্-ঝুপ্ সবাই জলে নেমে গেলাম। সাঁতার আর সাঁতার, ডুব আর ডুব। এই করে কতটা সময় যে পার হয়ে যাচ্ছে কারও খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হ'ল, ওরে বাবা! অনেকক্ষণ ত হয়ে গেছে! সবাইর চোখ লাল হয়ে গেছে। লাল চোখ দেখে বাড়ীর গুরুজনেরা যদি বকেন এই ভয়ে দুই চোখে দুই হাত চাপা দিয়ে প্রচলিত ছড়া আছে তাই বল্‌তাম—এই ছড়া বললে নাকি লাল চোখ সাদা হয়ে যায়। সে কি সহজ-সরল-সুন্দর বিশ্বাস! কখনও খেলার ঝোঁক্ চাপ্‌ল, কত রকম খেলা হত! লুকোচুরি খেলাতেই বড় মুস্কিল হত মাঝে মাঝে। কখন কোথায় যে লুকিয়ে থাক্‌তেন! নিজে ইচ্ছে করে বের না হলে খুঁজে বের করা যেত না। কখনও বেয়ে বেয়ে ধানের গোলার ভিতর ঢুকে ধানের ওপর বসে থাক্‌তেন। এখন মনে হয় এতো লুকিয়ে বসে থাকা নয়! কৃপা করে স্পর্শ দিয়ে আসতেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। আর সেই জন্যই বুঝি পরিবারখানি ছিল ধনধান্যে ও শান্তি-শ্রীতে পরিপূর্ণ।

শ্রীমা এখন আরও একটু বড় হয়েছেন। আমাদের চিরসাথী নিত্যসঙ্গী ছিলেন মা। কিন্তু মাঝে মাঝে যে কত দূরে কোন্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজ্যে চলে যেতেন! তখন কোথায় মা আর কোথায় আমরা! আমাদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে চলে যেতেন! ধর্ম্মমূলক গান শুনলেই সমাধিস্থা হয়ে যান। একদিন বাড়ীতে গ্রামোফোনে 'মীরাবাঈ' নাটক হচ্ছে। সবাই শুনতে বসেছি, শ্রীমা আমার পাশে। গিরিধারী লালের গান স্থরু করেছেন মীরাবাঈ, আর শ্রীমা ভাবে বিভোর হয়ে সমাধিস্থা হয়ে আমার কোলে শুয়ে পড়্লেন। তাঁকে দেখেতো আমরা সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। মুখখানি লাল, নিষ্পলক হাস্যোজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। চেয়ে আছেন অথচ দেখলে বুঝা যায় আমাদের কাউকেই তিনি দেখ্ছেন না। জানি না তখন তিনি কোথায় চলে গিয়েছিলেন আর কিই বা দেখছিলেন! চমৎকার সে দৃশ্য! আরতি, স্তোত্র পাঠের সময়ও এইভাবেই আমার কোলে শুয়ে পড়্তেন। দুর্গাপূজার সময় সবাই অঞ্জলি দিতে প্রতিমার সামনে হাঁটুগেড়ে বসেছি; শ্রীমাও পাশে বসেছেন। সচন্দন ফুল বেলপাতা পুরোহিত হাতে দিয়ে মন্ত্র বলছেন—মন্ত্র শেষে সবাই পুষ্পাঞ্জলি প্রতিমা মাকে দিচ্ছি; চেয়ে দেখি শ্রীমা সমাধিস্থা আর পুষ্পাঞ্জলি বদ্ধ হাত দুখানি আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে নিজের পায়ের উপর এলো। আর হাতের সচন্দন ফুল বেলপাতা ঐ পায়ের উপরই পড়্ল। আমরা অবাক হয়ে গেলাম। তারপর আমরাও সবাই চিন্ময়ী মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে জীবন সার্থক করলাম। বাঁশীর স্থর শুনলেও সমাধিস্থা হয়ে যেতেন। কোনও দিন হয়ত খেতে বসেছেন, আর কোথা থেকে বাঁশীর স্থর কানে এল—অমনি সমাধিস্থা। কোথায় আর খাওয়া? যখন অবস্থা ফিরে এল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাওয়া আর হল না। খাওয়ার সময় কোন বাধা সৃষ্টি হলে ঐ বেলা আর খেতেন না। তাই তাঁর খাওয়ার সময় খুবই সতর্ক থাকা হ'ত। কোনও সময় বসে আছি—কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছেন। মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সেত ঘুম নয়। কোথায় যেন চলে গেছেন। ঠোঁট নেড়ে আস্তে আস্তে কথা বলছেন। কোন কোন কথার শব্দও শোনা যেত। অনেকক্ষণ পরে উঠে পা দুখানিতে হাত বুলাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম—কি হয়েছে? বল্লেন—'বদরিকাশ্রম' ঘুরে এলাম, তাই পায়ে একটু লাগছে।

কখনও দেখেছি গুরু-কৃপাধন্য আমাদের ভাইদা (ব্রহ্মচারী শিশির কুমার) তাঁর শাস্ত্রের ঝাঁপি মনে নিয়ে একখানি আসনে বসেছেন। সামনে একটি ছোট্ট চৌকী—তার উপর খাতা, কালী, কলম। আর সামনে বসেছেন আমাদের মা। শান্ত সৌম্য মূর্ত্তিখানি আর দিব্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে মুখখানি। দেখে প্রশ্ন জাগত ইনিই কি আমাদের খেলার সাথী মা? ভাইদা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, আর মা অবলীলাক্রমে সব উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। ভাইদা পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছেন। ভাইদা তো সহজে মেনে নেওয়ার পাত্র নন, একে তো শাস্ত্রজ্ঞ তার উপর বাবাজী মহারাজের দীর্ঘ সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। তাঁর প্রশ্নের সমাধান পাচ্ছেন বলেই পাতার পর পাতা লিখ্‌ছেন। আমরা এইসব কিছুই বুঝি না তাই আগ্রহও নেই। আমাদের চিন্তা মা কখন আমাদের কাছে আসবেন। তাই মাঝে মাঝে চুপি চুপি দেখ্‌তে যেতাম। একদিন কিন্তু আমাদেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোত্তর শোনার আগ্রহ হয়েছিল। কারণ সেইদিন আমাদের সবার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের কথা হয়েছিল। আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতির এত উচ্চ শিখরে উঠেছেন কিন্তু তাঁর চলাফেরা, হাসি-তামাসা, সকলের সঙ্গে হৈ হুল্লোর করা সবই আগের মতই সাধারণ।

মায়ের জন্মোৎসব আসছে, আর আমার মনে পড়ছে কুণ্ডা বাড়ীতে শ্রীমায়ের প্রথম জন্মোৎসবের কথা। বিরাট উৎসব! শ্রীমা বল্লেন, "তেত্রিশ কোটি দেবতা আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁরা আসবেন।" নিত্য পূজার ঠাকুরঘর তো আছেই। তাঁদের জন্য আর একখানি সুন্দর ঘর তৈরী করা হলো।

উৎসবের কাজ যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সেজন্য মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী একটি কার্য-তালিকা করা হয়েছিল। প্রত্যেকের নামেই এক একটি কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল যাতে আমন্ত্রিত ৺ঠাকুরদের সেবার সুযোগ সবাই পায়। দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই উৎসবে যোগ দিতে আসছেন। ভাইদা (ব্রহ্মচারী শিশির কুমার) কোলকাতা থেকে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের কয়েকখানা তৈলচিত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ছবিগুলো তেত্রিশ কোটি দেবতার জন্য তৈরী নতুন ঘরে সাজিয়ে বসান হয়েছে।

অধিবাসের দিন বাড়ীর সব গুরুজনদের নিয়ে শ্রীমা তেত্রিশ কোটি দেবতাকে সাদর আহ্বান জানালেন আর বল্লেন—"তাঁরা সবাই এসেছেন।"

উৎসব সুরু হয়ে গেল। মঙ্গল আরতি হলো। সকালের পূজা হয়ে গেছে। মা বাল্যভোগ দিলেন। বিরাট উৎসব কিনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার আয়োজনও হচ্ছে সব বিরাট ভাবে। যে যত রকম ভাল খাবার তৈরী করতে পারেন সবই তৈরী করে ভোগ দেওয়া হয়েছে। একটি মস্ত বড় বাটিতে সাগর দৈ এবং একটি বড় থালায় একখানি সরও তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। বাল্য-ভোগ ও শৃঙ্গার আরতি হয়ে গেল। প্রসাদ দেওয়া হবে—দিতে গিয়ে দেখা গেল থালায় সরখানা নেই। সবাই আশ্চর্য হলেন—সরখানা কি হলো? সব প্রসাদ একে একে দেওয়া হচ্ছে, সাগর দৈ কিছুক্ষণ দেওয়ার পর দেখা গেল দৈ এর তলায় সরখানা বেশ সুন্দরভাবে বিছানো রয়েছে। এরকম কিভাবে হলো তার কোন কারণ কেউ খুঁজে পেলেন না। শ্রীমা ভোগ দিলেই এভাবে নানারকম মজার জিনিষ দেখেছি। বিকেলে ভোগ দিয়েছেন—তখন ফুলকো লুচির ভেতর আলুভাজা ঢুকে আছে। এরকম, কত কি। এসব যে কি করে ঘটতো তা তখন তেমন বুঝি নি, আজও বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না। তবে শ্রীমা বলেন—'ভগবানকে নিবেদিত বস্তু তিনি যে গ্রহণ করেন তা তিনি কৃপা করে মাঝে মাঝে এ রকম নিদর্শনের মাধ্যমে আমাদের বুঝতে দেন।

তারপর এলো রাজভোগের প্রসাদ বিতরণের পালা। লম্বা বিরাট উঠোন-ভর্তি সারি সারি পংক্তি বসেছে। দাদারা পরি-বেশন করছেন দেখে শ্রীমায়েরও ইচ্ছে হলো পরিবেশন করার। বল্লেন—চল, আমরাও পরিবেশন করি। একথা শুনে দাদারা আপত্তি জানালেন—বল্লেন—তোরা পারবি না। সত্যি পরিবেশন করার পাত্র ও হাতাগুলি এতবড় ছিল যে আমাদের নড়াবারও

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধ্য ছিল না। বড় বড় ড্রামের আকারের বেতের তৈরি পাত্রে প্রসাদ রাখা হয়েছিল আর হাতাটিও তেমনি বড়—প্রায় এক সের পরিমাণ জিনিষ ধরে। প্রসাদ যে ঘরে রাখা হয়েছিল সে ঘরে গিয়ে দেখি পরিবেশন করার সুবিধের জন্য অন্য পাত্রে প্রসাদ তোলা আছে। অমনি আমরা আমাদের সুবিধামত পাত্র যোগার করে উঠোনের আশে পাশে যেখানে অল্প সংখ্যক লোক বসেছে তাদের পরিবেশন করলাম। কতলোক যে প্রসাদ পেয়েছিল তার সংখ্যা বলা আমার অসাধ্য। তবে এইটুকু মনে আছে যে, শ্রীমা বলেছিলেন ৺যিনি সূক্ষ্মতঃ এই উৎসব পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন ৺তিনি স্থূলতঃ পঙ্‌ক্তিতে বসে প্রসাদ পেয়েছিলেন এবং বাড়ীর সবাই একটা না একটা কিছু তাঁকে পরিবেশন করেছিলেন। শুনে সবার ভারী আনন্দ হয়েছিল। কি সুন্দরভাবে সবাইকে দিয়ে তাঁর সেবা করিয়ে নিলেন।

পরদিন মঙ্গল আরতি, বাল্যভোগ, আরতি সব হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ শ্রীমা বল্লেন— চল, একটু বেড়িয়ে আসি। বলেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে খাল, জমি, ক্ষেত পার হয়ে খুব নাম করা এক বিরাট দীঘির কাছে এসে একটু এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখে আবার বাড়ীর দিকে ফিরলেন। এদিকে দুপুর বেলা ভোগের সময় গুরুজনদের মধ্যে কেউ নতুন ঠাকুর ঘরে গিয়ে আসনের দিকে তাকিয়ে অবাক, একি! নতুন আসনে বসানো বাবাজী মহারাজের ফটোর গায়ে ঘামের মত ভেজা দেখা যাচ্ছে। দেখে সবাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন; পাখা এনে হাওয়া করতে লাগলেন। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না—তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঅর্জ্জুনদাসজী (মায়ের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা—তিনি উৎসবে এসেছিলেন) বল্লেন—'শোভা কোথায়? তাকে হাওয়া কর।' শ্রীশ্রীমায়ের খোঁজ পড়ল। তক্ষুণি শ্রীশ্রীমা এসে বাড়ী পৌঁছেছেন, খোলা মাঠে এতক্ষণ রোদে হেঁটে এসেছেন; মুখ লাল হয়ে গেছে। ঘামে ভিজে গেছেন। তাকে তখন বসিয়ে হাওয়া করা হলো। আর এদিকে বাবাজী মহারাজের শরীরের ঘামও আর দেখা গেল না। তখন সবাই শান্ত হলেন আর শ্রীশ্রীমায়ের এই আশ্চর্য লীলা দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

উৎসবের শেষ দিন কি তার আগের দিন গ্রামের নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা প্রদক্ষিণ করে নগরকীর্ত্তন হয়েছিল। নানারকম ফুল ইত্যাদি দিয়ে ঠাকুরকে সাজিয়ে দাদারা পাল্কীর মত কাঁধে করে নিয়ে সবার আগে চললেন। তারপর শ্রীমা ও আমরা মেয়েরা, তারপর বাড়ীর গুরুজনরা এবং তারপরে অন্যান্য সব। খোল করতালের বাজনার সঙ্গে মন মাতানো কীর্ত্তন যে শুনছে সেই কীর্ত্তনে এসে যোগ দিচ্ছে। গ্রামের অলি গলি পথ—কোন বাড়ীর উঠোন দিয়েই পথ। আমরা ঐ সব বাড়ীর পথে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তারা হুলুধ্বনি দিয়ে শ্রীমাকে প্রণাম করছে ও লুট দিচ্ছে। অনেকে আবার নিজেদের গাছের ফল পেড়েও লুট দিচ্ছে। সব মিলে অপূর্ব স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। আজও সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর আনন্দে মন ভরে যায়। নগর পরিক্রমা শেষ করে সবাই বাড়ী ফিরলাম। কীর্তন চলতে লাগলো। এবার মা নিজেই কীর্ত্তন পরিচালনা করতে সুরু করে দিলেন। নতুন নতুন পদ রচনা করে গাইতে লাগলেন আর গানের তালে তালে নাচতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলেন। কত রকম ভঙ্গিমায় যে নাচলেন তা বলে বা লিখে বোঝাতে পারব না। আর আমরাও সাথে সাথে। সে কি নৃত্য! মা বলছেন—

'জলে হরি, স্থলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল,
তোরা হরিবোল হরিবোল।'

আমরাও মায়ের সাথে সাথে গাইছি ও নাচছি। মায়ের দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। একবার এক পা তুলছেন অন্য পায়ের হাঁটুর উপর, সেই পা-টি সাথে সাথে ফেলে অপর পা-টি তুলছেন এই পায়ের উপর। এমনি করেই নাচছেন ও গাইছেন। চুল খুলে গেছে। শাড়ীর আচল কাঁধ থেকে পড়ে যাচ্ছে, কোন দিকেই খেয়াল নেই। আমাদেরও একই অবস্থা। আমরাও যে এমনটি ইচ্ছে করে করছিলাম তা নয়। আমরা তখন স্ববশেই ছিলাম না। কিসের প্রেরণাতে যে নাচছিলাম, তা বলতে পারি না, বোধ হয় সেটা তাঁরই শক্তি। নাচ ও কীর্তন চলেছে তো চলেছেই— থামবার নাম নেই। মা শুধু নূতন নূতন পদ রচনা করেই চলেছেন। সমস্ত বাড়ীটাই যে নাচছে! এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে গুরুজনেরা সন্ত্রস্ত হলেন—না জানি মা'র কি হয়! কি করে কীর্তন থামানো যায় তাই ভাবছেন সবাই। তারপর জানিনা কেন দিদিমা এসে কীর্তনের সামনে ৺ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে বসলেন, আর কিছুক্ষণ পরে শ্রীমা তাঁর কোলে গিয়ে বসলেন। কীর্তন শেষ হল।

আজও মনে পড়ে সেই মধুর কীর্তনের কথা, মায়ের সেই দিব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিতে ভরা মুখখানির কথা। গাল বেয়ে অশ্রুধারা ঝরছে আর করুণ সুরে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গাইছেন—

তোরা একবার হরিবোল, হরিবোল,
একবার হরিবোল, হরিবোল।

এত সব দেখেছি তবু তাঁকে কি একটুও জানতে পেরেছি? জানবই বা কি করে? তিনি যে তাঁরই যোগমায়া দিয়ে আমাদের মোহিত করে রেখেছেন! তাই বলি, মাগো! কৃপা করে এবার মোহমুক্ত করে তোমার স্বরূপ বুঝিয়ে তোমাকে জান্‌তে দাও!

ফাল্গুন, ১৩৭৩
ও
ফাল্গুন, ১৩৭৫

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমময়ী মা

৺সুচিত্রা দাস

'আমাদের মা'—আমাদের মা যে সত্যি সত্যি কী তা আজ পর্য্যন্ত আমরা ভাষায় ব্যক্ত করতে বা বোঝাতে পারিনি কাউকেই। শুধু কলম নিয়ে কয়েক লাইনের অবতারণা করেছি মাত্র। এক এক সময় ভাবি এই যে শাড়ীপরা ছোট্ট মেয়েটি—ছ'চোখ দুষ্টুমীভরা এক মুখ হাসি নিয়ে আমাদের সবাইকে তৃপ্ত করছেন, আনন্দে হাসিতে উচ্ছল হয়ে নিজেও ফেটে পড়ছেন আর সবাইকে হাসতে বাধ্য করছেন—কে ইনি? কত মহান্—কত বিরাট! তিনি কি সমুদ্রের চেয়েও বিরাট কিম্বা হিমালয়ের চেয়েও? আমরা সব কিছুতেই একটা সীমা টান্‌তে চাই বা তুলনা করতে চাই। এটাই আমাদের বোকামি। তাঁকে কি সীমার মধ্যে রাখা চলে? না রাখা যায়? তিনি যে অসীম!

এই তো কিছুদিন আগেও তুমি,—

"আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে,
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে,
জীবন বহে যেত অশান্ত॥
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সে দিন কত-না বন-বনান্ত॥
ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান
কোন অর্থ তাহার কে জানত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,
সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি—
স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি,
তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত ॥”

তাই বার বার মনে প্রশ্ন জাগে তুমি কী? কত বিরাট! যাঁর পায়ের নীচে সমস্ত পৃথিবী, রবি, শশী, তারা সবাই মাথা নত করে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছেন—তাঁদের সবার চেয়ে তুমি কত বড়? কিন্তু তা বোঝার সাধ্য শক্তি কোনটাই যে নেই আমার!

“সত্যমঙ্গল প্রেমময়ী তুমি,
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ দুখজ্বালা সেই পাশরে
সব দুখ-জ্বালা সেই পাশরে ॥
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী
সেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥”

আমি কত ছোট, ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্রতর—কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। তুমি যাকে কৃপা করো, ওগো প্রেমময়ী মা সেই শুধু জানতে পারে তুমি কী? আমি এসেছি সংসার করতে কিন্তু ওগো কৃপাময়ী মা—

“আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ
আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় যাহার শতখানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তি বাঁধনে ॥
সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে কতদিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সেকথা বোঝালে—
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে—
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
এনেছ তোমারি দুয়ারে ॥"

কিন্তু অজ্ঞান অবোধ আমি অতি মূঢ় মেয়ে তোমার—
"আমি কি বলে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন॥
চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহো অপহরি,
করো তারে আপনারি ধন—আমার হৃদয় প্রাণ মন ॥
শুধু ধূলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তারে করো সমর্পণ স্পর্শে তব পরশ রতন ॥"

কি বলে প্রার্থনা করতে হয় কিছুই জানি না। মাগো, মা— তোমার অবোধ অজ্ঞান সন্তানকে ক্ষমা করো।

সদানন্দময়ী মা আমাদের সর্বাবস্থাতেই মনের প্রশান্তি ও আনন্দ নিয়েই বিরাজ করেন তাঁর ছেলে-মেয়েদের মাঝে।

তাই তো সবায় ডাকি—
(তোরা) 'সদানন্দময়ী মাকে দেখে যা।
(সে যে) সকল শোভায় হার মানিয়ে,
নাম ধরেছে শোভামা ॥"

[ফাল্গুন—১৩৭৩]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মাতৃ প্রসঙ্গ"

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

[শ্রীমায়ের ত্রয়োবিংশ জন্মোৎসবে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা হইতে সঙ্কলিত]

১৩২৭ সনের ১৪ই ফাল্গুন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোণ্ডা গ্রামের ভাগ্যবান শ্রীসুকুমার রাহার কন্যারূপে শোভামায়ের আবির্ভাব। ইহা তাঁহার পার্থিব পরিচয় হইলেও সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। জীবের জন্ম-বৃদ্ধি, এই ধূলার মাটিতে খেলা-ধূলা, লেখা-পড়া, চলা-বলা সবকিছুর পশ্চাতে জীবনের একটা মস্ত বড় জগৎ অজানাই রহিয়া যায়। মানুষ আসলে একটা ভাব। যার যেমন ভাব তার বাহ্য-বিকাশও তেমনি হয়। গভীর নিগূঢ় দৃষ্টি দিয়া দেখিলে, সুপ্রাচীন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অখণ্ড ভাববিকাশের ছন্দ ধরিয়াই শোভামায়ের আবির্ভাব। ১০৮ শ্রীকাঠিয়া বাবা—ব্রজবিদেহী সন্তদাস প্রমুখ সিদ্ধ গুরুপরম্পরাক্রমের একটি বিশুদ্ধ ভাবকুসুম মাত্র। এইজন্যই শোভামায়ের অসাধারণ জীবন ও সাধনা আকস্মিক বা অসম্ভব নয়। মায়ের আবাল্য জীবনের অকিঞ্চিৎকর ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায় যে, জন্মান্তরের সাধন ও সুকৃতি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সহজভাবেই তাঁর শুদ্ধচিত্তে গুরুকৃপায় ব্রহ্ম ও জাগতিক ব্যাপারের রহস্য উদ্ভিন্ন হইতে দেখা যায়। বিশেষ কোন কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া তাঁহাকে পরাজ্ঞান লাভ করিতে হয় নাই, এই বিশ্ব-রহস্যের আবৃত মুখ হিরণ্ময় ঢাকনি যেন সহজভাবেই অপসারিত হইয়া আধ্যাত্ম-লোকের দিগ্‌দিগন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

১৩৪২ সালের ২৮শে আষাঢ় বেলা প্রায় ১০টার সময় শোভামা ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীশ্রী৺সন্তদাস বাবাজী মহারাজের নিকট 'নাম' প্রাপ্ত হন। দীক্ষাগ্রহণের অনতিকাল পর হইতেই মায়ের জীবনে ভাবান্তর ক্রমশঃ ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। বাবাজী মহারাজের বিদেহী সত্ত্বা মাকে আশ্রয় করিয়া মায়ের জীবন নিজের অভিপ্রায়মত গড়িয়া লইতেছিলেন। এই সময়ে মা প্রায়ই সমাধিস্থ হইতেন এবং ভাবমুখে যে সব বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা বলিতেন তাহা আধ্যাত্মরাজ্যের অদ্ভুত বার্তা বহন করিয়া আনিত। ধীরে ধীরে অল্পদিনের মধ্যেই মা একটা আপূর্যমান দিব্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সেই সময় হইতেই তিনি সহজভাবে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া হাসিয়া খেলিয়া গভীর তত্ত্বালোচনা ও জটিল সাধন রহস্যের উপদেশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই বহু জিজ্ঞাসুর বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর তিনি সঙ্গে সঙ্গে না ভাবিয়া চিন্তিয়া দিবারও শক্তি লাভ করেন। তাঁহার উত্তরের মাঝে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের ছায়া নাই। বুদ্ধির কূট-তর্কে মানুষ অনেক সময়ে ধৈর্য্য হারাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে ; কিন্তু কোনরূপ উত্তেজনাই মায়ের মুখের হাসি ম্লান করিতে পারে, এমনটি কখনও দেখা যায় নাই। তাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বায় সত্যের যেরূপ প্রতিফলন হইয়া থাকে তাহাই তিনি অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। সেইজন্যই কেহ তাহা না বুঝিলে বা বিশ্বাস না করিলে, মায়ের মনে কোনরূপ ক্ষোভ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। আপ্তবাক্যের মতই তাঁর উত্তর বা উপদেশ হইতেছে সংশয়-দ্বন্দ্ব-বর্জিত।

দীক্ষা সম্বন্ধে মায়ের অভিমত এই যে, "যে মন্ত্র দ্বারা গুরু শিষ্যের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করেন, সেই মন্ত্রদানরূপ কার্যকেই দীক্ষা বলে। দীক্ষা তত্ত্বতঃ একই প্রকার। শিষ্যের অধিকার অনুসারে মন্ত্রের তারতম্য হয় মাত্র। জীবনী শক্তির প্রভাবেই যেমন বাল্য, কৈশোর, বার্ধক্য আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ গুরুশক্তি পিছনে থাকিলে চরম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে।"

দীক্ষা ও গুরুশক্তি সম্বন্ধে এমন সহজ সুস্পষ্ট সুসমঞ্জস ধারণা বহু পুঁথি মুখস্থ করিয়াও কি সম্ভব? একটি অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লী-গৃহস্থ ঘরের তথাকথিত স্বল্পবয়স্কা মেয়ের মুখে এ বাণী কি করিয়া সম্ভব, ভাবিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়।

মা আমাদের কারুণ্যের বিগলিত বিগ্রহ। একবার ব্রহ্মানন্দ সাগরে ডুব দিয়া না উঠিলে মায়ের মত এমন সদা হাস্যমাখা প্রসন্ন মূর্ত্তি, এত বিশাল ও উদার মতাবলম্বী হওয়া যে সম্ভব নয়, তাহা যিনি আমাদের মাকে দেখিয়াছেন, তিনিই মর্মে মর্মে অনুভব করিবেন। তিনি সত্যের সবখানি দেখিয়াছেন বলিয়াই কাহাকেও বা কোন সম্প্রদায়কে কখনও অসত্য বা ছোট ভাবিতে পারেন না। তাঁহার কথায়, আচরণে, ব্যবহারে অতি বড় কুতার্কিকও প্রশংসামুখর না হইয়া পারেন না। অথচ মায়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানজনিত তত্ত্বদর্শন যে কত গভীর তাহা যাঁহারা তাঁহার নিবিড় নৈকট্যে আসিবার বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর অনুভব-সিদ্ধ বাণীর মর্মানুধ্যান করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

উচ্চতম তাত্ত্বিক ভূমির কথা, সমস্ত সাধনলোকের কথা মা এমন সহজ ও সরল করিয়া বলেন যে তখন মনে হয় যেন তিনি সবই স্বচক্ষে দেখিতেছেন আর বলিতেছেন। সাধনভূমি সম্বন্ধে মায়ের স্বচ্ছ, দৃপ্ত, নিঃসংশয় বক্তব্য এই—

"প্রথম ভূমিতে সাধকের গুরুর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়। দ্বিতীয় ভূমিতে গুরুই সব এই উপলব্ধি করা যায়। তৃতীয় ভূমিতে মন্ত্র ও দেবতার ঐক্য উপলব্ধি হয়। চতুর্থ ভূমিতে নির্বিকল্প সমাধি হয়। ইষ্টদেবতা, গুরু ও আমি সব মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইহাই অদ্বৈত অবস্থা। পঞ্চম ভূমির প্রথম ভাগে আবার দ্বৈত আসিয়া পড়ে। এই ভূমির মাঝামাঝি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আসে। তখন তাহাতে সব কিছু আছে এবং সব কিছুর মধ্যে তিনি আছেন, এ বোধও থাকে এবং তদতিরিক্তভাবেও তিনি আছেন সে বোধও যুগপৎ হয়। ভক্তি-মার্গের ইহাই শেষ ভূমি। জ্ঞানমার্গিরা পঞ্চম ভূমিতে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন। ব্রহ্ম যে সর্বভূতে আছেন এবং তদতিরিক্তভাবেও আছেন এ বোধ তাঁদের ষষ্ঠভূমিতে হয়। সপ্তম ভূমিতে তাঁহাদের ব্রহ্মরূপতা হয়। স্থুল, সূক্ষ্ম, কারণ তত্ত্বগুলি সবই তখন ব্রহ্মাকার হইয়া যায়।"

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মরূপতা সম্বন্ধে শোভামা বলেন:— "ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীবের স্থুলের সম্পূর্ণ এবং সূক্ষ্মের কিছুটা ব্রহ্মাকার হইয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্মের কিছু এবং কারণ দেহের সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন ব্রহ্মাকার হয় না। একমাত্র ব্রহ্মরূপতা লাভ করিলে স্থুল-সূক্ষ্ম-কারণ সব কিছুই ব্রহ্মাকার হইয়া যায়।"

মায়ের এই সূক্ষ্মতম তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ধারণায় সত্যই অভিভূত হইতে হয়। মনে হয় যেন মাকে ধরা ছোঁয়া কত কঠিন! কিন্তু শোভামার আটপৌরে জীবনটি অতি সহজ এবং স্বাভাবিক। তিনি অনিত্যবোধে সংসারকে তুচ্ছ করিয়া দূরে সরিয়া যান নাই; পরন্তু সংসারের আনন্দ-বেদনা ও হাসি-কান্নার মাঝে মঙ্গলময়ী-রূপে পরম শোভনীয়া হইয়া আছেন। মায়ের সংযমপূত বেশ-ভূষায়, নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের চলা ফিরায় কোথায়ও এতটুকু অস্বাভাবিকতা নাই,—না আছে কৃচ্ছ্র, তার শুষ্ক কাঠিন্য ও ব্যতিক্রম। এই জন্যই অতি সহজভাবে মাকে ভালবাসা যায়, শ্রদ্ধা করা চলে, আর আপন বলিয়া একান্ত সন্নিকটে উপনীত হওয়া যায়। মায়ের হৃদয়-মাধুর্যের স্পর্শ, তাঁহার সহজ জীবনের প্রীতি এবং সদা প্রসন্ন বদনের সরল অভয় হাসি সুখে দুঃখে তাঁহাকে পরম আত্মীয় বলিয়া ভাবিবার অবসর দিয়া থাকে। শোভামা শুধু গুরুর গৌরব নিয়া নিজেকে একাকীত্বের মাঝে ডুবাইয়া দেন নাই; তিনি কন্যা, ভগ্নি, অধ্যাত্ম জননীরূপে নিজেকে মেলিয়া ধরিয়া স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভক্তির হাট বসাইয়া পরিবেশকে সুন্দর ও স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ গভীরভাবে মায়ের জীবন ও বাণী অনুধ্যান করিলে মরমী অনুভব করিতে পারিবেন যে, মা তাঁর সকল পরিবেশের, তাঁর ব্যবহার ও বাক্যের বহু উর্দ্ধে কোথায় কোন অজানা জগতে নিজেকে তুলিয়া ধরিয়া যেন অবস্থান করিতেছেন। কবির ভাষায় এ অবস্থায় মাকে বলিতে ইচ্ছা হয়:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Be a God and hold me with thy charm,
Be a man and fold me with arm.

জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদের মধ্যে জীব ও সৃজনের যে তাৎপর্য, মহিমা ও মাধুর্য তা মায়ের জীবনাদর্শে বেশ অনুভব করা যায়। জীবন তুচ্ছ নয়, ভগবানের বলিয়াই জীবন ও সংসারের সার্থকতা; ইহাই মায়ের জীবনে ও বাণীর মধ্যে ঐকান্তিকভাবে পরিস্ফুট। মায়ের জীবনের এই দিকটা সত্যিই বড় রমণীয়, মধুর। জীবন ও সংসারের পশ্চাৎপটে ঈশ্বরকে স্থাপন করিয়া ব্যষ্টি, সমষ্টি ও পারিবারিক পরিমণ্ডলকে শিব, সুন্দর ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার নির্দ্দেশই মায়ের বাণীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মায়ের সান্নিধ্য যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন যে, তাঁর কল্যাণ দৃষ্টি সতত কিভাবে সাধককে পরিচালিত করিয়া থাকে। সংসারকে ভগবানের সংসার ভাবিয়া এবং প্রতি জীবকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করিয়া নিজেকে ও পারিপার্শ্বিককে ভাগবত করিয়া তুলার জন্য তিনি সর্ব্বদা তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধনার ভাবালুতায় সংসার-পরিজনদের প্রতি কর্ত্তব্য-অবহেলার প্রশ্রয় মা কখনও দেন না। তাঁহার উপদেশের মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্যে পড়ে তাও তাঁহার জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে অখণ্ড অনুভবেরই পরিচয়। জনৈক গৃহী ভক্তের সাধন-বৈরাগ্য ও আকুলতা লক্ষ্য করিয়া তিনি এক পত্রে জানাইয়াছেন :

"নির্ভরতা আর অলসতা এক জিনিষ নয়। নির্ভরতায় আসিবে শান্তি, আনন্দ, তাহাতে চিত্ত হালকা হইবে, মনে জোর বাড়িবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তের চঞ্চলতা কমিয়া যাইবে। মন প্রশান্ত ও নিশ্চল হইবে। অলসতা জড়ত্বের লক্ষণ। অলসতা আনে অশান্তি ও অস্বস্তি। ইহাতে মনের জোর কমে, চিত্ত অস্থির হয়, অন্তর অপ্রশস্ত হয়, তমোগুণের প্রাবল্য ঘটে।"

এমন কত নির্দেশ উপদেশ দিয়া মা তাঁর অনুগত জনের জীবন গঠনের চেষ্টা করেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মায়ের অযাচিত করুণা স্মরণ করিয়া বার বার কেবল মনে হয় যে, সত্যই 'ধন্যোঽহং, কৃতকৃতার্থোঽহং সফলং জীবনং মম।'

জিজ্ঞাসু ও সাধন-পিপাসু ব্যক্তি মায়ের এই পরম জীবন ও উপলব্ধির আলোকে অপার শান্তি, সান্ত্বনা ও আনন্দ অবধারিত পাইবেন, ইহা আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি এবং পারি বলিয়াই উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিয়া এই মর্ত্য মানুষকে বলিতে ইচ্ছা হয়, 'এহি', হে মানুষ! এস, 'অমৃতোভব'।

মায়ের দিব্য অন্তরঙ্গ জীবন-কথা অনুভব করা চলে, কিন্তু ভাষায় তা ব্যক্ত করা যায় না। তবুও গঙ্গাজলে গঙ্গা-তর্পণের মতই এই মাতৃ-অর্ঘ্য দিয়া আমরা মায়ের আশীর্বাদ কামনা করি, আর আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া সম্মিলিত কণ্ঠে বন্দনা তুলি—

বন্দে মাতরম্।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃদর্শন

—৺বঙ্কিমচন্দ্র সেন

মাকে দেখিবার সৌভাগ্য জীবনে আমার একবার হইয়াছিল। সেদিনের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।……শোভামা রূপ-মাধুর্যের চাতুর্য লইয়া তাঁহাদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিলাম মাকে সরলা বালিকারূপে। সেইরূপে মন ডুবিল। বুঝিলাম এতো মেয়ে মেয়ে নয়, এ যে মা; শুধু আমার মা নয়—সাক্ষাৎ জগজ্জননী দুর্গা। স্বয়ং বাক্‌রূপিনী, ব্রহ্মবাদিনী। বিশ্বে থাকিয়া বিশ্বাতীত সনাতন সত্যে মনটি মায়ের সমাহিত।……আদ্যাশক্তি যিনি, পরমা তাঁহার মায়া। সেই মায়ার সংস্পর্শে আমাদের মন অবীর্য বা অজ্ঞানতার প্রতিবেশ হইতে মুক্ত হইবে এবং বিশ্বের বীজস্বরূপিণী যিনি তাঁহাকে আমরা নিজ করিয়া পাইব ইহা তো স্বাভাবিক।…

সপ্তশতীর স্তুতি-গীতি চিন্ময় আনন্দের দিব্য ছন্দে আমার চিত্তে পরিস্ফূর্ত হইয়া আমার শির পরম শ্রদ্ধাভরে মায়ের চরণে প্রণত করিয়াছে—শোভাস্বরূপিনী জননীকে প্রণাম—

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ—
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত—
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।"

[শ্রাবণ, ১৩৬৯]

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আশ্রম-জননী মা"

ব্রহ্মচারী শান্তিভাই

প্রবাসে আসিয়া বসিয়া বিজন ঘরে
অবসরে মোর কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে,
কেবলি মায়ের মুখখানি মনে পড়ে,
স্মৃতির দুয়ারে দাঁড়ায়ে দেখি যে মা'কে
সেই কোন ভোরে টুটিল রাতের ঘুম,
সহসা উঠিয়া আপন শয্যা ছাড়ি
ধীরে ধীরে আসি খোলা হ'ল বাথরুম
স্নান করি ফের পরিলেন ধোয়া শাড়ী।
তারপর হ'ল নিত্য নিয়ম মত
স্বরূপ করিয়া জপ-ধ্যান গীতা পাঠে।
শিখাতে সবারে নিষ্ঠার এই ব্রত
একান্ত মনে বসিয়া আপন ঘাটে।
মন্দিরে যবে ঘণ্টা উঠিল বেজে,
শ্রীরাধাবিহারীর আরতি হইল সুরু,
চলিলেন নিজে অপরূপ সাজে সেজে
আপন আসনে দাঁড়ায়ে হলেন গুরু।
আরতি অন্তে দীপখানি পরশিয়া
মধুর কণ্ঠে তোলেন স্তোত্রগীতি
বিগ্রহ সবে জয় জয়কার দিয়া
জানালেন নমি অতল গভীর প্রীতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তান মুখে শুনিয়া গীতার বাণী
ভক্ত সবার প্রণাম গ্রহণ করে
স্নেহ-আপ্লুত, সবারে আশিস্ দানি
চরণামৃত বিতরি কোমল করে।
করযোড়ে উঠি মন্দির চারিধারে
শান্ত চরণে করেন প্রদক্ষিণ
ভক্তিপন্থা শিখাবারে সদাচারে
নমিলেন নিজে ভক্তিতে হয়ে লীন।
ক্ষণভরে দেখি উঠিয়া গেছেন ত্বরা
বাল্যভোগের প্রসাদ বাঁটিতে সবে
আপনার হাতে স্নেহ-মাধুর্য্যে ভরা
জননী মোদের জননীর গৌরবে।
তারপরে নিজে ভোগমন্দিরে গিয়ে
ভোগের রান্না দেখায়ে-শুনায়ে কত
নিষ্কামভাবে সেবা উপদেশ দিয়ে
বোঝান তত্ব সব প্রয়োজন মত।
চারিদিক থেকে এ ওর খবর লয়ে
চিঠি পড়া হয় উপরের হলঘরে,
সংবাদ দেখা বিকার বিহীন হয়ে
দেহটি এলায়ে আরাম-চেয়ার পরে।
একে একে এসে ছেলেমেয়ে ঘেরে মা'কে
হাসি-কৌতুকে উপদেশ দেন নানা
অবসাদ আসি অঙ্গের প্রভা ঢাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লান্তিতে ম্লান হয়ে আসে মুখখানা।
যদি কেহ বলে—"ক্লান্তি দেখা না যায়,
শুয়ে নাও তুমি ক্ষণেকের অবসরে"—
শিশুর মতন উঠে যান বিছানায়
অঙ্গের ভার ঢালিতে শয্যা 'পরে।
কিছুকাল থেকে উঠিয়া পড়েন পুনঃ
মুখ হাত ধুয়ে বসেন চেয়ারে আসি
সেবিকা আসিয়া বলিলেন—"মাগো শুন,
আসন পাতিয়া সাজায়েছি ভোগরাশি;
সকাল হইতে পেটে তো পড়ে নি কিছু
প্রসাদ পাইতে এইবার তুমি চলো"
অমনি উঠিয়া চলিলেন পিছু পিছু
যেন ছোট মেয়ে সারল্যে ঢল ঢল।
তারপরে হেরি, স্নেহভরা নিজ হাতে
জননীর রূপে পরিবেশনের পালা
স্থরু হয় দিয়ে ছেলেমেয়েদের পাতে
প্রচুর প্রসাদ সুধা ও মাধুরী ঢালা।
সন্তান সবে তৃপ্ত করিয়া উঠে
সবারে লইয়া লীলার কাহিনী পাঠে
ব্রজধামে পাতা শীতল পাটিতে লুটি
স্তব্ধ দুপুর লীলা কৌতুকে কাটে।
তিনটা বাজিতে বাজিতে আবার ধীরে
চলে যান পুনঃ আপনার স্নানাগারে.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নিগ্ধ শান্ত রূপখানি নিয়ে ফিরে
রূপ দেন নিজে স্বরূপের সাধনারে।
প্রসন্নতার প্রভায় ফুল্ল মুখে
নীচে গিয়ে ঐ তরকারী কাটা-কাজে
ঢালি আপনারে সকলের সুখে দুঃখে
আনন্দময়ী আছেন সবার মাঝে।
ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটা বাজিলে পরে
ভাবমুখে হয় মহাভারতের পাঠ ;
ভক্তি-নম্র-কণ্ঠে অমিয় ঝরে,
ভক্তিতে বসে মহানন্দের হাট।
তা'রি মাঝে আসে দর্শন অভিলাষী
বাহির হইতে আগন্তুকের দল
আলোচনা ছলে সবারেই হাসি হাসি
বিতরেণ শুধু আনন্দ নিরমল।
অথবা কখনো শিশু লয়ে চলে খেলা
বাগানের সেবা কখনো সবার মাঝে,
এমন করিয়া কাটে বাকিটুকু বেলা
শেষে মন্দিরে গোধূলি শঙ্খ বাজে।
দিবাবসানের প্রণাম সবার লয়ে
ধীরে চলে যান আপন আসন 'পরে
সন্ধ্যারতিতে শান্ত মৌন হয়ে
নিজ মহিমায় দাঁড়ান যুক্ত করে।
তারপরে হয় অপূর্ব্ব স্তুতি গীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামকীর্ত্তন জয়গান জয় গাঁথা
উথলিয়া ওঠে গুরু ও ইষ্টপ্রীতি
ভক্তিতে নিজে নোয়ান নিজের মাথা।
আবার আপন মধুর সঙ্গ দিয়ে
ভোগের অন্তে রাতের প্রসাদ পেতে
পাঠান সবারে সকলের খোঁজ নিয়ে
আপনি চলেন আপনার শয়নেতে।
সারা দিন-রাতে কেবলি একটি বার
অতি সামান্য অন্নপ্রসাদ পেয়ে—
যদি বলা যায়—"শুন ওগো মা আমার—
রবে কি সুস্থ দেহটি, কিছু না খেয়ে?"
অমনি দেখিও একগাল হাসি হেসে
বলিবেন, "আমি সবার চাইতে মোটা,
বিশ্বাস করো—মাপ তো বাহুটি এসে,
তোমরা রুগ্ন"—দিবেন এ বলে খোটা।
আবার সবারে কখনো ডাকিয়া কাছে
লজ্জা ভাঙ্গিতে আনন্দ পরিবেশে
লটারি করিয়া বৃদ্ধেরে দেন নীচে
বেসুর কণ্ঠে গান শুনে যান হেসে।
দ্বিধা, শঙ্কিত চিত্ত নিয়ে বা কেহ
কবিতার পাঠে দুরু দুরু করে বুক
অথবা কাহারো থর থর কাঁপে দেহ
বক্তৃতা দিতে, শুনিতে মা উৎসুক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ বা গোপনে কহে বাহাদুরী কথা,
অথবা কাহারো মনে কথা মুখে আর,
তাহারি সমুখে নিজে ডাকিয়া জনতা
জানায়ে দিবেন সবে করিয়া প্রচার।
কাহারো গুণের কথা তার অগোচরে
সকলের মাঝে তাহা করিতে প্রসার
বার বার বলিবেন কৌতুক ভরে
কাহিনীর মতো করি মজার মজার!
আমাদের মা যে কৌতুকময়ী কত
কত লীলাখেলা নিতি করেন প্রকাশ
কেমনে বলিব সব ঠিক ঠিক মত
শুধু দিয়ে যাই তারি ভাষায় আভাস।
এই তো এসব গেল স্থূলবুদ্ধির কথা
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যাহা পড়ে না নজরে
সাধারণ ভাবে কত অসাধারণতা
ঘটিছে জীবনে মা'র নিতি অগোচরে।
চোখেতে আঙ্গুল দিয়ে বিশ্বাস দিতে
দেখাইয়া দিয়াছেন অলৌকিক কত,
কতরূপে, কত ভাবে সংশয়ীর চিতে
তাই মাথা হয়ে আসে চরণে প্রণত।
মায়ের প্রয়াস দেখি অন্তর হতে
করমে কথায় আর আদরে-শাসনে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিমল করিতে চিত অমৃতের স্রোতে,
নিশিদিন রয়েছেন গুরুর আসনে।
হে গুরু সবার, কৃপাময়ী মাগো মোর,
তোমার ধ্যানেতে আমারে করগো লীন
আনো মধু-রাতি ঐ রূপে থাকি ভোর,
আনো গো গভীর আনন্দ-ঘন দিন।
মায়েতে ছেলেতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ স্তব্ধ মাধুরী ধারা
মুগ্ধ হইয়া তোমারেই শুধু দেখা—
তোমার বক্ষে আমার বক্ষ হারা।

— ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রাজদুলালী শ্রীমা"

শ্রীরেণু দত্ত

"হে মৌন অতীত কথা কও কথা কও
কেন শুধু চেয়ে রও
কথা কও কথা কও—কথা কও—"

আমার যে বড় সাধ, মনের মাধুরী মিশায়ে মায়ের একখানি ছবি আঁকার। সেদিন, সেই সুদূর অতীতে মায়ের যে আনন্দোজ্জ্বল দিব্য মহাজীবন, অনন্ত মাধুরী ছড়ায়ে, আমার নয়ন সম্মুখেই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, যা দেখে মুগ্ধ হয়েছি—বার বার বিস্ময়ে। পুলকে, আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়েছি, আজ আমি সে ছবিই "নয়ন হইতে লইয়া আলোক, হৃদয় হইতে লইয়া বাসনা", রূপের আলপনায়—ছন্দে ছন্দে—মধুর হতে মধুর করে ফুটিয়ে তুলব। দুরূহ এ কাজ, কঠিন এ সাধনা—তবু—তবুও এ যে আমার বড় সাধ। তাই মনে মনে আজ আমি প্রস্তুত। অযোগ্য আমি, আমি অক্ষম। কিন্তু আমি একান্ত অসহায় নই। কেন না করুণাময়ী মায়ের অপার করুণাই এ অক্ষমের ভরসা। মাগো! মিনতি তোমায়, তোমার কৃপা আমার অন্তরে সঞ্চারিত করো। তোমার এ মহান অনুগ্রহ আমি ভিক্ষা চাইছি।

অয়ি মাতঃ! আমার ধ্যানদৃষ্টিতে ধরা দাও। তোমার আনন্দোজ্জ্বল দিব্য মহাজীবনের অপার মহিমা আমার আঁকা এ ছবিতে দিব্যছন্দে ফুটে উঠুক—

পূর্ণ করো সন্তানের এ সাধ, এ সাধনা—তুমি কে মা, ওমা, 'মা, মা, মা' 'আমার মা', 'আমাদের মা' কত ছন্দে, কত নামে কত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবেই ত তোমায় ডাকছি। এতে করে তোমায় কতটুকু বুঝেছি—কতটুকু জেনেছি—কতটুকুই বা পাওয়ার মত পেয়েছি?

না-না, শুধু এমন ভাবে এমন করে তাঁকে ধরা যায় না, তাঁকে বোঝা যায় না, তাঁকে বুঝি পাওয়াও যায় না। আর তাইতেই তিনি নিজ মুখেই বারবার তা অনিন্দ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।' তিনি নিজগুণে যদি ধরা দেন কিম্বা কোথাও প্রকাশিত হতে চান, শুধু তাহলেই তাঁকে বুঝা, তাঁকে জানা, তাঁকে একান্ত করে পাওয়া সম্ভব। চাই শুধু পূর্ণ নির্ভরতা।

শ্রীগুরুপদে পরিপূর্ণ নির্ভরতার প্রতিমূর্তি শ্রীমা। শ্রীমার লেখা স্মৃতির পাতায় মায়ের এই নির্ভরতার ছবিটি কি সুন্দরভাবে ফুটে রয়েছে!—"আবার এসেছিল সেই শুভ মুহূর্ত—এ যেন একটা আলো আসে আর যায় কিন্তু স্থায়ী হয় না। ১৩৪২ বাংলার আষাঢ় মাস। ২৬শে আষাঢ় ভোরবেলা শুনছি বাবা কুমিল্লা যাবেন। 'কেন'—প্রশ্ন করে জানতে পারলাম ভাইদার (শিশিরের) পত্র এসেছে যে, বাবাজী মহারাজ কুমিল্লা এসেছেন। বাবাকে সহজভাবে এসে প্রশ্ন করলাম—'বাবা, আমরা যাব না?' আমি বরাবরই বাবার একটু প্রিয়পাত্রী ছিলাম, তাঁর স্নেহ আমার উপর একটু বিশেষভাবেই ছিল। বাবা প্রত্যুত্তরে বল্লেন, 'আমি এখন একলাই যাই, গিয়ে দেখি যদি সুবিধা হয় পরে তোমাদের এসে নিয়ে যাব।' জানি না এ আশ্বাস বাক্যে কি ছিল, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল, বাবা আমাদের কুমিল্লা নিয়ে যাবেনই। চোখে ভেসে উঠল বানিয়াচঙ্গের স্মৃতি। ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে মনে মনে প্রণাম করে বল্লাম,—'বাবাজী মহারাজ, তুমি আমাদের নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেও। 'তারপর থেকেই আশা করছি বাবা কখন আসবেন, আর আমাদের কুমিল্লা নিয়ে যাবেন। বিকালবেলা খেলতে গেছি ঠিকই, কিন্তু আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে অপর দল জিতে যাচ্ছে। সঙ্গীরা বলছে—কি হয়েছে বলত? কিছুতেই খেলায় মন দিচ্ছ না।' আমি বল্লুম—'দেখ, বাবাজী মহারাজ কুমিল্লা এসেছেন। বাবা বলেছেন সম্ভব হলে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন, তাই বার বার মনে হচ্ছে বাবা কখন আসবেন?' সঙ্গীরা তখন একটু উপহাসের হাসি হেসে বললো—'একবার যখন মেসোমশায় একলা চলে গেছেন তখন আর এসে নিয়ে যাবেন না।' এইসব কথায় এরা যে আমার কত উপকার করত তা এখন বুঝি। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই আমার বাবাজী মহারাজকে মনে পড়ত, আর একান্তভাবে প্রার্থনা করতাম—'বাবাজী মহারাজ! নিয়ে যেও কিন্তু"। নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন—তাঁকে ধরা দিলেন—আপন হতে আপন করে নিলেন। শুধু কি তাই?—নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মায়ের নিকট প্রকাশিত করলেন।

এই অপূর্ব নির্ভরতার দৃষ্টান্ত আমরা দাদুর জীবনেও দেখতে পাই। আজ মায়ের কথা লিখতে বসে তাঁর কথা বার বার মনে পড়ছে - আর এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই দেখতে পাই —'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে, যেমন সন্ধ্যায় দীপ জ্বালাবার পূর্বে প্রাতে সল্‌তে পাকানো।' মায়ের পিতৃদেব কি বিপুল স্নেহে ও আন্তরিকতায় মাকে গড়ে তুলেছিলেন তার নিদর্শন "স্মৃতির" পাতায় পাতায় মা অসীম শ্রদ্ধায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতার একি এক বিস্ময়কর ছবি! ভাবলে অবাক হতে হয়, দেহ মন আনন্দে ভরে উঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমা তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় 'স্মৃতি'র পাতায় লিখেছেন—"যাক, ২৬শে গেল, ২৭শে ভোরবেলা ডাকগাড়ীতে ৭টার সময় বাবা এলেন। আমি দৌড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—'কি বাবা?' চোখে আকুল আগ্রহ, মুখে আবদারের ভাষা। বাবা বল্লেন—'হাঁ মা, তোমরা যাবে। তোমাদের নিতেই শিশির আমাকে পাঠিয়েছে।' মাকে বল্লেন—'জান? শিশিরের সঙ্গে সর্ত করে এসেছি যে সে বাবাজী মহারাজকে দিয়ে শোভার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করাবার ব্যবস্থা করবে। এই সর্তেই তোমাদের নিয়ে যেতে রাজী হয়েছি।' সত্যি, আমার জীবন ভাইদার এই প্রচেষ্টাই হয়ত এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর চেষ্টাতেই বাবাজী মহারাজের স্পর্শসুখ লাভ করে ধন্য হই। যাক্—মুহূর্তের মধ্যে সঙ্গীদের জানিয়ে দিলাম, বাবাজী মহারাজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি। সে যে কি অদ্ভুত আনন্দ তা বুঝাবার ভাষা আমার নেই—বোধহয় এটা তাঁরই কৃপা।"

শ্রীমা মাত্র এ কয়টি ছত্রে তাঁর পিতৃদেবের যে গভীর বাৎসল্য প্রেমের অনুপম চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, জগতের সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। অন্যত্র এই 'স্মৃতি'র পাতায় মা তাঁর পিতৃদেবের গুরু-নির্ভরতা ও সত্যোপলব্ধির সুখস্মৃতি কি অপূর্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন!—"২৯শে খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গল বাবার ডাকে। বাবা তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু (৺প্রিয়নাথ চক্রবর্তী)কে ডেকে বলছেন—প্রিয়বাবু এক অদ্ভুত আনন্দপূর্ণ স্বপ্ন দেখেছি। আমি ও পিসেমশায় (প্রিয়বাবু) দুই জনই একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম—কি-কি? বাবা বল্লেন—'রাত্রে ঘুমাবার সময় বাবাজী মহারাজের কাছেই প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—আমার সমস্যার মীমাংসা করে দাও। (এ সমস্যাটি ছিল কাল ভোরে উঠেই প্রথম কাকে প্রণাম করব? মুখে বলছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বটে মা বাবা এক ; বুদ্ধি দ্বারা বুঝিও তা, কিন্তু অন্তরের নিভৃতকোণে খচ্ খচ্ করছে। এর উপায় কি ?) দুই নৌকায় পা দিয়ে আমি থাকতে পারব না ; মা-বাবা যে এক আমায় বুঝতে দাও। এ সব প্রার্থনার পরে কখন যে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। স্বপ্নে দেখছি বাবাজী মহারাজ আর মা কালী পাশাপাশি ; মুণ্ডিত মস্তকে আমি নীচে, আর উপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দেখতে পেলাম এক আর একের মধ্যে মিশে যাচ্ছে—বাবাজী মহারাজ মা কালীতে, মা কালী বাবাজী মহারাজের মধ্যে ; আবার সব রাধা কৃষ্ণের মধ্যে ; আর আমিও এদের মধ্যে। পৃথক সত্তা যেন আর আমার নেই। কতক্ষণ সহাস্য মুখে বাবা দণ্ডায়মান, আমি নীচে ; বুঝলাম সব এক। প্রিয়বাবু, আমার আর কোন সন্দেহ—সংশয় নেই। আমি রাজা আমি রাজা।

শ্রীশ্রীগুরুজীর অসীম কৃপায় সর্বসংশয় শূন্য হয়ে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব-রহিত হয়ে কি মহৎ অনুভূতি, কি গভীর জীবনোপলব্ধিই না হলো তাঁর—আর তার প্রকাশটুকু করে গেলেন কি জোরালো উদাত্ত ভাষায়—প্রিয় বাবু ! আমি রাজা আমি রাজা !

এই রাজারই কন্যা রাজ দুলালী 'আমাদের মা'। এই রাজ-কন্যার কাহিনীই আজ শুনাতে বসেছি।

শ্রীমায়ের পিত্রালয় আমার মাতুলালয়। ছোটবেলায় মায়ের কাছাকাছি থেকে মায়ের পাশাপাশিই বড় হয়ে উঠেছি। শ্রীমা বয়সে আমা হতে কয়েক বছরের ছোট। কিন্তু পদগৌরবে ভারী। শ্রীমা সম্পর্কে আমার মাসী। তাই ছোটবেলা থেকেই ছোট মাসী বলে, সাথীদের একজন বলেই ভাবতে শিখেছি। সাথীদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি. বন্ধুদের সাথে যেমন ব্যবহার করে এসেছি, মায়ের সঙ্গেও সেরূপ ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

একদিন শ্রীগুরু সন্তদাসজীর কৃপায় মায়ের জীবন অভাবনীয়রূপে এক ভিন্ন পথে মোড় নিল। চলায়—বলায়, ভাবনায় সব কিছুতেই মায়ের জীবন এক দিব্য জীবনের ছোঁয়া লেগে দিব্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে উঠল। সেই সব পুরাতন দিনের কথা মনে হলেই মায়ের সরল, সহজ, বিনয়নম্র, সদাহাস্যমুখ, অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার, বিশ্বাসে অনমনীয় জীবনটি সর্বাগ্রে চোখের সামনে ভেসে উঠে। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য, সহজ স্বাভাবিক নম্রতা ও কোমলতা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই মা বন্ধুবান্ধব আর সাথীদের নিকট হতে ক্রমে ক্রমে দূরে চলে গেলেন। এটা ইচ্ছাকৃত না হলেও ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই হলো। কত সময় দেখেছি মা কথা বলতে বলতে মনের গহনে তলিয়ে গেছেন, কখনো সমাধিস্থা, কখনো উদাসীন। কখনও বা এক অপরূপ ভঙ্গীতে মধুর আবেশে বসে আছেন মুখে চোখে এক বিস্ময়কর দীপ্তি নিয়ে—বসে আছেন তো বসেই আছেন। যেন এক পাষাণময়ী মূর্তি—এক মধুর গভীর প্রশান্তিতে দেহ মন ভরে থাকত। দেখতে কি ভালই যে লাগত! কিন্তু মনে হতো দূরে—বহু দূরে চলে গেছেন। একে ধরা-ছোঁয়া বা এর নাগাল পাওয়া সাধ্যাতীত। এভাবে বেশ কিছুদিন যাবার পর মা নিজেই আবার এসে ধরা দিলেন। মায়ের দেহ মন হতে মায়া অপসৃত হয়ে সেখানে ফুটে উঠল অসীম বৈরাগ্যের ভাস্বর দীপ্তি।

আজ মা শ্রীগুরুকৃপায় পূর্ণমনোরথ। খণ্ড মানব মন কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন বিশেষ সময়ে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য প্রেরণায় জাগতিক সসীমতার উর্দ্ধে অবস্থিত বিরাট মনের সহিত একীভূত হয়ে এমন এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী প্রাপ্ত হয় যার প্রভাবে সে মরজগতের সম্বন্ধাদির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত সমস্ত পূর্ব সম্পর্কের অযৌক্তিকতা দর্শনে উহা স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে। আপন গৃহের ক্ষুদ্র স্নেহগণ্ডী ছাড়িয়ে মাও ধীরে ধীরে জগৎজননীরূপে প্রকাশিত হলেন। মায়ের এই বিশ্বজননীরূপ কত মধুর! প্রেম-প্রীতিতে, স্নেহ-ভালবাসায়, আদরে-সোহাগে এ মার সাথে তুলনা কার?

জীবনীর চেয়ে জীবন বড়, অনেক মহত্তর! —ভগবদ্ভাবে বিভোরা, গুরুগতপ্রাণা শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে এসে এ-সত্য সেদিন গভীরভাবেই উপলব্ধি করেছি; উপলব্ধি করেছি ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার শাশ্বত মহত্ত্বকে—মুক্ত মহাজীবনকে।

এ মহীয়সী নারীর মধ্যে মনুষ্যত্বের ও দেবত্বের যে জ্যোতির্ময় প্রকাশ সেদিন ঘটেছিল তাকে এক পরম দুর্লভ বস্তু বলে চিনতে ভুল করিনি। ত্যাগমণ্ডিত এ মহৎ বৈরাগ্যদীপ্ত ভাস্বর জীবনের সান্নিধ্যে এসে বুঝেছিলাম আরও একটি সত্য—আমাদের অত্যন্ত পরিচিত সাধারণ জীবন তাঁর জন্য নহে। সকল কিছুর উর্দ্ধে যে শান্ত মৌন অবিচলিত ভাব, যেখানে 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'—অন্তরের অন্তস্তলে সেই মহিমময় ভাব লাভ করে' তিনি যেন স্বমহিমায় অধিষ্ঠিতা। কী মৌন সে মহিমা! যদি মানব জীবনে অন্তর্নিহিত দেবত্বের পূর্ণ বিকাশই চরম লক্ষ্য বা পরম আদর্শ হয়ে থাকে, তাহলে মায়ের এই আনন্দ স্নাত-জীবনে সে আদর্শ অপরূপভাবেই রূপায়িত হয়েছিল। গতানুগতিক দৈনন্দিন সাধারণ জীবন যাত্রার বহু উর্দ্ধে মায়ের ভোগসুখরহিত, স্বার্থগন্ধশূন্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈরাগ্যদীপ্ত, অনন্তভাবময় জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আমাদেরও প্রতিনিয়ত এক নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

শ্রীমায়ের অন্তরের সৌন্দর্য, মনের মাধুরী, অপার করুণার যে ছবি সেদিন দেখেছি তা এখানে ফুটিয়ে তোলা আমার অসাধ্য। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভাল-মন্দ নিয়ে বাহ্যতঃ যে সাংসারিক জীবন শ্রীমা যাপন করতেন, তার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে আধ্যাত্মিকতা, পরম নির্লিপ্ততা, প্রেম ও সর্ব্বোপরি অনির্বচনীয় প্রশান্তি বিরাজ করত তার আভাসও কম বেশী সকলেই পেতেন। এ মহীয়সী নারীর সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনে ভালমন্দ নির্বিশেষে সকলকে একান্ত করে গ্রহণ ও স্নেহ করবার কী অশেষ ক্ষমতা! অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত ক্ষমা ও অসীম করুণার যেন মূর্ত প্রতিমা! সেদিন কি জানি কেন যখনি মাকে দেখেছি, তখনি মনে হয়েছে, মা যেন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অতীত, অনুপম করুণাভূমিতে উন্নীত এক মহাপ্রাণ—যে প্রাণ করুণায় বিগলিত, আনন্দে উজ্জ্বল, বৈরাগ্যে মধুর। জ্ঞানে প্রদীপ্ত, প্রেমে-স্নিগ্ধ—কি সৌম্য, কি শান্ত, করুণাঘন এই আনন্দ-মূরতি!

এই ত আমাদের মায়ের মূরতি।

এই ত আমাদের মা!

[আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৭৩]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্‌গুরুরূপে তুমি এলে শোভা মা

ব্রহ্মচারী শরৎ ভাই

'পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥'

যাঁহার কথা বুঝি নাই—বুঝিবার সামর্থ্যও নাই, তাঁহার কথা লিখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। আমি লেখক নহি বা ভাবুকও নহি। তবু—তবু তাঁহার কথা বলিতে, শুনিতে বড় ভাল লাগে। তাই একমাত্র তাঁহারই কৃপা ভরসা করিয়া আমার এই প্রচেষ্টা, এখন দয়াল যাহা করেন তাহাই হইবে। তাঁহার কথা বলিতে গিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ ভুলত্রুটি অনেক হইয়া যাইবে। তবে ভরসা এই—

'তব নাম সদা শুভ সাধক হে।
পতিতাধম মানব পাবক হে॥'

যাঁহার বাল্যাবধি সমগ্র জীবনটাই রহস্যময় তাঁহার কথা না বুঝিলে আশ্চর্য্য কি?

ছোট বেলায় খেলাধূলার মধ্যেই তাঁহার বিশেষত্ব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শিশুকাল হইতেই যেন একটু কেমন কেমন প্রকৃতির ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার মাতা পিতার সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বাসনা পূরণ করিবার জন্য তিনি দেবীলোক হইতে আসিয়া কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। তাঁহার মাতা পিতা যে ধর্মপরায়ণ ও বিশেষ ভাল মানুষ লোক ছিলেন তাহা আর বলিবার নয়, তাহা না হইলে কি এমন মেয়ে হয়? তাঁহার মাতা পিতার গুণে আমরা এমন মা পাইয়াছি। সেইজন্য তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি।

শিশু স্বভাবেই শ্রীমা বর্ধিত হইতে লাগিলেন। আপনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই তাঁহার যোগাভ্যাস হইতে লাগিল। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ব্রহ্মজ্ঞা হইয়া জগৎমাতারূপে লীলা করিতেছেন। তবে সত্য কথা এই যে তাঁহাকে বড় ভাল লাগে— প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। তাঁহার মধুর কথা সকল প্রাণেই আনন্দ ধারা বর্ষণ করে। তাঁহার মধ্যে কি জানি কি আছে—"এসব জানিয়া আমার কি বা লাভ, পরাণ যাঁহাকে সঁপিলাম।"

ভগবান কোন দিন দেখি নাই। তবে তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহার ও আচরণে তাঁহাকে ভগবান সদৃশ বলিয়া বোধ হয় তাহাতে কোন ভুল নাই। ফল পাকিলে যেমন সুস্বাদু হয়, সেইরূপ তিনি সাধনমার্গে শীর্ষস্থান লাভান্তে রসাল ও মিষ্টি হইয়াছেন। সর্বদা যুক্তাবস্থায় স্থিত থাকিয়া মাতৃরূপে লীলা করিতেছেন। তাই তাঁহাকে চিনিতে আমার মত সাধারণ লোকের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণদেবকে দেখি নাই। তিনি ত্রিগুণাতীত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার লীলা সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছি। আর আমার মায়ের কৃপায় তাঁহার অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে ছোট বড় সকলে কি আকর্ষণে তাঁহার দিকে ছোটে? কেন তাঁহার কাছে আসিলে দূরে যাইতে কাহারও মন সরে না। জীবমাত্রেই আনন্দকে ভালবাসে এবং আনন্দে থাকিতে চায়। আমার মনে হয় শ্রীমায়ের কাছে আসিলে তাঁহার দর্শনে, তাঁহার সুমধুর বচনে একটা আনন্দের প্রবাহ বহে এবং সেই কারণে শ্রীমায়ের স্নেহ সম্পর্কে আসিলে কেউ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। শুনিয়াছি পরব্রহ্ম আনন্দময়। আমার মাও আনন্দময়ী—এই আনন্দধারা সবাই আস্বাদন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমা ঐশ্বর্যের খেলায় বড় চাপা—যদিও আমরা সবাই তাঁহার ঐশ্বর্য বিভূতি দর্শনে লালায়িত। আগুন ছাই চাপা থাকিলেও কখনও কখনও তাহার স্বরূপ প্রকাশ পায়। নীচে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব যাহাতে তিনি যে সর্বশক্তিময়ী, সর্বব্যাপিনী, সর্বশান্তির মূল তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১৯৫০ ইংরেজী সনে আমি আসামে কাজ করিতাম। শ্রীমা লিখিলেন কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বার পূর্ণ কুম্ভমেলা হইয়া বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যাইবেন। ছুটি লইয়া নির্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমায়ের সঙ্গে মিলিত হইবার কথাও আমাকে জানাইলেন। কাজ করি—তাই ছুটি পাইতে দেরী হওয়ায় গৌহাটি হইতে এরোপ্লেনে নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছিয়া শিয়ালদহের নিকট 'টাওয়ার' হোটেলে উঠিলাম। পরদিন শ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন মানসে উপস্থিত হইলাম। অন্যান্য কথার পর শ্রীমা বলিলেন—'তুমি রওনা হওয়ার পূর্বে এখানে আসিবে কি?' আমি ভাবিলাম শিয়ালদহ হইতে সোজা হাওড়া ষ্টেশনে যাইতে এখানে আসিব কেন? সোজা যাইব এবং শ্রীমায়ের সাথে হাওড়া ষ্টেশনে মিলিত হইব। শ্রীমা বলিলেন,—'দেখিও ভুল যেন না হয়।' আমি আসিবার সময় বলিলাম,—'ভুল কেন হইবে?'

পরদিন (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনের পূর্ব দিনই) আমি হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হইলাম; কিন্তু আমার কানে শুধু বাজিতে লাগিল, 'ভুল যেন না হয়।' হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য। শ্রীমা ছাড়া আমি আর কাহাকেও জানিতাম না। তাই শ্রীমাকেই খুঁজিতে লাগিলাম। উঁকি মারিয়া প্রথম শ্রেণীর জানালা দিয়া ঐ মুখখানি খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ। কিন্তু মিলিল না। অসহায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া বেঞ্চের উপর বিছানা স্যুটকেস সহ বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু কাণে অনবরত বাজিতেছিল—'যেন ভুল না হয়।' গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিল তখন একজন ভদ্রলোক (রেলে কাজ করেন) আসিয়া আমি গাড়ীতে যাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া আমায় গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গাড়ী চলিল—মা কোথায় এবং আমি কোথায় যাইতেছি কিছুই জানি না। বারে বারে শুনিতেছিলাম—'ভুল যেন না হয়।' গাড়ী চলন্ত অবস্থায় একটি বাঙ্গালী যুবক আমার কামরায় লাফ দিয়া উঠিয়া আমার পাশে বসিল এবং আমার সঙ্গে নানা কথা বলিতে লাগিল; যথা—কোথায় যাইব, কোথা হইতে আসিতেছি, সাথে কে আছে ইত্যাদি। সব কথার উত্তর দিলাম—'জানি না। মা জানে, তবে মাকে পাচ্ছি না।' যুবকটি বলিল—'আপনি হরিদ্বারে আমাদের বাসায় উঠিবেন।' খোঁজ নিয়ে জানিলাম তাহারা আমার স্বগ্রামবাসী। হরিদ্বারে তাহার ঠাকুরদা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। মাকে কেমন করিয়া আমার অবস্থা জানাই। তিনি যে সর্বজ্ঞা সে খেয়াল আমার নাই। পরে শুনিয়াছিলাম ঠিক সে সময় বালিগঞ্জ প্লেসের বাসায় মা 'শরৎ কৈ' 'শরৎ কৈ' বলিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে একজন টিকিট পরীক্ষক আমার কামরায় আসিলেন। তাঁহাকে আমার অবস্থার কথা জানাইলাম এবং বর্ধমান হইতে মায়ের ঠিকানায় একটি টেলিগ্রাম করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'ঠিকানা দিন. আমি বর্ধমান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আপনার মাকে খবর দিয়া তবে বাসায় যাইব।' ভদ্রলোক আমার জানা নয়, আমার পরিচয়ও তিনি জানেন না। তাঁহাকেই মায়ের ঠিকানা দিলাম—তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামিয়া গেলেন। তখন পাশের যুবকটি আমার কাছে কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য Medical Certificate আছে কিনা জানিতে চাহিল। আমি বলিলাম—সবই ত শ্রীমায়ের কাছে। তখন ছেলেটি বলিল তাহার কাছে দুইখানি সার্টিফিকেট আছে ও তাহার একখানি আমাকে দিল। এই ভাবে হরিদ্বার পোঁছিলাম। সেখানে পোঁছিয়া আমার ঠিকানায় শ্রীমায়ের টেলিগ্রাম পাইলাম। পরদিন 'ডুন এক্সপ্রেসে'র সময় হরিদ্বার ষ্টেশনে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে জানাইয়াছেন। যথাসময়ে ষ্টেশনে হাজির হইলাম। হঠাৎ গাড়ীর কামরা হইতে শ্রীমুখের আওয়াজ শুনিলাম—'ঐ যে!' শ্রীমা গাড়ী হইতে লাঠি হাতে নামিয়া আমায় তাড়া করিলেন। বারে বারে বলিতে লাগিলেন,—'তুই আমাকে বড় জ্বালাইয়াছিস্'। আমি বলিলাম, 'তবে মা হইয়াছ কেন?' মাকে কাছে পাইয়া তখন মন আমার ভরিয়া গিয়াছে।

পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন আমার কত দুর্ভোগ ছিল। কিন্তু শ্রীমা দূর হইতে (স্থূলতঃ) আমার বন্দোবস্ত এমন করিয়া করিলেন, যে আমায় কোন কষ্টই পাইতে হইল না। আমি ভুল করিয়া একদিন পূর্বে রওনা হইয়াছিলাম। সাধারণতঃ ভোগ না করিলে কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না—'প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ'। শাস্ত্রে বলিয়াছে—'ন ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি।' কিন্তু শ্রীমায়ের কৃপায় আমার কোন ভোগ হইল না। মা যে সব পারে। এমন কঠিন প্রারব্ধ কর্ম্মফল ছিল তাহা মায়ের কৃপায় অনায়াসে কাটিয়া গেল। তাই শাস্ত্রে বলে মানুষ, দেব, দানব, যক্ষ কেহই প্রারব্ধ কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে পারে না। কেবল সদ্‌গুরুর কৃপাতেই তাহা সম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার কৃপায় অনেক পাইয়াছি—যাহার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁহার কৃপায় যে কি পাই নাই তাহা বলিতে সক্ষম নহি। এইটুকু বলিতে পারি—'কি না পাইয়াছি?' তাঁহার কৃপায় 'সরকারে খাই, মসজিদে ঘুমাই।' তাই শান্তিরামের সুরে গাই—'শান্তিরাম তুই বগল বাজা, গোলকে তোর ভিজল গাঁজা।

তাঁহার কথার শেষ নাই; কারণ তাঁহার লীলা অশেষ। তবে আর কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া এখন এখানে শেষ করি—

"মন যেন রহে তব শ্রীচরণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।"

[ফাল্গুন, ১৩৭৩]

———

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার বর্ষফলগণক, বঙ্গীয় জ্যোতিঃপরিষদের সভ্য, এবং জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, মেদিনীপুর পত্রিকা, বঙ্গবাণী, প্রদীপ, আসানসোল-হিতৈষী ইত্যাদি পত্রিকার জ্যোতিষিক লেখক। জ্যোতিষ বিজ্ঞান মন্দির,
মানিকপুর, মেদিনীপুর। তাং-২৬।১২।৫৯

To
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়
সন্ত-আশ্রম, D 53/88 G, Luxa, পোঃ বারাণসী

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের কোষ্ঠী বিচার করিয়া পাঠাইলাম। আপনাদের পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে এবং ঐ সংখ্যার এককপি দয়া করিয়া আমাকে পাঠাইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

শ্রীশ্রীমা আমাদের সকলের মঙ্গল করুন—ইহাই প্রার্থনা করি। ইতি

ভবদীয়
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিষমতে শ্রীশ্রীশোভা মা

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভগবানের সহিত আমার অভেদ সম্বন্ধ এবং শ্রীভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ জগতের, সেইরূপ সম্পর্ক আমারও—বলিয়াছেন শ্রীশ্রীশোভা মা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

সেই দেবীকে (শ্রীশ্রীশোভামাকে) বার বার নমস্কার।

শ্রীশ্রীশোভা মা শ্রীহট্টজেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচঙ্গ গ্রামে শ্রীযুক্ত সুকুমার রাহার কন্যা এবং এক্ষণে 'সুদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশির কুমারের খুল্লতাত ভগিনীরূপে সন ১৩২৭।১৪ ফাল্গুন, শনিবার, ইং ১৯২১।২৭ ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ২৫ দং ১০ পল সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাৎকালিক গ্রহাবস্থান নিম্নে দেওয়া হইল :—

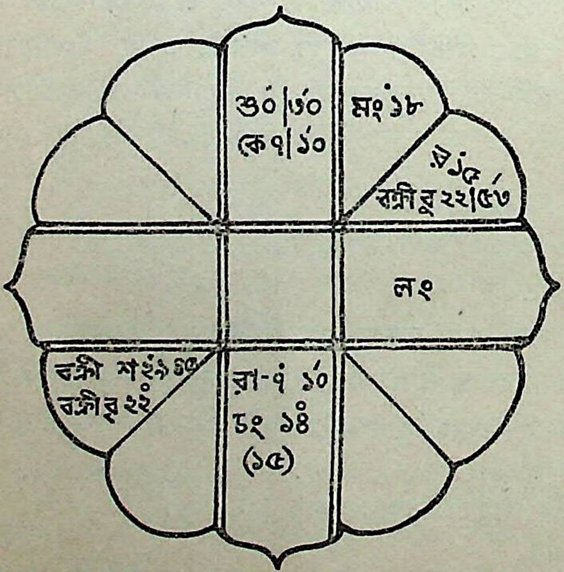

মকর লগ্ন, তুলা রাশি, স্বাতীনক্ষত্র, দেবগন, লগ্নপতি ভাবে নবমে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব কুণ্ডলী

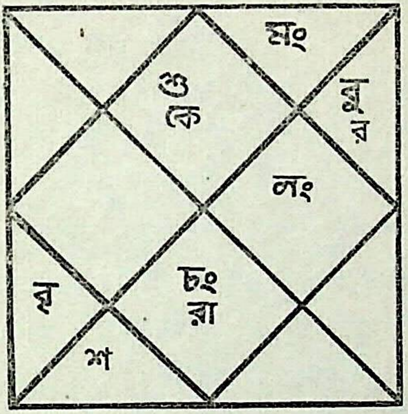

মকরলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি হইয়াছেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এইজন্যই তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হইয়াছে প্রবল। অসুবিধার মধ্যে পড়িলেও যে কোনও প্রকারেই হউক কার্য্যসিদ্ধি লাভ তিনি করিয়া থাকেন। অপরিচিত লোকদিগের নিকট নির্ব্বাক এবং গম্ভীর হইয়া থাকিতে ভালবাসেন কিন্তু পরিচিত-দিগের কাছে তিনি হইলেন সকলের আপন জন। জন্মলগ্নই তাঁহাকে অধ্যবসায়ী এবং কার্য্যে অবিরত নিযুক্ত থাকিবার ক্ষমতা আনিয়া দিয়াছে। যে কোনও কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেও তাঁহার কোনও কুণ্ঠা নাই। সাবধান-তার পরিচয় তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। এই লগ্নে জন্ম হওয়ার জন্য ও লগ্নে চরগ্রহ চন্দ্রের দৃষ্টি থাকায় এবং দ্বাদশাধিপতি বৃহস্পতির নবম স্থানের উপর দৃষ্টি থাকায় তাঁহাকে তীর্থক্ষেত্র ও বহুস্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে এবং তাঁহার অবস্থিতিস্থানের পরিবর্ত্তন প্রায়ই ঘটিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলারাশিতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেকটি কথা ওজন করিয়া বলিবার ক্ষমতা লাভ ঘটিবে এবং বিচারশক্তি প্রবল আকার ধারণ করিবে। আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ এবং প্রেরণালাভ করিতে জন্মের মাস তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছে। ধর্মের পথে অগ্রসর হইতে এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতেও সাহায্য করিয়াছে। প্রত্যেকটি বিষয় ভালভাবে দেখিয়া শুনিয়া সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হওয়াই তাঁহার স্বভাব। পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা হইবে তাঁহার অসীম। জন্মের রাশি তাঁহাকে আনন্দের নেশায় বিভোর করিয়া রাখিয়াছে; সেইজন্যই তিনি সদা আনন্দময়ী। তুলারাশির জাতিকা বলিয়া মনোজগতের দিকে ঝোঁক হইবে প্রবল এবং অন্তর্জগতের আকর্ষণ প্রবল আকার ধারণ করিবে।

চতুর্থে বর্গোত্তম নবাংশগত শুক্রের অবস্থান তাঁহাকে বিশেষ পূজ্য করিয়াছে। বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি, সত্ত্বগুণ ও প্রজ্ঞার কারক। চন্দ্র ও বৃহস্পতির মধ্যে তৃতীয়ৈকাদশ সম্বন্ধ হওয়ায় এবং নবমাংশে নবম-পঞ্চম সম্পর্ক হওয়ায় তিনি হইবেন গম্ভীর ও মানসিক সমভাববিশিষ্ট, স্থিরচিত্ত বিবেচনাশীল এবং সত্ত্বগুণী। এই যোগ ধর্ম্মবৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা লাভ, সদগুরুলাভ ও জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়াছে এবং তীর্থভ্রমণে আনন্দ দান করিতেছে। উপরোক্ত যোগের ফলে তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। নবম-পতি বুধ শনির ক্ষেত্রে থাকিয়া তদধিপতি নবমভাবের ফলদাতা শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় এবং বুধ ও বৃহস্পতির মধ্যে দৃষ্টি সম্বন্ধ হওয়ায় এই যোগ ধৈর্য্য ও উদারতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রবি সত্ত্বগুণের প্রকাশক। বর্গোত্তম নবাংশগত রবি ও চন্দ্রের মধ্যে নবম পঞ্চম সম্বন্ধ হওয়ায় এবং রবি ও চন্দ্র নবাংশে এক রাশিতে থাকায় বলবান যোগকারক হওয়ার জন্য মন সত্ত্বগুণান্বিত হইবে এবং তিনি হইবেন বিশেষ তেজস্বিনী এবং স্বাধীন প্রকৃতি-বিশিষ্টা। ক্রোধের ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র প্রকাশ পাইবে না।

তৃতীয়ে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে মঙ্গলের অবস্থান তাঁহার শারীরিক দিক দিয়া শুভফলদাতা এবং কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। স্মৃতিশক্তির কারক চন্দ্র কেন্দ্রে থাকায় তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। চন্দ্রের কোণে বুধের অবস্থান শাস্ত্রমতে শুভফলসূচক। এই যোগ জাতিকাকে বালিকার ন্যায় সরল স্বভাবের ও সরলচিত্তের করিয়াছে। তিনি হইলেন বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারিণী। রবি আত্মা ও বুদ্ধিকারক বুধের সহিত চন্দ্রের শুভ সম্পর্ক ঘটায় আত্মা, মন ও বুদ্ধির একীভাব হওয়ার জন্য এই যোগ ধর্ম্মচিন্তা ও ধ্যানধারণাদি দ্বারা পরমানন্দ লাভ করাইবে।

ধর্ম বিষয়ক বিচারের স্থান নবমগৃহ। ঐ স্থানের উপর শনির দৃষ্টি বা স্থিতি অথবা পঞ্চম স্থানের উপর দৃষ্টি বা স্থিতি বিশেষ শুভসূচক। শ্রীশ্রীমায়ের শনি লগ্নপতি হইয়া পঞ্চম স্থানের উপর দৃষ্টি করায় এবং নবমভাবে থাকায় তাঁহাকে তপস্বিনী ও উচ্চমতাবলম্বিনী করিয়াছে। জাতক-পারিজাতের মতে নবমপতি স্থির রাশিতে থাকিলে সমাধিমগ্ন হইবার যোগ। শ্রীশ্রীমায়ের নবমপতি শুভ-গ্রহ বুধ বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট হওয়ায় জপ, ধ্যান ও সমাধিমগ্ন হইবার যোগ প্রবল রহিয়াছে।

রবি, চন্দ্র, বুধ ও বৃহস্পতির মধ্যে শুভ সম্পর্ক থাকায়, কেন্দ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্র এবং শনি কোণে ভাবে থাকায় দুঃখ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই বা দুঃখের স্পর্শ ঘটাইতে দেয় নাই। উপরোক্ত যোগপ্রবাহে পাপী তাপী উদ্ধার তিনি করিতেছেন এবং তাহাদিগের বিপদ-আপদ মাথা পাতিয়া লইতেছেন। উপরন্তু, এই যোগের ফলে তিনি কলিহত জীবকে রক্ষা করিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন এবং অভয় দিয়া বলিতেছেন—

"আমি তোদের জন্য আসিয়াছি,
আয়—কে কোথায় আছিস
ছুটে আয়,
আমার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়্।"

রবি ও বৃহস্পতির মধ্যে শুভ প্রেক্ষার ফলে দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইবে। স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে এবং ভক্তবৃন্দ আকৃষ্ট হইবে তাঁহার ভাবধারায়।

পঞ্চম স্থান দেবভক্তি, বুদ্ধি, মন্ত্রাদি সিদ্ধি, পুণ্যকর্ম্ম, বিবেক ইত্যাদি আর নবমস্থান নির্দেশ করে দেবগৃহ, তীর্থযাত্রা, দীক্ষা, তপস্যা, পুরাণাদি শাস্ত্রকথা শ্রবণ, দয়া, ধর্মোপদেশ ইত্যাদি। পঞ্চম ও দশমপতি শুক্র কেন্দ্রে থাকায় এবং লগ্নপতির সহিত উক্ত গ্রহ মিত্রভাবাপন্ন হওয়ায় এবং শনি লগ্নপতি হইয়া পঞ্চম ও দশম স্থানকে পূর্ণরূপে দৃষ্টি করায় তিনি হইয়াছেন পরম ভক্তিমতী। তিনি মন্ত্রাদি বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, পুণ্যকর্মে নিযুক্ত আছেন, দেবগৃহ দর্শন করিতেছেন, ধর্মকর্ম লইয়া ব্যাপৃত আছেন এবং সাধন ভজন লইয়া দিনযাপন করিতেছেন। দীক্ষাদান করিয়া পরহিতে ব্রতী হইতে হইয়াছে।

লগ্নপতির নবমভাবে স্থিতি ধর্ম্মের দিকে প্রবল আকর্ষণ সূচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। এই যোগ অল্প বয়সেই মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ ঘটাইয়াছে এবং মনুষ্য জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে তাঁহার বাণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

পঞ্চম ও দশমপতি রাজযোগকারক গ্রহ শুক্রের উপর চন্দ্রের দৃষ্টি থাকায় জাতিকাকে বিভূতিলাভাকাঙ্ক্ষী করিতে অল্প বয়স হইতেই প্রয়াসী করিয়াছে। এই যোগ ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করাইতে সচেষ্ট করিয়াছে।

পূর্ব জন্মের কর্ম্মফলের ইঙ্গিত পাওয়া যায় নবমস্থান হইতে, পঞ্চম স্থান নির্দ্দেশ করে নিজের বুদ্ধি বা প্রতিভা। শ্রীশ্রীমায়ের লগ্নপতির নবমে স্থিতি ও নবমপতির উপর পূর্ণ দৃষ্টি পূর্বজন্মের শুভ-কর্মের আভাসদান করিতেছে এবং ৫ম ও ১০ম পতি শুক্রের লগ্ন-পতির মিত্র হইয়া কেন্দ্রে অবস্থান নিজবুদ্ধি বা প্রতিভার দ্বারা ও স্বচেষ্টায় ধর্মজীবনে সাফল্যলাভ ঘটাইয়াছে। পূর্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্যকর্মের জন্যই এই জন্মে সত্বর মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদলাভ সম্ভব হইয়াছে।

চমৎকার চিন্তামণির মতে বৃহস্পতি অষ্টমভাবস্থ হওয়ায়—

"চিরং নো বসেৎ পৈতৃকে চৈব গেহে
চিরস্থায়িনো তদ্‌গৃহং তস্য দেহম্।
চিরং নো ভবেৎ তস্য নীরোগমঙ্গং
গুরুর্মৃত্যুগো যস্য বৈকুণ্ঠগন্তা॥"

অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের বৃহস্পতি অষ্টমভাবে থাকায় পৈতৃক গৃহবাটীতে অধিকদিন বাস ঘটিবে না, দীর্ঘকাল শরীর নীরোগ থাকিবে না এবং জীবনান্তে (গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থে মৃত্যু জন্য) বৈকুণ্ঠে গমন (বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি) ঘটিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বুধদৃষ্টে সিতে সৌম্যে সৌম্য মধ্যগতেঽপি বা
গোপুরাত্তংশকে বাপি পুণ্যভাবং স নরো ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের বর্গোত্তম নবাংশগত শুক্র বুধ দৃষ্ট হওয়ায় ও নবাংশে একত্রে থাকায় এই যোগ তাঁহাকে পুণ্যশীলা করিবে।

"শুভগ্রহানাং ভবনে তু তস্মিন্।
তৃতীয়রাশৌ শ্রবণম্ কথানাম্।
পুণ্যাদিকানাং যদি পাপরাশৌ
ক্রূরশ্চ তৎকর্ম কুঠারমাহুঃ।"

এই বচনানুসারে তৃতীয় স্থান বৃহস্পতির ক্ষেত্রে হওয়ায় এবং সত্যের উপাসক শুভমঙ্গলগ্রহযুক্ত হওয়ায় এই যোগও শ্রীশ্রীমাকে ধর্মকথা-শ্রবণ পিপাসু করিবে।

পারিজাতগ্রন্থে আছে—
"লগ্নাদাত্মনি পুংগ্রহে ক্ষিতযুতে পুং দেবতারাধনম্।
যুগ্মে শুক্রনিশাকরে ক্ষিতযুতে স্ত্রীদেবতামিচ্ছতি।"

এই ক্ষেত্রে পঞ্চমস্থান সমরাশিতে হওয়ায় ও অধিপতি স্ত্রীগ্রহ হওয়ায় এবং শনির উক্ত গ্রহে দৃষ্টি থাকায় স্ত্রীদেবতার উপাসনায় আগ্রহ প্রকাশ পাইবে।

"নৈধনস্থো যদা সৌম্যো গ্রহো ভবতি যস্য তু।
সৌম্যৈর্দৃষ্টশ্চ নিধনং তদা তীর্থং সমশ্নুতে ॥"

অষ্টমে শুভগ্রহ বৃহস্পতি থাকিয়া রবি এবং নবমপতি বুধ দৃষ্ট হওয়ায় তীর্থে দেহরক্ষা ঘটাইবে।

অধিকন্তু—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"জীবে মৃত্যুগতে জ্ঞানাৎ সুতীর্থে মরণং ভবেৎ।
শুভক্ষেঽথ গ্রহে চৈতদন্যত্র তু সঙ্কটে ॥"

অর্থাৎ বৃহস্পতি শুভ গ্রহ রবির ক্ষেত্রে অষ্টমস্থ হওয়ায় জ্ঞান-পূর্বক সুতীর্থে দেহরক্ষা সূচনা করে।

শনি ধর্মভাবে থাকায় এবং বৃহস্পতিসহ এক ক্ষেত্রস্থ হওয়ায় চমৎকার-চিন্তামণির মতে—

"মতিস্তস্য তিক্তা ন তিক্তং তু শীলং
রতির্যোগশাস্ত্রে গুণো রাজসঃ স্যাৎ।
সুহৃদ্বর্গতো দুঃখিতো দীনবুদ্ধ্যা
শনির্ধর্মগঃ শমথ কৃৎ সন্ন্যাসং বা ॥"

ইত্যাদি বচনানুসারে তাঁহাকে সাংসারিক বিষয়ে বিরক্তভাবাপন্ন করিয়াছে। সৎস্বভাবান্বিত, যোগশাস্ত্রে অনুরাগী বা যোগাভ্যাসে প্রীতিযুক্ত করিবে এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখা যাইবে।

হোরারত্নে আছে—

"দণ্ডান্বিতো বক্রগতে নবমস্থে শনৈশ্চরে।
স্বক্ষোর্চ্চনে শনৌ ভাগ্যে রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ॥"

অর্থাৎ নবমস্থ শনি বক্রী হওয়ায় সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করিবে।

দশমপতি চতুর্থে থাকায় পরাশর সংহিতার মতে—

"দশমেশে সুখে কর্মে জ্ঞানবান্ সুখবিক্রমী।
গুরুদেবার্চ্চনরতো ধর্মাত্মা সত্যসংযুতঃ ॥"

অর্থাৎ জ্ঞানযুক্তা, গুরুদেবার্চ্চনরতা, ধর্মাত্মা, এবং সত্যসংযুক্তা করিবে।

লগ্নারূঢ় পদ হইতে গ্রহাবস্থান শুভসূচক হওয়ায় ইহাও সর্বদিক দিয়া হিতকর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশোত্তরীয় মতে রাহুর দশা ৮ বৎসর ১ মাস ৬ দিন অবধি ছিল। তৎপরে বৃহস্পতির দশার অধিকার পড়ে। বৃহস্পতির দশায় বুধের অন্তর্দ্দশা ১২ বৎসর ৯ মাস ৬ দিন হইতে ১৫ বৎসর ০ মাস ১২ দিন অবধি ছিল। বুধ ধর্ম্মপতি বিধায় এবং লগ্নপতি শনি সহ সম্পর্ক বিশিষ্ট হওয়ায় এই দশান্তর্দ্দশা ভোগকাল মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিকাশ আরম্ভ হয়। ২৪ বৎসর ১ মাস ৬ দিন পর হইতে শনির দশার অধিকার পড়িয়াছে।

এক্ষণে শ্রীশ্রীমায়ের বয়স ৩৮ বৎসর ১০ মাস। শনির দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা ৩৭ বৎসর ৮ মাস ১৮ দিন হইতে ৪০ বৎসর ৬ মাস ২৪ দিন অবধি থাকিবে।

লগ্ন ও দ্বিতীয়পতি ভাবে নবমস্থ শনির দশা শ্রেষ্ঠ দশা। উক্ত দশা এবং শুক্রসহ সম্বন্ধী কেন্দ্রগত রাহুর অন্তর্দ্দশায় শ্রীশ্রীমাকে ধর্ম্মভাবে বিভোর থাকিতে দেখা যাইবে। তপস্যায় তাঁহাকে রত করিবে। দেবগৃহ ও তীর্থাদি দর্শন ঘটাইবে। ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করাইবে। দীক্ষাদানে রত থাকিতে হইবে। শাস্ত্রকথা ব্যাখ্যা ও পুরাণাদি শাস্ত্রানুশীলন এবং ধর্ম্মোপদেশ দান ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।

"গঙ্গাস্নানফলং সমেতি দশমে রাহৌ দিনেশেঽথবা।
মীনে কর্ম্মণি চন্দ্রজারসহিতে জাতঃ স মুক্তো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ রাহু দশমে থাকায় এই অন্তর্দ্দশা ভোগকালে গঙ্গাস্নানে পুণ্যলাভ হইবে। তৎপরে শনির দশায় বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশায় উপরোক্ত ফল লাভ ঘটিলেও বৃহস্পতি অষ্টমে থাকায় ও ব্যয়পতি বিধায় এবং লগ্নপতির সহিত মিত্রতা না থাকায় এই দশান্তর্দ্দশা কালমধ্যে শারীরিক পীড়া মধ্যে মধ্যে দেখা দিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবাংশে বলবান রবির দ্বিতীয়ে অবস্থান চমৎকার চিন্তামণির মতে সৌভাগ্যের কারক হইতেছে। কল্পতরুর মতে এই যোগ সেবাপরায়ণতা এবং পরোপকারের স্পৃহা জাগরিত করিবে।

দ্বিতীয়ে বুধ থাকায় তাঁহার বাক্য হইবে মধুর ও সুমিষ্ট এবং নবমপতি বুধ হওয়ায় তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মকথা শুনিয়া বহুলোকের তাপক্লিষ্ট হৃদয় শান্ত হইবে।

জাতকাভরণের মতে—

"বিমলশীলযুতো গুরুবৎসলঃ কুশলতা······সমান্বিতঃ।

বিপুলকান্তি-সমুন্নতি-সংযুতো ধননিকেত-শশিনন্দনে॥"

দ্বিতীয়ে বুধের অবস্থান নির্ম্মল স্বভাববিশিষ্ট, গুরুজনবৎসল, সর্ব্ববিষয়ে নিরাপদ, অতিকান্তি যুক্ত এবং উন্নতির পথে আরোহণ করিতে সহায়তা করিয়াছে।

শনি ও চন্দ্র এবং লগ্নও হোরালগ্ন হইতে আয়ুবিচারে মধ্যায়ুযোগ পাওয়া যাইতেছে। লগ্নপতিগ্রহ শনি রবির শত্রু হওয়ায় এবং কক্ষাবৃদ্ধিযোগ না থাকায় আয়ু বৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

৪৩ বৎসর ১ মাস ৬ দিন হইতে ৬০ বৎসর ১মাস ৬ দিন অবধি বুধের দশার অধিকার কাল। বুধ ধর্ম্মস্থানের অধিপতি দ্বিতীয়ে থাকায় এবং মকরলগ্নজাতের পক্ষে বুধ শুভজনক গ্রহ হওয়ায় এই দশা মধ্যে মধ্যে শারীরিক পীড়াকারক হইলেও, ধর্ম্মকর্ম্মে লিপ্ত করিবে। দেবগৃহ দর্শন ও তীর্থযাত্রা ঘটাইবে এবং দীক্ষাদান করিতে দেখা যাইবে।

৬০ বৎসর ১ মাস ৬ দিন হইতে কেতুর দশা পড়িবে। কেতুর দশায় চন্দ্রের অন্তর্দ্দশায় ৬২ বৎসর ০ মাস ৯ দিন হইতে ৬২ বৎসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭ মাস ৯ দিন অবধি থাকিবে। সপ্তমপতি চন্দ্র হওয়ায় এবং দশাপতি কেতু উহার শত্রুগ্রহ হইয়া প্রত্যরিতারাগত হওয়ায় এই দশান্তর্দ্দশায় শ্রীশ্রীমায়ের দেহরক্ষার অভিলাষ দেখা দিতে পারে।

যাহাতে শ্রীশ্রীমা অধিক দিন অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সর্বপ্রকার অশুভ হইতে রক্ষাকরতঃ মনুষ্যজীবন সার্থক ও ধন্য হওয়ার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন সেই জন্য মাতৃরূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥"

পুনরায় এই বলিয়া বারবার নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়—

"শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুসন্তদাস-নন্দিনী মা

ব্রহ্মচারিণী সুধাদেবী

গুরুসন্তদাস-নন্দিনী মা! পূজ্যপাদ পরম দয়াল গুরু শ্রীশ্রী ১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের পরম আদরের তুলালী আমাদের মা! গুরুগত প্রাণ মায়ের সকল কথায়, চিন্তায়, কাজে তাঁর পরম দয়াল গুরুজী ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে আছেন। মাত্র ৬।৭ বৎসর বয়সেই মা ভক্তবৎসল দয়াল গুরুর দর্শন পান। কি অপূর্ব ভাষায় মা এই তুর্লভ দর্শনের আনন্দানুভূতি ব্যক্ত করেছেন তাঁরই লেখা 'স্মৃতি'র পাতায়—"আমার আজও মনে পড়ে দেখেছিলাম পাল্কীর ভিতর শান্ত, সৌম্য এক দেবমূর্ত্তি বসে আছেন। যাঁকে দেখলে প্রথমেই দেবাদিদেব মহাদেবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হাতে একগাছা মোটা লাঠি, চোখে যেন আনন্দের স্ফুলিঙ্গ। সর্ব্বব্যাপী যেন একটা অভয় বাণী—কাছে এস, ভয় নাই। আজও মনে পড়ে প্রণাম করে কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম—কি যেন এক আনন্দ—যা দেখলে শুধু দেখতেই ইচ্ছা করে।" এই প্রথম দর্শনেই তাঁর জীবনের পরমধনকে তাঁর চিনে নিতে দেরী হয়নি। মায়ের কথায়—"মনে ছিল সেই দেখার স্মৃতি। আনন্দের রেশে যেন অন্তর তৃপ্ত ছিল। ৺ঠাকুর-দেবতা দেখতে গেলেই আমার মানস চোখে ভেসে উঠত সেই দেবমূর্ত্তি। মন যেন বলে দিত দেবতা উনিই, প্রণামও তাঁরই চরণে করতাম।"

এই মহান্ দেবতার দ্বিতীয় দর্শন পেলেন মা কুমিল্লায়। "বাবাজী মহারাজ তুমি আমাদের নিয়ে যেও"—মায়ের শিশু মনের এই প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন তিনি। তখন মায়ের বয়স ১২।১৩ বছর। মা লিখেছেন—"সূর্য্যদেবের শেষ আলোক রশ্মির ভিতর দিয়ে বাবাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ এসে দাঁড়ালেন যেন নব প্রদীপটি হাতে নিয়ে। আজ মনে হয় এই ভাবই প্রবল ছিল—সূর্য্যের আলোর উদয় অস্ত আছে, আমার আলোর অস্ত নেই। কেন জান? সূর্য্য সসীম, বাবাজী মহারাজ অসীম।........সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলোয় আর নিজের স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধতায় কি অপরূপ রূপ ধারণ করে যে দর্শন দিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করবার মত শক্তি আমার নেই।"

এই দিন আরতি শেষে মা তাঁর পরম পিতার শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম জানাবার দুর্লভ সুযোগ পেলেন। এই আনন্দানুভূতির অভিব্যক্তি মায়ের মধুর ভাষায়—"প্রণাম করে আস্তে আস্তে যেই মাথা তুলতে গেলাম—অমনি সেই সুন্দর নির্মল আশীর্বাদলিপ্ত হাতখানা আমার মস্তক স্পর্শ করল। কি অনাস্বাদিত আনন্দ! আমি যেন আত্মহারা হয়ে গেলাম—অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে মনে তাঁর চরণে তিনটি প্রার্থনা করেছিলাম। আজ দেখছি সেই তিনটি প্রার্থনা ত আমার পূর্ণ করেছেনই—অজানিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনাও পূর্ণ করে দিয়েছেন। চাইতে আমরা আর কতটুকু পারি? চাওয়ার আগেই মায়ের মত প্রাপ্তব্য বস্তু এনে হাজির করেছেন। তিনি আমার কোন অভাব রাখেন নি। দয়াল বলেই তাঁর নাম দয়াময়। একটা প্রার্থনাই মনে জাগে—দয়াল তোমার দয়া বিনে কাঙালজনার নাহি গতি।"

এইবারই অপূর্বভাবে মহতের কৃপা পেয়ে মা ধন্য হলেন। জীবনে এই পরম-পাওয়ার মুহূর্ত্ত তাঁর অক্ষয় আনন্দে ভরে রইল। কিন্তু অল্পদিন পরেই এল জীবনে চরম আঘাত। জীবনের একান্ত প্রিয়জন পরম দয়াল গুরু মহাপ্রয়াণ করলেন। এই আঘাত বিহ্বল করল আমাদের মা'কে। বাইরের সব কিছুই তাঁর কাছে আনন্দহীন মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে লাগল। একটা প্রশ্নই তখন তাঁর সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে—তিনি গেলেন কোথায় ? এই জিজ্ঞাসা—এই বেদনাবোধ কৃপাময়ের আসন টলাল—তিনি দর্শন দিলেন কৃপা করে। এই সঙ্গে শুরু হলো মায়ের দিব্যজীবন ঘিরে গুরুজীর অপার্থিব লীলা। অধ্যাত্ম জীবনের সব কয়টি ধাপ মা অনায়াসে পার হয়ে গেলেন শ্রীগুরু-কৃপায়। দয়াল গুরুজী মানব-জীবনের পরম পাওয়া তাঁকে পাইয়ে দিলেন।

মায়ের কথায়—"তৃতীয় দর্শন আমি পাইনি—তিনি দর্শন দিলেন। ঐ দর্শন আজও সরিয়ে নেন নি। সমভাবেই আমার কাছে বিদ্যমান।" যে চরম সত্যে উপনীত হলে সকল চাওয়া পাওয়ার শেষ হয়—যে পরম যোগে প্রিয়তমের সঙ্গে যুক্ত হলে বিচ্ছেদের ভয় থাকে না—সেই সত্যেই মা উপনীত হলেন—সেই পরম যোগে যুক্ত হলেন গুরুজীর সঙ্গে। বহু বিচিত্র মধুর লীলার মাধ্যমে গুরুজী বুঝতে দিলেন তিনি আর মা এক। আজও সেই লীলা অব্যাহত রয়েছে লীলাময়ের মা'কে ঘিরে।

মাত্র পঞ্চদশ বর্ষেই মা সাধন জীবনের শেষ পর্য্যায়ে উপনীত হলেন। গুরুজীর সস্নেহ নির্দেশে শরণাগত শিষ্যের গুরুভার মা তখন থেকেই বহন করে চলেছেন তাদের মুক্তির পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। কৃপাময়ী মা আশ্রিত জনদের অভয় দিচ্ছেন—"কোন ভয় নেই—নির্ভয়ে পথ চলো। মহতের আশ্রয় তোমরা পেয়েছ—মানব-জীবনের পরম প্রাপ্তি তোমাদের লাভ হবেই।" আমরা মায়ের অলৌকিক লীলা দেখে মুগ্ধ হই—মা বলেন, সবই বাবার কৃপা। গুরুজীর সঙ্গে মা দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কেই যুক্ত হয়ে আছেন অনুক্ষণ। বাবার কৃপা আর মায়ের লীলা আমরা পৃথক করে দেখলেও এ দুইই অভিন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমময় গুরুজীর প্রতি মায়ের অশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আত্ম-সমর্পণের ভাবটি বড় সুন্দর! গুরুচরণে সমর্পিত প্রাণ মাকে দেখলে মনে হয় তিনি যেন গুরুর কাছে একখানি নিবেদিত প্রণাম—নিজেকে যেন উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছেন শ্রীগুরু-চরণে। তাঁর সর্ব্বসত্তাই গুরুময়। একটি সুরই অনুরণিত হচ্ছে তাঁকে ঘিরে—

"গুরু, তোমার আমি তোমার আমি
তোমারইতো আমি;
আমার আমি তোমায় দিয়ে
তোমার হলাম আমি।"

সম্পূর্ণ অহং-বর্জিত হয়ে মা শ্রীগুরুতেই তন্ময় হয়ে তাঁতেই বিলীন হয়ে আছেন। নিজের কর্তৃত্ব বিসর্জন দিয়ে শ্রীগুরু-কৃপা ও তাঁর ইচ্ছাই সবকিছুর মূলে—এই সত্যে তিনি অচল প্রতিষ্ঠ।

মায়ের কোন সন্তান যদি মাকে জানান—কোন ঘোর বিপদ থেকে তিনি অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন বা কোন ঘটনায় শ্রীগুরুর বিশেষ কৃপার পরিচয় পেয়েছেন, তবে মা বলেন—'তোমরা যে এভাবে রক্ষা পেয়েছ বা তাঁর বিশেষ কৃপার নিদর্শন লাভ করেছ, তা আমার প্রতি আমার বাবার বিশেষ কৃপা বলেই মনে করি।' কোন কাজ করতে, কোথাও যেতে মা তাঁর বাবার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত থাকেন—'বাবার ইচ্ছা হলেই একাজ হবে'—'বাবার ইচ্ছা হলেই যাওয়া হবে' ইত্যাদি।

মায়ের শ্রীমুখের মিষ্টি 'বাবা' ডাকটি কি অপূর্ব্ব মধুমাখা! ডাকটি শুনলেই পরম স্নেহময় পিতৃস্বরূপ তাঁর দয়াল গুরুজীর স্নেহমাখা মুখখানি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে। আর অসীম শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় সেই পরম পিতার চরণে। আশ্রমের সবকিছুর সঙ্গেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা জড়িয়ে রেখেছেন গুরুজীর প্রেমমাখা নাম। সন্তমন্দিরে পরম দয়াল গুরু শ্রীশ্রী ১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের মর্ম্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার শুভদিনের সুন্দর অনুভূতি এই প্রসঙ্গে মনকে দোলা দিচ্ছে।

দাদাগুরুজী মহারাজের মর্ম্মর মূর্তি আশ্রমবাড়ীর দোতলায় আসীন ছিলেন। নূতন মন্দির তৈরি হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে মহাষ্টমীর দিন সন্তমন্দিরে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দোতলা থেকে নীচে নামিয়ে নিতে হবে। মায়ের ৬ জন শক্ত সমর্থ ছেলে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন এই মূর্তি নড়াতে। আসন থেকে নামাতেই পারছেন না কিছুতে। মা ছুটে এসে হাত দিলেন তাঁর দয়াল গুরুজীর পায়ের কাছে। মুহূর্তে মূর্তির পাষাণভার কোথায় উধাও হয়ে গেল। ছেলেরা অতি সহজে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে সন্তমন্দিরে শ্বেত-পাথরের আসনে বসালেন। মা মূর্তি স্পর্শ করে রইলেন শেষ পর্য্যন্ত। এ লীলা প্রত্যক্ষ করলেন মায়ের যে কয়জন ভক্ত সন্তান তাঁদের চোখে মুখে এক পরম তৃপ্তি আর আনন্দের হাসি ফুটে উঠল—মায়ের জয় দিয়ে সবাই লুটিয়ে পড়লেন মাতৃচরণে। আর সন্তদুলালী শ্রীমা প্রাণভরে প্রণাম করলেন বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে।

বাবার কথা বলতে মায়ের চোখে মুখে এমন সুন্দর দীপ্তি আর সুমধুর দিব্যভাব ফুটে উঠে যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কি মিষ্টি করে বলেন তাঁর স্নেহময় গুরুজীর অপার স্নেহ করুণার কথা—"বাবা আমার কোন অভাব রাখেননি। মনের কোণের অতি সামান্য ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও তিনি কখন যে কিভাবে পূর্ণ করে দেন তা ভাবলেও আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। এটুকু ইচ্ছা আমার মনে না জাগলে বাবাকে তো এই কষ্ট করতে হত না।" এরই একটি ছোট্ট ঘটনা। কল্যাণী সন্ত আশ্রমে মায়ের শোওয়ার জন্য আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক গুরুভাই একটি খাট তৈরি করিয়ে দেন। খাটটি বেশ বড়সড়। হাত-পা ছড়িয়ে মা এই খাটে শুয়ে বড় আরাম পান। নিজের মনেই একদিন ভাবলেন—বারানসী আশ্রমেও যদি এমন একটি খাট হয় তবে বেশ হয়। এর কিছু দিন পরই পুরী থেকে আমাদের গুরুভাই যোগেনদা জানালেন তিনি বাবাজী মহারাজকে জলের মধ্যে একটি সুন্দর খাটসহ বিছানায় শায়িত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছেন এবং তিনি স্বপ্নে যেরকম দেখেছেন সেরকম খাটসহ বিছানা তৈরি করিয়ে ডানলোপিলোর গদীসহ বারানসী আশ্রমে বাবাজী মহারাজকে উৎসর্গ করলেন পূজোর মহাষ্টমী দিনে। সব অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর মা মিষ্টি মধুর হাসি নিয়ে এই মিষ্টি কথাটুকু আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন সলজ্জভাবেই। এমনি কত ঘটনা—তার ইয়ত্তা নেই। আমরা যদি কখনও বলি, 'মাগো! এটা হলে বেশ হতো,' —তখন মা বলেন—'আমার কোন অভাবই বাবা রাখেননি। যখন যা প্রয়োজন তা তিনি আমার চাওয়ার অপেক্ষা না রেখেই দিয়ে যাচ্ছেন। প্রচুর দিয়েছেন। আর জানি যা প্রয়োজন তিনি দেবেনও। এর বেশি আর কিছু প্রয়োজন আমার নেই।' সর্বাবস্থাতেই মায়ের পরম সন্তোষ—পরম আনন্দ।

গুরুজীর কি গভীর স্নেহদৃষ্টি মাকে ঘিরে রয়েছে অনুক্ষণ তার একটি সুন্দর নিদর্শন মিলবে আর একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনায়। গুরুকৃপাস্নাত পূর্ণকামা মায়ের সূক্ষ্ম মনোরাজ্যের—সুগভীর অন্তর্জীবনের রহস্য ও মাহাত্ম্য আমাদের ধারণাতীত। তবু কৃপা করে স্থূল ঘটনার মাধ্যমে কখনও কখনও গুরু শিষ্যের মধুর সম্পর্কের যে সুন্দর মিষ্টিভাব প্রকাশ করেন তাতেই আমরা অভিভূত হয়ে যাই পরম শ্রদ্ধায় আর বিস্ময়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার কাশীতে প্রচণ্ড শৈত্য-প্রবাহ বয়ে চলেছে। হাড়কাঁপুনি শীতে সবাই জড়সড়। শীতে মায়ের এই কষ্ট দেখে মায়ের প্রিয় সন্তান শরৎভাই একটা Heater কিনে আনলেন। মা যেখানে বসেন তাঁর পাশে Heaterটি বসিয়ে রাখলে শীতের তীব্রতাটা একটু কম লাগে। একদিন এমনি প্রচণ্ড শীতের দিনে সকালে আরতির সময় Heaterটি ব্রজধামে নিয়ে গিয়ে মা'র পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি একটু আরাম পাচ্ছেন এই ভেবে আমাদের মনটা খুশিতে ভরে উঠল। কিন্তু ঐ একদিনই। তারপর থেকে আর Heater লাগাতে দেন নি। আমাদের ত খুব মন খারাপ। তখন কিন্তু কি কারণে মা এই আরামটুকু নেবেন না তা কিছু বল্লেন না।

দীর্ঘদিন পর হঠাৎ কথায় কথায় মা বল্লেন—"ব্রজধামে Heater নিয়ে বসে বাবার যা ধমক খেলাম! ধমক দিয়ে বাবা বল্লেন—"ঘরের মধ্যে যে তুমি এভাবে Heater নিয়ে বসেছ এক্ষুনি মন্দির প্রদক্ষিণ করতে বাইরে গেলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে না?" আমরা কেউ হইত তখন এদিকটা ভেবে দেখিনি। মায়ের মুখে এই কথা শুনে আমরা পরম কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় পরমদয়াল দাদাগুরুজী মহারাজের শ্রীচরণে প্রণত হলাম।

মায়ের সকল বাক্য-কর্ম-আচরণে গুরুজীর প্রতি তাঁর সুগভীর প্রেম, অগাধ নিষ্ঠা ও অনন্য ভক্তির প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে। দয়াল গুরুজীর সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই তাঁর যে কত আদরের ও শ্রদ্ধার ধন তা তাঁর ভাবে, আচরণে, কথাবার্তায় সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। গুরুভাইবোনদের প্রতি কি সুন্দর শ্রদ্ধাপ্রীতি জড়ানো তাঁর ব্যবহার! আশ্রমে তাঁর গুরুভাইবোনেরা এলে মা তাঁর স্বভাবসুলভ প্রাণঢালা আদর যত্নে তাঁদের মনপ্রাণ ভরে দেন। মায়ের গভীর স্নেহ-মমতার স্পর্শ পেয়ে তাঁরাও আনন্দে আত্মহারা হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্যাণী সন্তআশ্রমে একদিন বাবাজী মহারাজের এক বিধবা ভাইঝি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মা তখন তাঁর ছেলেমেয়ে, ও অন্যান্য অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে বসে আছেন সন্তধামে। বিধবা মহিলাটি তাঁর পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা তাঁর আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করলেন! কি সুন্দর ভাবখানা—গুরুজীর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় তিনি যে তাঁর পরম শ্রদ্ধার্হ। উপস্থিত সকলেই মায়ের এই সুন্দর শিক্ষাপ্রদ আচরণ দেখে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।

বাবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শিবপুর নিম্বার্ক আশ্রম মায়ের অত্যন্ত প্রিয়স্থান। মায়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর বাবার আশ্রমে প্রসাদ পেতে যাওয়া এক বিরাট আনন্দোৎসব। আশ্রমে গিয়েই তিনি তাঁর বাবার কোলের আদরের মেয়েটি হয়ে ঘুরে বেড়ান। বাবার স্মৃতিজড়িত সবকিছু ছেলেমেয়েদের দেখানোতে তাঁর কি উৎসাহ! এখানে এসে মা প্রসাদ পেতে বসেন সবার সঙ্গে এক সারিতে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করে। পরমানন্দে তৃপ্তি করে আমরাও প্রসাদ পাই শ্রীমায়ের সঙ্গে। মা বলেন—"বাবার আশ্রমে প্রসাদ পাওয়ার যে কী তৃপ্তি!—এখানে অনেক বেশী প্রসাদ পাই আমি।" পুরী গেলে ভুবনেশ্বর আশ্রমেও তিনি এভাবেই প্রসাদ পান তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আর আশ্রম ঘুরে ঘুরে তাঁর বাবার সুন্দর ব্যবস্থাপনার কথা বলেন ভাবগদগদ কণ্ঠে।

বৃন্দাবন মায়ের কাছে পরমতীর্থ—পরম আনন্দধাম। একেত লীলাময়ের মধুর লীলা-স্থল এই বৃন্দাবন ধাম। তাছাড়া বৃন্দাবনের নিম্বার্ক আশ্রম ও কাঠিয়া বাবাজীর পুরাণো আস্থান মায়ের গুরুজী ও দাদাগুরুজী মহারাজের পবিত্র স্মৃতিভরা স্থান। সুযোগ পেলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা ছুটে যান এই পবিত্র তীর্থে—ভক্তিভরে মাথা নত করেন শ্রীগুরুর পুণ্য পাদস্পর্শ-পূত ধূলিতে। ছেলেমেয়েদেরও নানাভাবে উৎসাহিত করে তাঁর সঙ্গে নিয়ে এই দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করার সুযোগ করে দেন। প্রথমেই আশ্রমে নিয়ে গিয়ে আশ্রমের পবিত্র ধূলি—সেই দেবদুর্লভ মহাপুরুষদের পদরজঃ ছেলেমেয়েদের মাথায় স্পর্শ করান। আর ঘুরে ঘুরে দেখান তাঁর পরম দয়াল গুরুজী ও দাদাগুরুজী মহারাজের পুণ্যস্মৃতি জড়িত আশ্রমের প্রতিটি জিনিষ, প্রতিটি স্থান পরম শ্রদ্ধায় আর আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে। গুরুভাইদের প্রতি কি সুন্দর শ্রদ্ধা-প্রেম-ভক্তিভরা তাঁর ব্যবহার! এখানেও মহানন্দে প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা বাদ যায় না। আশ্রমবাসী গুরুভাইরাও মাকে কাছে পেয়ে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন। মায়ের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা-মিশ্রিত স্নেহ ভালবাসা সত্যি অতুলনীয়। এই আদর-যত্ন-শ্রদ্ধা-প্রীতি ও ভালবাসায় অভিভূত হয়ে মা বলেন—'এও আমার পরম দয়াল বাবারই কৃপা!'

গুরুকৃপা-রসে সিঞ্চিতা মা! তাইত আমাদের মা এত মধুর! শ্রীগুরুপদে সমর্পিত প্রাণ মা আমাদের বারানসীর পুণ্যতীর্থে রচনা করেছেন পরম পবিত্র—পরম আনন্দ নিকেতন শ্রীগুরুধাম। প্রতিষ্ঠা করেছেন সন্তমন্দিরে পরম করুণাধার শ্রীগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের অনুপম মর্ম্মর মূর্তি। মুখে স্মিত স্নিগ্ধ হাসি —দৃষ্টি করুণায় আর্দ্র—যেন চিন্ময় জাগ্রত হয়ে বসে আছেন তাঁর স্নেহময় কোল পেতে। অনুক্ষণ যেন অভয় দিচ্ছেন—'আমি ত আছি, ভয় কি মাই?' বারানসীর সন্তআশ্রমকে ঘিরে গুরুভাবে ভাবিতা মা আমাদের রূপ দিয়েছেন শ্রীগুরুর মহতী ইচ্ছাকেই। মেয়েদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তাঁর স্থূল দেহ বর্তমানে এই ইচ্ছাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই গুরুভাবে ভাবিতা মা তিলে তিলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছেন এখানে মেয়েদের একটি ছোট্ট আশ্রম। গুরুজীর আদর্শেই গড়ে তুলেছেন এই আশ্রম—একদিকে অধ্যাত্মসম্পদে সম্পদ্‌শালী হওয়ার জন্য সাধনভজন—আর একদিকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সর্বজীবে সপ্রেম সেবা। গুরুজীর মতই নিষ্কাম সেবাকে মা সাধনভজনেরও উপরে স্থান দেন। আশ্রমের ক্ষুদ্রতম কাজ থেকে ঠাকুরজীর সেবাপূজা পর্যন্ত সকল কাজে সামান্যতম ত্রুটিও মা সইতে পারেন না। বারে বারে বলেন—"এতে তোমাদের নিষ্ঠার অভাবই প্রকাশ পায়।" আমাদের শিক্ষার জন্য সেবার কাজে সামান্য ত্রুটি হলেই মা নিজে উপবাস করেন বা অন্য কোন উপায়ে নিজে সে শাস্তি ভোগ করেন। আশ্রমের প্রতিটি কাজই যাতে সুবিন্যস্ত নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে সমাপ্ত হয় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। সামান্যতম ত্রুটীও মার দৃষ্টি এড়ায় না।

'সন্ত-আশ্রম' যে অঞ্চলে অবস্থিত গুরুময়ী মা তার নামকরণ করিয়েছেন 'সন্ত-নগর', আর যে রাস্তার পাশে সে রাস্তার নাম 'সন্তদাসবীথি'—আশ্রম বাড়ির নাম 'সন্ত-আশিস'। কল্যাণীতেও প্রতিষ্ঠা করেছেন ছেলেদের জন্য 'সন্ত-আশ্রম'। সেখানে 'সন্তধাম' নাম হয়েছে ছোট্ট নাটমন্দিরের। কলিকাতায় সীঁথিতেও তৈরি হয়েছে কল্যাণী সন্ত আশ্রমের বাড়ী 'সন্ত-আশিস'। এই বাড়ীর দোতলার হলঘরের নাম দিয়েছেন 'সন্ত-কুঞ্জ'। বারানসীর সন্ত-আশ্রম থেকে যে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তারও নাম দিয়েছেন 'সন্ত-আশিস'। গুরুজীর জন্মতিথিকে স্মরণীয় বরণীয় করার জন্যই মা দশহরা সংখ্যারূপে 'সন্ত-আশিসে'র বিশেষ প্রকাশের ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছেন। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার সকাল ৬ টায় নাম-কীর্তনের মাধ্যমে তাঁর জন্মবারকে স্মরণে রাখিয়েছেন মা।

এমনিভাবে সব কিছু শ্রীগুরুনামাঙ্কিত করে শ্রীগুরু-মহিমাই প্রচার করছেন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে। তাঁর সর্বসত্তা গুরুময়। এমন আত্ম-অবলুপ্তি মায়েতেই সম্ভব। আমিত্বটুকু ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে গুরুময় হতে পেরেছেন বলেই মা গুরুজীর সঙ্গে অভিন্ন সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত। নিজ জীবনে উপলব্ধি করেই মা বলেছেন—"নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গুরুর দাস বলে প্রতিপন্ন করতে পারলেই তাঁর দয়া পাওয়া যায়। আবার দয়াই দয়াময়কে মিলিয়ে দেয় জানবে। অহংকে মুছে নিজেকে দাস কর—এই ইচ্ছা করি।"

আমাদের শিক্ষার জন্যই মায়ের সকল আচরণ। জীবন যে গুরুময় করে নিতে হবে। শ্রীগুরুর উপর পূর্ণ নির্ভরতাই আনে শান্তি—তাঁর কৃপাশিস আনে সর্ব্বসিদ্ধি—তাঁর ইচ্ছানুরূপ নিষ্কাম সেবাকর্মেই ঘটে বন্ধনমুক্তি।

আমাদের মায়ের সকল কর্মে চিন্তায় এই ভাবই সুপরিস্ফুট—

"আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে,
তোমার ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।"

গুরু-কৃপাধন্য মায়ের অনন্ত আনন্দে হৃদয়ের দুকূল ভরা। আনন্দের উৎসের সন্ধান যে তাঁর মিলে গেছে! যেখানে যখন চলেছেন আনন্দে দু কূল ভাসিয়ে দিয়ে চলেছেন। তাঁর মধুর পবিত্রসঙ্গ তাই এত আনন্দময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরাও পরম আনন্দে আমাদের মায়েরই জয় দিয়ে বলি—

"জয় সন্ত জয় রাম জয় শোভা মা।
জয় সন্তনন্দিনী ভূমা পরমা॥"

[জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৩]

———

আমাদের মিষ্টি মা

—ব্রহ্মচারিণী অনুরাধা দেবী

আমাদের মা—এই সুধামাখা 'মা' নামটি ভাবতে আনন্দ, শুনতে আনন্দ, ডাকতে আরও আনন্দ-মধুর। এমনই নামের মাদকতা—এমন তার মাধুর্য্য যে এ নাম ভুলায় রোগীর রোগ যন্ত্রণা, ব্যথীর ব্যথা, দুঃখীর দুঃখ—আনে অশান্তিতে শান্তি—নিরানন্দে আনন্দ—জুড়ায় জ্বালা। এখানে নেই কোন বয়সের তারতম্য—সব মিলিয়ে এক করে নেয় ছোট্ট শিশুরূপে। কে? আমাদের মা।

যদিও মা বিরাট অসীম, মা গুরু, ভগবান। মা জগতের মাতা পিতা বন্ধু সখা সব, শুধুমাত্র তাতেই পর্য্যবসিত নন—তারও পরে তিনি। গ্রহ গ্রহান্তরে তিনি, আবার প্রতি অনুপরমাণুতে—প্রতি ধূলিকণায় তিনি, তিনি সর্বব্যাপী—সর্বভূতে বিরাজমান, তথাপি ঐ একাক্ষর 'মা' 'মা' বুলির আনন্দ আর কোন কিছুতেই খুঁজে পাই না। তাঁর মত আপনও মনে হয় না কাউকে। 'মা' কথাটি ভাবতেই মানস লোকে ফুটে ওঠে সেই করুণাঘন দিব্য মাতৃমূর্ত্তি। মনে ভেসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঠে তাঁর কত কৃপাকাহিনী। কত ভাবে, ভেদাভেদ জ্ঞান রহিত হয়ে, অম্লান বদনে সন্তান-মঙ্গলে কৃপা বর্ষণ করে চলেছেন। কিন্তু হায়! অপাত্র আমি, তাই পারি নাই কুড়িয়ে নিতে। যে শক্তিহীন সে কেমন করে জানবে শক্তির প্রকাশ? তবু মন চায় প্রকাশ করতে, সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে, সকলকে জানিয়ে দিতে আমার 'মা'র মহিমা।

মা'র করুণা শুধুমাত্র স্নেহ-মমতাই নয়। কঠোর শাসনেও যে বিশেষ ভাবে বর্ষিত হয়, এ দীন যে তার প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু প্রকাশে ভাষা নাই—ভুলে যাই আমি বামন—হাত বাড়াই আকাশ পানে। বিজ্ঞের মতই কাগজে কলমের আঁচড় দিয়ে মায়ের করুণা বিগলিত প্রজ্ঞাঘন রূপটি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে দিই ধৃষ্টতারই পরিচয়।

আমার ক্ষুদ্র জীবনে যতটুকু তাঁর মঙ্গল লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তাতে মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশই দেখতে পেয়েছি তাঁর প্রতিটি কার্য্যে প্রতিটি ব্যবহারে এবং প্রতিটি বাক্যে। অন্যায়ে বজ্রকঠিন, ব্যথায় কুসুম কোমল, আবার সন্তান সাফল্যে বিজয়িনীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ। যখন কঠোর শাসনে সন্তানকে পালন করছেন, সেই শাসন তখন কেবলমাত্র সন্তানকেই আঘাত করেছে তা নয়, তা দ্বিগুণ হয়ে মা'র বুকেও বেজেছে, দেখেছি আড়ালে গিয়ে চোখ মুচেছেন। আমরা যে মা'র অবোধ শিশু, তাই ত' মা আমাদের নিজে ব্যথা পেয়েও, সন্তান-মঙ্গল কামনায়, সন্তান-শিক্ষায় কঠোর হন। কিন্তু মাতৃ-হৃদয় কতক্ষণ এভাবে থাকতে পারে? পরক্ষণেই টেনে নেন নিজের স্নেহভরা কোলে। মাথায় হাত বুলিয়ে তার ব্যথা অন্তর দিয়ে অনুভব করে বিসর্জন করেন চোখের জল। কখনও রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছি দেখে মা আমার হয়ে উঠেছেন ব্যাকুল কেমন করে যন্ত্রণার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপশম করবেন ভেবে। নিজে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া থেকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, ঔষুধ দেওয়া যখন যা প্রয়োজন সমস্তই তাঁর নিপুণ সেবাপরায়ণ হাতে করে যাচ্ছেন। রোগীসেবায় কিছু মাত্র ত্রুটিও তাঁর সহ্য হয় না। আবার একই সাথে সর্বদিকেই লক্ষ্য রেখে চলেছেন। তিনি যে মা! তাই এদিকে ঠাকুর সেবার জন্য যেমন সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, তেমনি ছেলেমেয়েদের খুঁটিনাটি কাজ কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখতেও ভুল হয়নি। প্রয়োজনে পরিবেশন করে খাওয়ানো, আবার বাইরে থেকে আগত ছেলেমেয়েদের সঙ্গদানে আনন্দ দেওয়া—সবই সুনিপুণভাবে একের পর এক করে চলেছেন অবিশ্রান্ত-ভাবে। কিন্তু মন পড়ে আছে অসুস্থ সন্তানটিরই শয্যা পার্শ্বে। বারে বারে করেন আনাগোনা, পারেন না স্থির হয়ে থাকতে। এমনি আরও কত ভাবেই যে দেখেছি আমাদের জন্য আমাদের মা'কে ব্যাকুল হয়ে উঠতে। মা যে আমাদের বাৎসল্য রসেই ডুবে আছেন। তাই ত' তাঁর তুলনা হয় না। কখনও কোন কাজে আমাদের একটু বেশী পরিশ্রম হয়েছে দেখলেই ছুটে গিয়ে সেই কাজে হাত লাগিয়েছেন। কখনও বা ঝাঁটা হাতে নিজেই ঝাঁট দিতে সুরু করেছেন। কখনও বাগান পরিষ্কার করতে দেখে সেখানে গিয়ে "দে, ময়লাগুলি ঝুড়িতে তুলে দিই" বলেই বাধা দেবার আগেই ময়লা তুলতে সুরু করে দিয়েছেন। কখনও বা খুরপী হাতে নিয়ে মনের আনন্দে আমাদের সাথে ঘাস তোলার কাজে যোগ দিয়েছেন। আশ্রমে আমাদের কাপড় কাচার সম্বন্ধে ভাই-বোনেরা অনেকেই অভিজ্ঞ। সেদিন একটি ধোপা-খানার কাজই হয় বললেও ত্রুটি হয় না। আমরা যখন কাপড় পরিষ্কার করি মা গিয়ে সেখানে হাজির আমাদের পরিশ্রম লাঘব করার জন্য। তিনিও কাপড় কাচবেন, তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে তাঁকে বিরত করবে কে ? তবু যখন আমাদের সকলের সমস্বরে বাধা দানের ফলে সরে আসতে হয়, অভিমান ভরা অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু কতক্ষণ ? কিছুক্ষণ পরেই আবার ছুটে যান। করুণ সুরে বলেন,—"একটু করি ?" শেষ পর্য্যন্ত না হয় কাপড় মেলার কাজ হলেও করবেন। কিন্তু এতেই ক্ষান্ত নন্—ছুটে আসেন সকলের প্রসাদ পাওয়ার জায়গা করতে, পরিবেশন করতে। নিজ হাতে সব করে তবেই তাঁর তৃপ্তি। তাইতো বলতে ইচ্ছা জাগে—

"আমার মা কে কি দেখেছিস তোরা বল সত্যি করে—
মায়ের নব নব নব রূপে ভুবন মন হরে
মা তো আমার নয় রে কল্পনা,
ঐ দেখ চিন্ময়ী হাস্যবদনা,
মায়ের স্নেহ চক্ষে প্রেম বক্ষে অমিয় ঝরে।"

কৃপাময়ী মা অহৈতুক কৃপা করেও আনন্দ দিয়েছেন কখনও কখনও। যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৯ এর ৩০শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার রাত্রের ঘটনা। সেদিন রাত্রে মা নিয়মিত সময়েই শয্যায় গিয়েছেন। আমরাও যথারীতি নিয়মের ব্যতিক্রম না করে প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্ম সমাধা করে মায়ের কাছে গিয়ে মিলিত হয়েছি। একথা ওকথার পর আমি ধীরেধীরে তাঁর পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত দিলাম টিপে দেবার উদ্দেশ্যে। বাধা না পাওয়ায় পা টিপতে লাগলাম। একটু পরে মা বললেন—"লাগবে না।" ঠিকমত আরাম দিতে পারছি না ভেবে বিষণ্ণ মনে হাত দু'খানি সরিয়ে ঐখানেই গালে হাত দিয়ে বসে নীরবে সকলের আলোচনা শুনতে লাগলাম। গালের কাছে হাত যেতেই একটি সুন্দর মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। গন্ধটিতে উগ্রতা নেই। আছে বরং একটি স্নিগ্ধ ভাব। সংশয়ে ভরা মন, তাই হাতটি নাকের কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে বারে বারেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। কিন্তু কোন ভুল নাই। সকলেই একে একে হাত থেকে গন্ধটি নিল। গন্ধটি অন্য কিছুর নয়। একটি স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধযুক্ত গোলাপের। বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে গন্ধটি ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। গন্ধটির যেন একটা বিশেষত্ব রয়ে গেছে। মায়ের স্থূল শরীরের সেবা করতে গিয়ে ইতিপূর্বেও অনেকে এই রকম সুন্দর মিষ্টি গন্ধ পেয়েছেন কখনও কখনও। আজ আমার ভাগ্যে তা মা'র কৃপায়ই সম্ভব হয়েছে মনে করে শ্রদ্ধায়, ভক্তি ও আনন্দে আমার সারাটি হৃদয়ই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল।

আর একদিন দুপুরে একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে। সেদিন দুপুরে আমরা প্রসাদ পেতে বসেছি। অন্যরা পরিবেশন করছেন, মা লক্ষ্য রাখছেন। একটু পরেই হঠাৎ বললেন—"আর পাচ্ছি না, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, উপরে যাব।" আমি একটু দূরে থাকায় মায়ের কথাটি শুনতে পাই নি। মা এক ফাঁকে উপরে চলে গেলেন। লীলা-কৌতুকী মায়ের ইঙ্গিত বুদ্ধির অন্তরালেই রয়ে গেল। যাক, প্রসাদ পাওয়ার শেষে থালা, গ্লাস পরিষ্কার করছি, এমন সময় দাদাভাই শ্যামলী থেকে চীৎকার করে ডেকে বলল—"তোরা একটা জিনিষ দেখে যা। দেখে যা মা কি ভাবে শুয়ে আছেন।" শুনেই সব ফেলে ছুটলাম মায়ের শয়ন কক্ষের দিকে। গিয়ে যা দেখলাম, মনে হল ঠিক দেখেছি তো? মায়ের শরীরটি সম্পূর্ণভাবে বালাপোষ দিয়ে ঢাকা, শিয়রের বালিশ খালি, ফাঁক দিয়ে দু'একটি অবিন্যস্ত চুলের গোছা বেরিয়ে আছে। মজার ব্যাপার এই, অত বড় শরীরটি বালাপোষের নীচে এতটুকু জায়গার মধ্যে রয়েছে যে, প্রত্যেকেই মনে করতে বাধ্য যেন ছোট্ট একটি শিশু কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়িয়ে কারো কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঢাকার ভিতরে পাশ বালিশের উচ্চতাটাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। দেখে সেই সময়ের জন্য মনে হয়েছিল মা কোথাও গেছেন। তার বেশী নিজের অজ্ঞ মন দিয়ে আর কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

কৌতুহলী মন নিয়ে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে গেলাম ফেলে আসা কর্ম্মক্ষেত্রে। কিছুক্ষণ পরে আর একবার গিয়ে দেখলাম মা স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য দিনের মতই ঘুমাচ্ছেন। কাজ শেষ করে আমরাও একটু বিশ্রামের কোলে আশ্রয় নিলাম। প্রায় আড়াইটার সময় দি'সোনা ডেকে জানাল—"শোন, মামণি তখন কোথায় গিয়েছিলেন জানিস? মামণি তখন মা যশোদার কোলে গোপাল হয়ে শুয়েছিলেন"—বলেই বলতে আরম্ভ করল—প্রথমে মামণিকে শোওয়ার ঘটনা বলে সঠিকভাবে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম। মামণি সব শুনে আনন্দের হাসি হাসছিলেন। আমরাও নাছোড়বান্দার দল,—অগত্যা বললেন—"যশোদার কোলে গোপাল শুয়েছিল।" সে গোপাল আর কেউ নয়, স্বয়ং মামণি। শুনে আনন্দে আমার চোখ ছলছল করে উঠেছিল এই ভেবে যে, কৃপা করে দীনের অনুমানকে সত্যে রূপ দিয়েছেন এবং তাঁর এই অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্যও দিয়েছেন। এই ধরণের একটা অনুমানই আমার মনে এক ঝলকের জন্য ভেসে এসেছিল তখন। তখন যদি ঢাকা খুলে দেখতাম, না জানি কি দেখতাম! কিন্তু ততখানি সৎসাহস কোথায়?

ধন্য, ধন্য আমি আমার লীলাময়ী মা'কে পেয়ে! এমনি ভাবে কত কৃপাই করে যান কত রূপে! কিন্তু পাত্রাভাবে তা ধরে রাখায় অসমর্থ। আজও ঘটনাকে মনে পড়লে আনন্দে আমার মনপ্রাণ ভরে

CC0. ৬ In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের সেই শোওয়া অভূতপূর্ব্ব রূপটি।

মায়ের রাতুল চরণে এই প্রার্থনাই জানাই—মাগো, তোমার কৃপা-বারিতে পূর্ণ করে নিতে দাও আমার জীবনপাত্র। সুপাত্র তুমিই করে নাও, তুমিই কৃপা করে ফুটিয়ে নাও তোমার ফুল। দাও প্রাণভরে গান করতে তোমার জয়গান।

(১৩৭৬, শ্রাবণ)

"গীতাস্বরূপিণী মা"

—ব্রহ্মচারিণী ইলাদেবী

মনে বড় সাধ—শ্রীমায়ের কথা লিখব। শিশু যেমন মায়ের কোলে থেকে আকাশে চাঁদ ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, আমিও তেমনি কলমখানা নিলাম—হাত বাড়িয়ে, পাথেয় রইল মায়ের আশিস্।

পরম লীলাময়ীর লীলা বুঝতে হলে চাই পূর্ণ শরণাগতি। কিন্তু সেই শরণাগতি আমাদের কোথায়? তবু কৃপাময়ী মা ভক্তের প্রতি কৃপা করে তাঁর স্বরূপের কণামাত্র কখনও কখনও প্রকাশ করে থাকেন। মায়ের দিব্য জীবন-লীলা প্রত্যক্ষ করে গীতা-স্বরূপিণী মায়ের যে রূপ সাধক উপলব্ধি করেন তারই প্রকাশ এই মাতৃ-বন্দনায়।

মাগো! মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তুমি তোমার লীলা আরম্ভ করলে। তুমি পূজা করছ তোমারই আরাধ্য গুরুদেবকে। হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলে সমাধিস্থা। নিজেকে বিলিয়ে দিলে গুরুতে। গুরুদেবের আরাধনায় আরাধ্যের সঙ্গে হয়ে গেলে একাত্ম—আমাদের পরম-ধ্যানের ধন শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান বিশিষ্ট-রূপ ও অন্যান্য ভাবের ও নানা দেবদেবীর রূপ তোমার মাঝে প্রকাশিত হলো। উপস্থিত ভক্তেরা তোমার মাঝে আপন আপন ইষ্টরূপের দর্শন পেয়ে মুগ্ধ হয়ে তোমার পায়ে আত্মসমর্পণ করলেন। গীতায় ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্লোকের মূর্ত্ত প্রকাশ দেখে ধন্য হলাম—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। (গীতা ৪।১১)

তুমি আমাদেরই মধ্যে একজন হয়ে আমাদের মত সব করে যাচ্ছ। কিন্তু তুমি যে সাধারণ হয়েও অসাধারণ তোমার লীলা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে তাই কৃপা করে ক্রমশঃ প্রকাশ করছ। তুমি যথেষ্ট খেয়েও বলেছ—'আমি খাইনি।' তোমাকে খেতে দিয়ে জোর করে আহার থেকে তুলতে হয়েছে—'আর খেও না' বলে। আবার তার উল্টো রূপও দেখেছি—না খেয়েও দিনের পর দিন অবলীলাক্রমে সকল কাজই করে গেছ। তোমার এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাইনি। ঘুমিয়ে আছ দিনের পর দিন—তখন তোমার মধ্যে কোন বাহ্যচেতনা ছিল বলে মনে হয়নি। তোমাতে প্রকাশিত হলো সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অবস্থা—

"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥" (গীতা ৫।৮।৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্যার্থ :—

তত্ত্বজ্ঞ যোগী পুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, প্রশ্বাস, প্রলাপ, বিসর্জ্জন, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষাদি কর্ম করিয়াও মনে করেন যে, আমি কিছুই করি না, ইন্দ্রিয় সকলই তাহাদের স্বীয় স্বীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে—এই রূপই তিনি ধারণা করেন।

ভক্তির সহিত ভগবানকে যা কিছু দেওয়া যায় তাই তিনি ভক্তের প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে গ্রহণ করে থাকেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ" ॥ (গীতা ৯।২৬)

অস্যার্থ :—ভক্তির সহিত যে ব্যক্তি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে, ঐ সংযতচিত্ত ভক্তের ঐ সমস্ত উপহার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। তুমি নিজে ভোগ দিয়ে ভগবানকে স্থূল-বস্তু গ্রহণ করিয়ে দেখিয়ে দিলে ভক্তির সহিত দিলে তিনি সবই গ্রহণ করে থাকেন। আমরা তোমার নিবেদিত ভোগ গ্রহণের নানারূপ নিদর্শন পেয়ে গীতার বাণীর যাথার্থ্য উপলব্ধি করলাম। মাগো, তুমি এমনভাবে না বুঝালে বুঝার কি সাধ্য ছিল আমাদের ?

মাগো, তোমাকে দেখেছি তুমি ব্রহ্মে কর্মার্পণ করে সব কাজই করে যাচ্ছ, তাই বুঝি কোন কাজে লিপ্ত হচ্ছ না। এই অনাসক্তিই তোমাকে লৌকিক বিচারের ব্যবহারিক সীমায় আবদ্ধ করতে দেয়নি। তোমাকে দেখেছি আশ্রমে গাছের আম নিয়ে বাইরের ছোটছেলেদের সঙ্গে ছোট্ট হয়ে ঝগড়া করছ। এমন কি, ওদের ধরার জন্য ছোটদের মতই ওদের পিছনে ধাওয়া করেছ। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরে এনে শাস্তিও দিয়েছ। পরক্ষণেই স্বাভাবিক ভাবেই বলেছ—"এ ত' স্বাভাবিক, ছোটরা ত' নেবেই এবং ওদের বলতেও হবে।" তখন তোমার মধ্যে রাগ বা দুঃখের এতটুকু লক্ষণও দেখতে পাইনি। তোমার ব্যবহারে আমরা সবাই আশ্চর্য হয়েছি। মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি তোমার মাঝে গীতার শ্লোকের সার্থক রূপায়ণ—

"ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" (গীতা ৫।১০)

তোমাকে খেলার জিনিষ এনে দিয়ে দেখেছি তুমি শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছ। মাগো, একবার তোমায় বেশ কুণ্ঠার সঙ্গেই রেশমের একটা মোটা কাপড় দিয়েছিলাম। তাতে তুমি যে আনন্দ প্রকাশ করে আমার মন ভরে দিয়েছিলে, অনেক মূল্যবান জিনিষ পেয়েও সে আনন্দ তোমায় প্রকাশ করতে দেখিনি। এমন কি অনেক সময় হয়ত সেগুলি ব্যবহারও করনি। ময়লা কাপড় ছাড়তে বললে উত্তর দিয়েছ—"এতে কি হবে? আমায় কি কেউ চিনবে না? এ সবের লোক দেখানো ছাড়া আর কি প্রয়োজন?" আবার কখনও বা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য নিজেকে আমাদের কাছে ছেড়ে দিয়েছ—আমরা ইচ্ছা মত তোমায় সাজিয়ে আনন্দ পেয়েছি। কারও দেওয়া সুন্দর জিনিষ পেয়ে কত আনন্দ প্রকাশ করে তাকেও আনন্দ দিয়েছ, আবার সে জিনিষ কাউকে বিলিয়ে দিতেও কত আনন্দিত হতে দেখেছি তোমাকে—তখনও এতটুকু দ্বিধা দেখিনি। দেখে মনে হয় কোন কিছুতেই যেন তুমি আসক্ত নও, নির্লিপ্ত হয়ে প্রয়োজন অনুসারে সবই করে যাচ্ছ। গীতার শ্লোকের প্রকাশ আবার তোমার মাঝে দেখে ধন্য হলাম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্যার্থ :—

তত্ত্বজ্ঞ যোগী পুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, প্রশ্বাস, প্রলাপ, বিসর্জ্জন, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষাদি কর্ম করিয়াও মনে করেন যে, আমি কিছুই করি না, ইন্দ্রিয় সকলই তাহাদের স্বীয় স্বীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে—এই রূপই তিনি ধারণা করেন।

ভক্তির সহিত ভগবানকে যা কিছু দেওয়া যায় তাই তিনি ভক্তের প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে গ্রহণ করে থাকেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ" ॥ (গীতা ৯।২৬)

অস্যার্থ :—ভক্তির সহিত যে ব্যক্তি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে, ঐ সংযতচিত্ত ভক্তের ঐ সমস্ত উপহার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। তুমি নিজে ভোগ দিয়ে ভগবানকে স্থূল-বস্তু গ্রহণ করিয়ে দেখিয়ে দিলে ভক্তির সহিত দিলে তিনি সবই গ্রহণ করে থাকেন। আমরা তোমার নিবেদিত ভোগ গ্রহণের নানারূপ নিদর্শন পেয়ে গীতার বাণীর যাথার্থ্য উপলব্ধি করলাম। মাগো, তুমি এমনভাবে না বুঝালে বুঝার কি সাধ্য ছিল আমাদের ?

মাগো, তোমাকে দেখেছি তুমি ব্রহ্মে কর্মার্পণ করে সব কাজই করে যাচ্ছ, তাই বুঝি কোন কাজে লিপ্ত হচ্ছ না। এই অনাসক্তিই তোমাকে লৌকিক বিচারের ব্যবহারিক সীমায় আবদ্ধ করতে দেয়নি। তোমাকে দেখেছি আশ্রমে গাছের আম নিয়ে বাইরের ছোটছেলেদের সঙ্গে ছোট্ট হয়ে ঝগড়া করছ। এমন কি, ওদের ধরার জন্য ছোটদের মতই ওদের পিছনে ধাওয়া করেছ। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরে এনে শাস্তিও দিয়েছ। পরক্ষণেই স্বাভাবিক ভাবেই বলেছ—"এ ত' স্বাভাবিক, ছোটরা ত' নেবেই এবং ওদের বলতেও হবে।" তখন তোমার মধ্যে রাগ বা দুঃখের এতটুকু লক্ষণও দেখতে পাইনি। তোমার ব্যবহারে আমরা সবাই আশ্চর্য হয়েছি। মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি তোমার মাঝে গীতার শ্লোকের সার্থক রূপায়ণ—

"ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" (গীতা ৫।১০)

তোমাকে খেলার জিনিষ এনে দিয়ে দেখেছি তুমি শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছ। মাগো, একবার তোমায় বেশ কুণ্ঠার সঙ্গেই রেশমের একটা মোটা কাপড় দিয়েছিলাম। তাতে তুমি যে আনন্দ প্রকাশ করে আমার মন ভরে দিয়েছিলে, অনেক মূল্যবান জিনিষ পেয়েও সে আনন্দ তোমায় প্রকাশ করতে দেখিনি। এমন কি অনেক সময় হয়ত সেগুলি ব্যবহারও করনি। ময়লা কাপড় ছাড়তে বললে উত্তর দিয়েছ—"এতে কি হবে? আমায় কি কেউ চিনবে না? এ সবের লোক দেখানো ছাড়া আর কি প্রয়োজন?" আবার কখনও বা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য নিজেকে আমাদের কাছে ছেড়ে দিয়েছ—আমরা ইচ্ছা মত তোমায় সাজিয়ে আনন্দ পেয়েছি। কারও দেওয়া সুন্দর জিনিষ পেয়ে কত আনন্দ প্রকাশ করে তাকেও আনন্দ দিয়েছ, আবার সে জিনিষ কাউকে বিলিয়ে দিতেও কত আনন্দিত হতে দেখেছি তোমাকে—তখনও এতটুকু দ্বিধা দেখিনি। দেখে মনে হয় কোন কিছুতেই যেন তুমি আসক্ত নও, নির্লিপ্ত হয়ে প্রয়োজন অনুসারে সবই করে যাচ্ছ। গীতার শ্লোকের প্রকাশ আবার তোমার মাঝে দেখে ধন্য হলাম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥" (গীতা ২।৭০.)

অস্যার্থ ঃ—চতুর্দিক হইতে সর্বদা জল ভর্তি হইতে থাকিলেও সমুদ্র যেমন পূর্ণ হয় না, স্বীয় সীমা অতিক্রম না করিয়া বর্তমান থাকে, তদ্রূপ বিষয়সকল সর্বদা সমক্ষে উপস্থিত হইতে থাকিলেও যাঁহার মন কখনও বিচলিত হয় না, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু যিনি ভোগকামনাশীল তিনি কখনও শান্তি লাভ করিতে পারেন না। তোমার মধ্যে দেখতে পেয়েছি জ্ঞানী, গুণী, ব্রাহ্মণ, সাধু-অসাধু, ধনী-দরিদ্র, চোর-ডাকাত—এমন কি পশু-পক্ষীর প্রতিও সমদর্শন। সকলের প্রতিই তোমার সম ব্যবহার, সবাই তোমার কাছে এসে পূতসলিলা গঙ্গার মতই তোমার পবিত্র সঙ্গে অবগাহন করে নিজেদের পবিত্র করে তোলে। রাজা মহারাজার কাছে যেমন সম্মান পেয়ে তাঁদের কৃপা করে দর্শন দান করেছ, আবার তার বিপরীতও দেখেছি। গরীব ভক্তের বাড়িতেও নিজে যেচে গিয়ে কৃপা করে ধন্য করেছ। দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিনি। সবাইকে পূর্ণমাত্রায় ভরে দিয়েছ। পশু পক্ষীও তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। ময়না, তোতা, ময়ুর প্রভৃতি আশ্রমের পাখীগুলি যখন একে একে তোমার কোল থেকে চিরতরে চলে গেল, তখন তুমি এদের জন্য আকুল হয়ে কেঁদে ভাসিয়েছ। খেতে পারনি, ঘুমাতে পারনি। পারলৌকিক কল্যাণের জন্য এদের গঙ্গায় দেবার ব্যবস্থা করেছ, কিন্তু কোন কিছুতেই তুমি অভিভূত নও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার ছোটবেলায় দেখেছি,—বড় বাড়ীর মেয়ে হয়ে প্রজাদের বাড়ী যাওয়া বা মেলামেশা করা বাড়ীর আভিজাত্যের দিক থেকে নিষেধ থাকলেও তুমি সে সব বাধা অগ্রাহ্য করে ওদের সুখদুঃখে নিজে জড়িয়ে গিয়েছিলে ; প্রজাদের বাড়ী গিয়ে তাদের নানাভাবে সাহায্য করে আনন্দ দান করেছ। মাগো, তোমার মধ্যে উপলব্ধি করেছি গীতার শ্লোক শুধু শ্লোকই নয়, এক একটি শক্তির প্রকাশ—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥" (গীতা ৫।১৮)

অস্যার্থ ঃ—জ্ঞানী এবং বিনীতস্বভাব ব্রাহ্মণের প্রতি এবং গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালের প্রতি পণ্ডিতগণ সমদর্শী হয়েন। আমাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তুমি তোমার তখনকার অনুভূতি প্রকাশ করেছিলে। একদিন সাকলে হঠাৎ দৌড়ে এসে বললে— "এখন দেখছিলাম ঐ গাছটা হঠাৎ দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখতে পেলাম। কিন্তু দূরের গাছটা তখন আর দূরে লাগছিল না, অতি নিকট বোধ হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই যে গাছ দেখছ। ইহাও আমার অংশ। পরক্ষণেই আর দেখা গেল না।" তোমার বর্ণনা থেকে বোঝা গেল "একাংশেন স্থিতো জগৎ," "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটি তোমায় দেখালেন। এই সর্বপ্রথম তুমি ধ্যান ছাড়া দর্শন করলে। এখন আর ধ্যানের প্রয়োজন হয় না। আমার তোমার মত অহরহ ঠাকুরজীকে দর্শন করছ। শ্রীকৃষ্ণ শূন্যে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাকে বললেন—"জগৎ আছে সত্য তবে আমার এই রূপে আছে"। একথা বলে তিনি নিজের বুকে আঙ্গুল দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখালেন। তাঁরই বিশ্বরূপ তোমার কাছে প্রকাশ করলেন। আমরা তোমার কাছে সে রূপের বর্ণনা শুনে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হলাম।

তোমার মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল সর্বভূতে সমদর্শন। সর্বত্র সমদর্শী যোগযুক্ত পুরুষের যে আত্মাকে সর্বভূতে এবং আত্মাতে সর্বভূতের দর্শন হয়, তাই মা তুমি কৃপা করে আমাদের দেখালে।

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥" (গীতা ৬।২৯)

দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট ব্যাপারেও তুমি তা প্রকাশ করলে। তোমার দাদাকে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানালে তুমি উত্তর দিলে—"দাদা (সতু) করে আলাদা প্রার্থনা আসে না। কত ছেলেই ত' পরীক্ষা দিয়েছে।"

সুখদুঃখে সমচিত্ততা লাভ করে রাগদ্বেষ বিরহিতভাবে ভাবিত হয়ে তুমি আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করলে। মাটি, পাথর ও সোনাতে উপজাত হল সমদৃষ্টি। প্রিয়াপ্রিয় তুল্যজ্ঞান ও নিন্দা প্রশংসায় সমবুদ্ধির অধিকারিণী হয়ে তুমি গুণাতীত হয়ে উঠলো। সব অবস্থায়ই তুমি হয়ে উঠলে অবিচলিত। সাংসারিক কোন তরঙ্গই তোমাকে বিচলিত করতে পারেনি। তোমার সেই অবস্থা দর্শন করে গীতার এই বাণীটিই যেন মূর্ত্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল—

"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"
(গীতা ১৪।২৪-২৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক সময় দেখেছি অনেকে তোমাকে ধনসম্পত্তি দান করতে চেয়েছেন। কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছ। আশ্রমেই একবার এক ভদ্রলোক তোমায় এসে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন— তাঁর মায়ের বিরাট সম্পত্তি তোমায় দান করবেন। তোমার চলার রাস্তা কার্পেট দিয়ে মুড়ে দেবেন ইত্যাদি। কিন্তু তুমি এসব শুনে বিরক্ত হয়ে বললে—"আশ্রমে টাকা পয়সার আলোচনা না হওয়াই উচিত।" আমাদের প্রতিও সাবধান বাণী উচ্চারণ করলে— "এসব প্রলোভন তোমাদের সাধন পথে যোগবিঘ্নস্বরূপ। এই সকল জিনিষ এড়িয়ে চলাই কর্ত্তব্য।" তুমি তোমার আদর্শে অচল অটল রইলে— তোমার মধ্যে কোন চঞ্চলতা প্রকাশ পেল না। এদিকে এত মূল্যবান বস্তু অনায়াসে ত্যাগ করেছ, আবার অন্যদিকে যখন কোন অনাথা তাঁর স্বোপার্জ্জিত সামান্য পয়সা বা বস্তু তোমায় অতি বিনীতভাবে দান করেছেন, তুমি তাঁর সে দান উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করে গ্রহণ করেছ এবং বলেছ— 'এ দানই শ্রেষ্ঠ দান।' স্বতঃস্ফূর্ত্ত সেই আনন্দোজ্জ্বল শ্রীমুখখানা যা দেখেছি তা ভাষায় রূপ দিতে পারব না। চোখেই লেগে আছে।

আবার এও কৃপা করে দেখতে দিয়েছ বাগানের সামান্য মাটি ঝাট দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে গেলে তুমি অস্থির হয়ে বলেছ—"ফেলোনা, ফেলোনা, বাগানে দিয়ে দাও;" যেন কত মূল্যবান বস্তু ফেলে দিচ্ছি। মাগো, ত্রিগুণাতীত বলেই তোমার পক্ষে ইহা সম্ভব।

সুখে-দুঃখেও তোমাকে দেখেছি অবিচলিত। একজনের মৃত্যুতে সকলে কান্নাকাটি করছেন। তুমি নির্ব্বিকার। যখন মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে তখন তুমি আনন্দ প্রকাশ করে বলে উঠলে— "উলু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বনি দিয়ে তুলে দাও।" বাড়ীর বড়রা তোমাকে ধমক দিলেন। তুমি যে সুখ-দুঃখের অতীত তা সুখ-দুঃখে অভিভূত জীব কি করে উপলব্ধি করবে বল—যদি তুমি কৃপা করে বুঝতে না দাও। সুখ-দুঃখের কারণ উপস্থিত হলেও তোমাকে নির্ব্বিকার দেখে অনেক সময় শ্রীদাদু (মায়ের পিতৃদেব) দুঃখ করে বলতেন—"তোমার কি? তোমার কাছে ত' সবই সমান।"

তোমাকে কেহ অপমান করলে বা কেহ কিছু বললে আমরা অনেক সময় বিচলিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু তুমি মা নির্ব্বিকার, শান্ত, ধীর স্থিরভাবে তোমার চির প্রশান্তরূপ নিয়ে বলেছ— "তাতে কি হয়েছে? এতে আমার কি হবে — কি হল? আমি যা আছি তাই আছি। তুমি আমায় গুরুর আসনে বসিয়ে 'ভব সাগর' স্তোত্র পাঠ কর, আর সে যা করেছে—এই দুই-এর মধ্যে আমার কাছে কোন তফাৎ নেই। বরং ইহাতে তোমাদের বিশ্বাসেরই অভাব বোঝা যায়।"

সত্যি, তখন অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি—আমাদের বিশ্বাসের খুঁটি নড়ে উঠে বলেই আমাদের দুঃখ-রাগ। তুমি যে ত্রিগুণাতীত—তোমার কাছে ত' সবই সমান। একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে—তুমি মাতৃধামে বসে আছ—আমরা সকলে তোমাকে ঘিরে আছি। একজন সাধিকা তোমাকে দর্শন করতে এলেন। তোমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে প্রথমে বেশ শান্ত ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ—তাঁর জাত্যাভিমান খুব বেশী ছিল। তিনি তোমার জীবনীখানা নিয়ে তোমার জাতি নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। নানারকম বিরুদ্ধ কথা বলে তোমাকে নানাভাবে অপমানিত করতে লাগলেন। তুমি তোমার স্বাভাবিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মিত হাসি নিয়ে তাঁকে শান্ত করতে চাইলে। কিন্তু তাঁর রাগ উত্তরোত্তর আরও বেড়েই যাচ্ছিল। আমরা কিন্তু সহ্য করতে পারলাম না। আমরা একটু উত্তেজিত হওয়া মাত্রই, তুমি ধীর স্থির ভাবে আমাদের শান্ত করে দিলে। জোরে ধমক দিয়ে আমাদের বললে—"একটি কথাও তোমরা বলতে পারবে না।" ভিতরে রাগ জমে উঠছে কিন্তু বলতে পারছি না কিছুই। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তোমাকে নানাকথা বলে অপমান করলো। আমরা যত চঞ্চল হয়ে উঠছি আর তোমার অনুমতি চাচ্ছি বলার জন্য—তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তোমার রূপ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—কি প্রশন্তভাব ফুটে উঠেছে তোমার চোখে মুখে। আর—আর রয়েছে তোমার অবোধ অশান্ত মেয়েটীর জন্য ক্ষমাশীল করুণা-ধারা। তোমাকে কিছুই স্পর্শ করল না—তুমি যে মা ত্রিগুণের অতীত। তিনি কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে শান্ত হয়ে চলে গেলেন। তিনি চলে গেলে পর বললাম—তোমাকে এমনভাবে বলায় আমার রাগে দুঃখে ভিতরটা কাঁপছে। তোমাকে একথা বলে উল্টে আমিই বকুনি খেলাম। তাঁর প্রতি যাতে আমাদের বিরুদ্ধ মনেভাব না থাকে তাই তাঁর পক্ষ নিয়ে নানা কথা বললে। ক্ষমাশীলা মা তুমি। ক্ষমাই যে তোমার চরিত্রে বৈশিষ্ট্য, তা না হলে কবে কোথায় আমরাও তলিয়ে যেতাম মা। মান অপমান দুইই যে তোমার কাছে সমতুল্য।

জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্তরূপী মা তুমি, তোমার পক্ষেই সম্ভব শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখে এবং মান অপমানে অবিচলিত থাকা—

"জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥" (গীতা—৬।৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্যা সঙ্কুল অবস্থায়ও তোমাকে ধীর, স্থির, শান্ত থাকতে দেখেছি। তোমায় দেখে দেখে অবাক হয়ে শুধু একথাই বলেছি—মাগো, তোমার পক্ষেই সম্ভব। সম্ভব অসম্ভবের অতীত যে তুমি।

কাশীর প্রচণ্ড শীতে তোমাকে শুধু কাপড়ের আঁচলখানা গায়ে জড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আবার কখনও অল্প শীতে অস্থির হয়ে একটার পর একটা গরম জামা কাপড় পরেছ। গরমের মধ্যেও দেখেছি ২।৩টা কম্বল, লেপ, গায়ে দিয়েও তুমি শীতে কাঁপছ। কাজের বেলায়ও তোমার বিভন্ন রূপের খেলা আমায় কৃপা করে দেখার সুযোগ দিয়েছ। আশ্রমের জমাদারের কাজ থেকে ঠাকুর সেবার কাজ সবই নিজ হাতে করেছ যখন প্রয়োজন মনে করেছ। যখন যে কাজ করেছ সে কাজেই মন প্রাণ ঢেলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছ। কোন কাজেই উচ্চ নীচ কাজের তফাৎ দেখিনি। কোন কাজেই তোমার অপমান বোধ নেই, ছোট হওয়ার ভয়ও নেই। তোমাকে এ সম্বন্ধে আমরা কিছু বললে তুমি হেসে বলেছ—"নিজের কাজ নিজে করবো—তাতে লজ্জার কি আছে!" তুমি বড় বলেই তোমার ছোট হওয়া সাজে।

তুমি যে ব্রহ্মভাবে স্থিত প্রসন্নাত্মা মা, তাই তুমি কোন বিষয়েই বিচলিত হও না। শোকে অভিভূত হও না, কোন বিষয়ে তোমার কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই—হলে হলো, না হলেও দুঃখ নাই; বাবার ইচ্ছা বলে ছেড়ে দাও।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

(গীতা ১৮।৫৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার মধ্যে গীতার প্রতিপাদ্য বাণীগুলি কি সুন্দরভাবে মূর্ত্ত হয়ে উঠছে মা। তোমার কৃপায় আমার কাছে তার অনুমাত্র প্রকাশ হচ্ছে, তাতেই কি আনন্দ মা! আর যিনি তার অধিকারিণী তিনি যে কত আনন্দময় তা আমাদের ধারণাতীত!

দেখলাম, মুগ্ধ হলাম, দেখেও দেখার আশ মিটে না—মনে হয় 'এই বাহ্য' আরও আছে।

তোমার অনুজার যখন মৃত্যু সংবাদ এল তুমি তখন আরতিতে ছিলে। চেলীখানা হাতে নিয়ে স্তোত্র পাঠ করলে। পাঠ করলে সবাইকে চরণামৃত দিলে, মন্দির প্রদক্ষিণ করলে—সবই স্বাভাবিক ভাবে করে গেলে; কোন ভাব বৈলক্ষণ্য তোমার মাঝে প্রকাশ পেল না। সব কর্ত্তব্য সমাধান করে খবরটী সবাইকে দিলে। তোমার মাতৃদেবীকে যেমন এমন আঘাত দিয়েছ আবার তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সেদিনই রওয়ানা হয়ে গেলে মাতৃদেবীর কাছে। মাতৃদেবীকে নিয়ে এলে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার স্থান তোমার কাছে। তোমার পক্ষেই সাজে—'সাপ হয়ে দংশন করা, আবার ওঝা হয়ে ঝাড়া'।

শোকে তোমাকে অভিভূত হতে দেখিনি। এই সময়ে অন্যান্য যারা তোমার কাছে এসেছেন, তাদেরও যথোপযুক্ত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করোনি। তারা তোমার সঙ্গের আনন্দ যথারীতিই লাভ করেছেন। আবার শোকগ্রস্ত আত্মীয়স্বজন কাছে এলে তাদের শোক যেন তোমারই শোক এভাব পূর্ণমাত্রায় তোমার মধ্যে প্রকাশ হয়েছে। অনেক সময় শোকগ্রস্ত আত্মীয় স্বজন তোমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন নিজেদের শোক ভুলে। তুমি শোকের অভিনয় করে এদের শান্ত করে দিয়েছ। যে যে ভাব নিয়ে তোমার কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসছে, তুমি সেভাবের খেলাই তার সঙ্গে খেলে যাচ্ছ নিজে নির্লিপ্ত থেকে। একই সময়ে তোমার বিভিন্ন ভাবের যুগপৎ খেলা দেখে তোমার মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতের খেলা যেন প্রত্যক্ষ করলাম।

গীতার শেষ কথা ও সকল তত্ত্বের সার এই শ্লোকটীতে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

(গীতা ১৮।৬৬)

তুমি কি সুন্দর করে এই তত্ত্বটীর রূপ দিলে মা, তোমার পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণের ভিতর দিয়ে। তোমার পিতৃদেব খুব স্নেহপ্রবণ ছিলেন, কিন্তু চিরবিদায়ের মুহূর্ত্তে সকল বন্ধন ছিন্ন করে তোমার উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শেষ কথা বলে গেলেন---"আমার আর কোন আকর্ষণ নেই।" তোমার কৃপায় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে আরও প্রকাশ করে গেলেন তিনি—"দেখিলাম্, তুমি আর গুরুজী এক। তুমি ও বাবাজী মহারাজ এক হইয়া যাইতেছ, আবার সব ঠাকুরজীতে মিশিয়া যাইতেছ।"

তুমি শান্ত, ধীর, স্থির থেকে তাঁকে বিদায় দিলে! আমরা স্থূলতঃ দেখলাম তোমার কাছে 'যাই' বলে বিদায় চাইলেন, আর তুমি 'যাও' বলে বিদায় দিলে। তিনি সব ছেড়ে একমাত্র তোমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন,—তাই তুমি তাঁর সকল বন্ধন মুক্ত করে পরব্রহ্মে লীন করে দিলে মা। সেই মৃত্যু-মুহূর্ত্তটি তমঃগুণে আচ্ছন্ন না হয়ে একটী সত্ত্ব গুণের খেলায় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল, যাতে সবাই কিছুক্ষণের জন্য একটা আনন্দানুভূতিতে তন্ময় হয়ে রইল। যা সাধকের সাধনার ধন, যা মোক্ষাভিলাষীর মোক্ষপ্রাপ্তি, তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি তাঁকে মুহূর্ত্তে পাইয়ে দিলে মা ! তোমার শরণে সবই সম্ভব।

মাগো, প্রার্থনা এই,—

এমনিভাবে একমাত্র তোমারই শরণাপন্ন হতে পারি যেন।

"পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্তভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয় প্রিয়াঽর্হসি দেব সোঢুম্ ॥"

(গীতা ১১.৪৩-৪৪)

চৈত্র—১৩৭৩, জ্যৈষ্ঠ-১৩৭৪,
পৌষ-১৩৭৪]

———

"শোভা মা"

—গোপাল প্রসাদ

শোভামা, মামণিটি গো,
শুদ্ধা, সত্য, চিরপবিত্র,
স্নেহ্-বৎসলা জননী।
তোমারি শোভাতে হয়ে
সুশোভিত
ধন্য হয়েছে ধরণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অযাচিত স্নেহ-করুণা বিতরি,
শিখাইছ নাম-গান
কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ দিতে ছাড়ি
নিতে নাম হরিনাম।
তোমারে হেরিয়া জননী গো
আমি
তোমারে বেসেছি ভাল।
তোমার পরশে, তোমারে প্রণমি,
ঘুচিবে মনের কালো।
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায়
ধূসর রহিতে চাই।
তুমি কি মা করুণা
কৃপায়
দেবে না চরণে ঠাঁই ?

[বৈশাখ-১৭১]

[বারাণসীর বিখ্যাত ডাক্তার পরলোকগত ৺গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের রচিত।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমার করুণাধারা

শ্রীদামোদর দাসজী

শ্রীশ্রীমার তাঁর সন্তানদের ও ভক্তবৃন্দের প্রতি কত যে অহৈতুকী করুণা তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পৃথিবীর ন্যায় সহনশীলা তেমনি ক্ষমা ও দয়ায় এবং স্নেহে প্রাণ ভরপুর। শ্রীমার প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেক জীবের প্রতি সমানভাবে করুণা দেখা যায়। এমনটী বড় একটা দেখা যায় না। কাজকর্ম্ম সম্বন্ধেও দেখা যায় প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে শ্রীমা আমার ঝাঁপিয়ে পড়েন। এর অর্থ মনে হয়, নিজে আচরি অপরে শিখায়। শ্রীশ্রীমার সদা হাস্যময়ী মুখ একবার দেখলে প্রাণের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যায়। শ্রীমার জন্মোৎসব উপলক্ষে শতশত ভাই বোনদের আগমন হয়েছিল, প্রত্যেকের জন্য সুব্যবস্থা হয়েছিল, সকলের প্রতি শ্রীমার সমান ব্যবহার। কাহার কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে তার ব্যবস্থা করা, নিয়মিতভাবে আরতি, স্তব পাঠ, ধ্যান, ভজন, শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ কোনটীর ত্রুটি নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সকল দিকে সুব্যবস্থা করা। আশ্রমিকাদের শ্রীমা কিভাবে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, তা দেখবার বিষয় এবং মুখটী বুজে কলের মত সকল কাজ হয়ে যাচ্ছে এ দেখবার বিষয়। শ্রীমা অন্নপূর্ণা সেজে সকল ভক্ত শিষ্যগণকে অকাতরে নিজ হাতে বাল্যভোগের রুটী তরকারী হালুয়া যেদিন যেরূপ ব্যবস্থা হয়েছে, আদরের সঙ্গে তুলে দিয়েছেন। শ্রীমার সকল সন্তানদের কি অসাধারণ মাতৃভক্তি দেখলে অবাক্ হতে হয়। বৃহৎ পঙ্গতের সময়েও শ্রীমাকে বসতে দেখিনি। কোমর বেঁধে কোথায় কি পরিবেশন হচ্ছে না হচ্ছে সমস্ত পঙ্গতটী ঘুরে দেখা চাই। কার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা, অনেক সময় দেখা গেছে নিজেই বালতি নিয়ে হাজির। শ্রীমার দিন রাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাম নাই। শতেক সংসারে দেখা যায় ২।৪টি সন্তান নিয়ে মায়েরা কত বিরক্ত হন, আর শ্রীমা শত শত সন্তানের কত আবদার অভিযোগ হাসিমুখে বরণ করছেন। প্রত্যেকের সুব্যবস্থা করছেন। কত শোক-সন্তপ্ত লোকের দেখা যায় শ্রীমার সঙ্গলাভে, তাঁর সুমধুর আলাপে উপদেশে মুখে হাসি ফুটে উঠে। শ্রীমা আমাদের দুঃখহারা। তাই তাঁর সান্নিধ্যে এলে শোক দুঃখ সব কোথায় পালিয়ে যায়। কেনই বা হবে না, শ্রীশ্রীমার কি অসাধারণ শ্রীশ্রীগুরুভক্তি! শ্রীগুরুর প্রতি কত নিষ্ঠা, তাঁর বাক্যে কত বিশ্বাস। শ্রীমায়ের কাছে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের কথা কেহ উঠাইলে মুখে আর হাসি ধরে না এবং দেখা যায় অনেক সময় শ্রীমা শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন এবং সমস্ত শরীর এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভরে যায়। শ্রীমার উপদেশ—শ্রীগুরুর প্রতি নিষ্ঠা ও তাঁর বাক্য পালন করাই জীবনের মূল মন্ত্র এবং কল্যাণ-দায়ক।

শ্রীমার যে সকলের প্রতি সমান-ভাবে করুণা এবং তাঁর কাছে কোন কিছু গোপন রাখার উপায় নাই। আমার জীবনের ২।৩টী ঘটনার দ্বারা সকলে অবগত হবেন।

শ্রীমা পায়ে হাত দিয়ে কাহাকেও প্রণাম করতে দেন না। আমার মনে এ বিষয়ে বড় দুঃখ ছিল। সন্তান মাকে প্রণাম করতে পারবে না এ কেমন কথা? মাকে প্রণাম করতেই হবে। একদিন আমি আশ্রমে প্রসাদ পাবার জন্য গেছি? শ্রীমার আদর যত্নে মনের আনন্দে প্রসাদ পেলাম। সকলের প্রসাদ পাওয়া শেষ হলে, শ্রীমা আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে উপরে গেলেন।

আমি শুয়ে শুয়ে প্রণাম করা বিষয়ে ভাবছি। নানা প্রশ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তন্দ্রা এল। এমন সময়ে শ্রীমা আমাকে ডাকছেন শুনতে পেলাম। আমি তাড়াতাড়ি শ্রীমার ঘরে গেলাম, দেখি মা শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে শ্রীমা উঠে বসলেন ও সস্নেহে বললেন,—বাবা, মাকে প্রণাম করতে পাওনা বলে দুঃখ। এই কথা বলেই মা পা দুখানি আমার মাথার উপর রেখে দিলেন। আমিও দুই হাতে পা দুখানি ধরে আছি। এমন সময়ে একজন আশ্রমিকা মার ঘরে এসেছেন। এই দেখে মা তাড়াতাড়ি পা দুখানি সরিয়ে নিয়ে আশ্রমিকার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমারও তন্দ্রার ঘোর ছুটে গেল এবং আমার মন বেশ একটা আনন্দে ভরে আছে অনুভব করলুম।

'সন্ত-আশ্রমে' ও 'সন্ত-আশিসে' সন্তানগণের ভীড়ের জন্য পাছে আমার সাধন ভজনে ও শ্রীশ্রীগোপালজীর সেবার অসুবিধা হয় এই জন্য শ্রীমা "সন্ত—আশিসে" একটি ছোট ঘর আমায় থাকার জন্য দিয়েছিলেন, ঘরে একটী জলের কলও ছিল। আমি ঐ ঘরেই আছি, আমার অন্তরের ইচ্ছা শ্রীমাকে একদিন এনে শ্রীশ্রীগোপালজী ও শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে দর্শন করাই। কিন্তু কিভাবে মাকে আনতে হবে, সম্বর্দ্ধনা করতে হবে ভেবে পাইনা, আনাও হয় না। আমি যে ঘরে ছিলাম তার পাশের সমস্ত ঘরে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। উৎসব উপলক্ষে আশ্রম ও সন্ত আশিস মার ছেলেমেয়েদের আগমনে ভরে গেছে। আমি সকাল সন্ধ্যায় শ্রীমার কাছে গিয়ে বসতুম, অনেকেই বসতেন। হঠাৎ একদিন শ্রীমা বললেন—"দামোদর দাস, চল তোমার গোপালজীকে দেখে আসি।" শ্রীমার মুখে হঠাৎ একথা শুনে মন আনন্দে নেচে উঠলো ও মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে গেলাম, ঘর খুললে শ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপালজীকে, বাবাকে দর্শন করলেন,—সঙ্গে মিনিদি, শরৎ ভাই, পূর্ণ দা। দর্শন করে সকলে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

তৃতীয় ঘটনা আরতি ও স্তব পাঠের পর শ্রীমা যখন বাল্যভোগ সকলকে বিতরণ করতেন, তখন আমার পূজা পাঠ সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য প্রসাদ মার কাছে নিতে পারতুম না। পূজা পাঠ সমস্ত শেষ করে সাড়ে নয়টার সময় বাল্যভোগ নিতে এলে দিদিভাই আমাকে প্রসাদ দিতেন। আমার কিন্তু ইচ্ছা প্রসাদ শ্রীমার হাত দিয়ে নেওয়ার। এই সময়ে মা বিশ্রাম করেন। অসময়ে মাকে বিরক্ত করতেও পারি না, মনের ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না।

সপ্তাহ ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে আমি জাপক ছিলাম। পাঠ শেষে আমরা ৪।৫ জন হবিষ্যান্ন করতাম। হঠাৎ একদিন শ্রীমা কোমর বেঁধে প্রসাদ দেবার জন্য হাজির। আমার দিকে মা স্বভাব-সুলভ হাসিমুখে বললেন—দামোদর দাস পেট ভরে প্রসাদ পাও। শ্রীমার এই করুণার ধারা ঝরে পড়তে দেখে আনন্দে মন ভরে গেল, চোখে জলও এল। মনে মনে বললাম, মা গো, তোমার কাছে কোন কথাই গোপন রাখার উপায় নাই। কোন সন্তানের কোথায় ব্যথা মা গো তোমার সব নখদর্পণে আছে। "সন্তপ্রেমে গড়া শ্রীশ্রীমায়ের জয়।"

[চৈত্র ১৩৭১]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তানবৎসলা মা

শ্রীসুকমল রাহা

আশ্রমিকার সদর দপ্তর থেকে চিঠি পাওয়া গেল। খুব উৎসাহ নিয়েই চিঠি খোলাও গেল—তারপর চিঠি পড়ে একটা ঢোকও গিলতে হল—কারণ চিঠিতে সম্পাদিকার নির্দ্দেশে ছিল—এবারে তোমার বা রানুর 'পালা'। 'পালা' অনেক রকমের হয়—কিন্তু এরকমের 'পালা' আমার মত লোকদের যখন করবার 'পালা' আসে, তখনই বড় ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। যাক্, ভণিতা ছেড়ে এবারে কাজের কথায় আসা যাক—চিঠির নির্দ্দেশে ছিল—এবারে 'আমাদের মা' লিখতে হবে। শ্রীমার জয় দিয়ে আমি লেখা শুরু করছি—তাঁর জয়েই যেন এর পরিসমাপ্তি ঘটে এই প্রার্থনা জানাই তাঁরই শ্রীচরণে!

সকাল থেকেই ভাবছি লিখতে হবে। সবাই যদি পারে আমি কেন পারব না? নাই বা রইল ভাষার কারুকার্য্য—থাকুক এতে সামান্যতম হলেও ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি—যা আমার ভাইবোনেরা আপন বোধেই ক্ষমা দৃষ্টিতে গ্রহণ করে আমায় ধন্য করবে। এমন সময় রেডিওতে (৪।১২, সময় ৭-১০ মিঃ) একটি গানের কলি আমার কানে এলো—

'নিতি প্রভাতে মোর একতারাতে তোমারই রাগিনী যেন বাজে' আবার ভেসে এল—'তোমার নামের নামাবলী অঙ্গে যেন বিরাজে'। মন বলে উঠল ঠিক ঐ কথা-গুলিই ত আমি বলতে চাইছিলাম। লেখা বন্ধ হয়ে গেছলো আবার শুরু করা গেল।

১৯৬৩ সালের পূজায় শ্রীমাকে যে ভাবে দেখেছি তারই সামান্য বর্ণনা দেবার চেষ্টা আমি এবারে শুরু করছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবারে ৺পূজাকে নিয়ে বেশ একটা 'Tug of war' চলছিল—সেপ্টেম্বর না অক্টোবর। নানা পণ্ডিতের নানা মত—দুই পক্ষই বোধ হয় বেশ জোরে দুটোর পক্ষে ওকালতি করছে—তখন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করা হল—'আমাদের পূজো কবে?' মা তাঁর স্বভাব-সুন্দর হাসি হেসে বললেন—'তোরা যবে ছুটি পাবি তখনই যে আমার পূজো'—কি সুন্দর মধু-জড়ানো সুরে বলেছিলেন আমার এখনও স্পষ্ট করে তা যেন কানে বাজছে। সন্তানকে নিয়েই যে মা—এই একটি কথাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় না কি? আমার সমস্ত মন প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল—কি সহজ সরল এই সমাধান দেখে। আমার জ্ঞানের পরিধির পরিমাণ জেনেই যেন এই ভাবে আমায় বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর বহু আকাঙ্ক্ষিত ২৩শে অক্টোবর এলো—অফিসে গেলাম খুব হাল্কা মন নিয়ে—আর দেরী নাই—কাল এই সময় শ্রীমার কাছে ভাবতেই চোখে জল এলো—এরই নাম কি আনন্দাশ্রু—কি জানি শ্রীমাই জানেন। গাড়ী ৪-৪৫ মিঃ এ—Reservation ছিল তবুও তাড়াতাড়ি করে আড়াইটার সময়ই Station এ পৌঁছে গেলাম। সময় আস্তে আস্তে শেষ হয়ে এলো—এক সময় গাড়ীও এলো। গাড়ীতেই স্তোত্রপাঠ করে প্রসাদ নিয়ে যখন ঘুম থেকে ওঠা গেল তখন সকাল ৪টা বাজে ঘড়িতে। এর পর স্নানাদি ও জপ সেরে স্তোত্র পাঠ করা গেল—সময়ও সেই সাথে এগিয়ে চলল—এক সময় গাড়ীও এসে গেল চিরপরিচিত ষ্টেশনটিতে।

তাপস ভাই ও দেবু ভাইকে শ্রীমা পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রবাস থেকে ফেরা ছেলেদের জন্যে—আর দেরী সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই Taxi করেই আশ্রমে পৌঁছান গেল। "শ্রীশ্রীমাতাজী কি জয়" ধ্বনি দিয়ে আমরা যখন আশ্রমে প্রবেশ করলাম—দেখি শ্রীমাই দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের জন্য। ধন্য হল আমার এই ক্ষুদ্র জীবন আবার তাঁকে দর্শন করে। মন ভরে উঠল কানায় কানায়—এক আনন্দের স্রোতে বয়ে চললাম ঠিক সেইক্ষণ থেকেই। প্রথমেই আমাদের কুশল সংবাদ নিলেন—কলকাতার ভাইবোনদের—তারপর কেমন আছে জানতে চাইলে হেসে উঠলেন—জোর দিয়ে বললেন, 'আমি ত খুব ভাল আছি।' মাগো, তোমার কথাই ত বেদ, পুরাণ, সব কিছু। তোমার কথাই ত সত্য। চিরসত্য হোক তোমার এই 'ভাল থাকা'—এই প্রার্থনাই জানাই তোমার শ্রীচরণে। তারপরই বললেন, 'সকালে কিছু খেয়েছিস' ?—মাথা নাড়তেই দেখি শ্রীমা নেই—কথা বলছি অন্য ভাইবোনদের সঙ্গে—হঠাৎ এলেন আবার—'যা-যা স্নান করে নে'—ব্যস্ আর পায় কে! Royal order from the Supreme Court—যারা বাথরুমে ছিল তারা আমাদের আনন্দ ধ্বনিতে ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি বাহিরিকা থেকে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এলেন—'নিজস্ব'র লোকও নিজেদের মধ্যে এসে নিজস্ব হয়ে গেল। আমাদের স্নানপর্ব্ব শেষ হল।

তারপরই ডাক পড়ল প্রসাদ নেবার জন্য। এ ব্যাপারে আমরা বোধ হয় সবাই এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি—কাজেই বসে খাওয়া গেল—আর শ্রীমার শ্রীহস্তের পরিবেশনে খুবই পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেয়ে ওঠা গেল।

সারাটা বিকালই শ্রীমার কাছে থেকে নিজেকে ধন্য করার সুযোগ পেলাম—তারপর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজল—শ্রীমা চললেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ত মন্দিরে। তখন তাঁর আর এক রূপ। ধ্যান গম্ভীর ভাবে কি এক অপরূপের প্রতি এক অতি সুন্দর ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তা আর বলার নয়। সমস্ত ভঙ্গীতেই যেন তাঁর প্রতি নিজেকে বিলিয়ে দেবার একটি সুন্দরভাব ফুটে ওঠে—ধন্য আমরা মাগো, তোমার এই 'রূপ দর্শন' লাভ করে। তারপর শ্রীমা উদাত্তকণ্ঠে জয়ধ্বনির মধ্য দিয়েই মিষ্টি মধুর স্বরে স্তোত্রপাঠ শুরু করেন। কি সুন্দর এই পরিবেশ—যাঁরা এই ভাবের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা তা জানেনই—আর যাঁরা এখনও সেই সুযোগ পাননি আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনুরোধ করছি সুযোগ-সুবিধা মতন এই 'সন্ত মন্দিরে' এসে শ্রীমার পায়ে নিজেকে বিলিয়ে ধন্য হবার জন্যে। আমার এই আবদারের মধ্যে অন্যায় থাকলে আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

তারপর এক সময় আরতি ও কীর্ত্তন দুইই শেষ হল। শ্রীমা প্রণামের মধ্যে দিয়ে নিজেকে তাঁর চরণে বিলিয়ে দিলেন—বিলিয়ে দেবার সেই ভাগ্য কবে আমার হবে জানি না—তবে তাঁর এই ভক্তি আপ্লুতভাব দেখেই নিজের জীবনকে ধন্য মনে করি। হে দয়াল! অনেক দিয়েছ, তোমারই দেয়া পাত্র যখন এত ছোট তখন এই অল্পতেই আমার সন্তুষ্টি যেন আসে এই প্রার্থনা তোমারই শ্রীচরণে।

তারপর সমবেত কণ্ঠে শুরু হল 'মাতৃ-বন্দনা'। কেন জানিনা আমার খুবই ভাল লাগে এই বন্দনাকে। তাঁর বিরাট রূপকে কল্পনা করার সাধ্য নেই বলেই বোধ হয় আমার শ্রদ্ধেয় আশ্রমিকা ভাই-বোনেরা তাঁকে এই 'মাতৃ-বন্দনা'র মধ্যেই ভক্তি অঞ্জলির ডালি দিচ্ছেন বলে আমার ধারণা। শ্রীমার বিরাটত্বের সামান্যতমও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর মধ্যে প্রকাশ করতে পেরে ধন্য হয়েছে আশ্রমিকাগণ। তাই আবার শ্রীমাকে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের আমার প্রণাম জানাই।

এরপর প্রসাদ পাওয়ার পালা। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা দুপুরে ও রাত্রে প্রসাদ নেবার মধ্যে অনেক পার্থক্য—দুপুরে তাঁর স্থূল উপস্থিতি সর্বোপরি শ্রীহস্তের পরিবেশনের লোভেই, আর রাত্রে তাঁর অনুপস্থিতিই বোধ হয় এই তারতম্যের কারণ। আমার এই ধারণা ভুল কিনা—একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বলতে পারবে। যাক্ এক সময় প্রসাদ নেওয়া শেষ হল। এর পরের অধ্যায় শুরু হল।

শ্রীমাকে প্রণাম করে ঘুমাতে যাওয়া গেল। সমস্ত দিনটির মধুর ঘটনাগুলি মনে করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়া গেল। খুব সকালেই শ্রীমার আশীর্ব্বাদে ঘুম ভেঙ্গে গেল—অন্যান্য ভাইদের জাগিয়ে দিলাম—তারপর শুরু হল তাড়াহুড়ো—মঙ্গল আরতিতে যোগ দিতে হবে না? আজ যে মহাষ্টমী! 'ব্রজধাম' আজ আনন্দের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। একদিকে গীতাপাঠ অন্যদিকে চণ্ডীপাঠ চলছে—আর চলছে উদয়াস্ত নাম কীর্ত্তন। নামের প্লাবনে সবাই ভেসে চলেছে—সে এক অনন্দময় পরিবেশ। সবাই নাম করে চলেছে—'নামী'র উপস্থিতিই আমাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দিচ্ছে। শ্রীমার কথাতেই বলা যায়—'সারাদিনে বিকালে ছাড়া একবারও উপরেই যাইনি'—শ্রীমা নিজেই যোগদান করেছেন এই নামকীর্ত্তনে। এটাই মজা, যাঁকে পাওয়ার জন্য এই সাধনা—এইসব কিছু তিনিও কিভাবে তাঁকে ডাকতে হয় দেখিয়ে দেবার জন্যেই আমাদের সাথে মিশে তাঁকে ডেকে চলেছেন। তারপর একসময় কীর্ত্তনও শেষ হল—সন্ধ্যারতি শুরু হল 'ব্রজধামে'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম কীর্ত্তনের শেষে শ্রীমা কীর্তন করলেন "ওরে একবার তোরা হরি বল্। জলে হরি স্থলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল। হরি বল্, হরি বল্, বলার মতন বল্।"

কি সুন্দর অভিব্যক্তি! সমস্ত শরীর এক আনন্দের শিহরণে কেঁপে উঠল আমার—ছ'চোখে তখন শ্রীমাকে দেখতে পাই কই? হে দয়াময়—একবার দেখা দাও—আমার সমস্ত মনপ্রাণ তোমা-ময় করে নাও—এই প্রার্থনা।

যে সব ভাইবোনেরা আসতে পারেন নি—তাঁরা যেন ভাববেন না যে আমরা শুধু কীর্ত্তনই করেছি—হ্যাঁ, কীর্ত্তন করেছি ঠিকই তবে, প্রসাদও পেয়েছি বার বার প্রচুর পরিমাণে। সকালে শ্রীশ্রীগুরুপূজার পর প্রসাদ পেলাম শ্রীমার হাত থেকে, আবার মধ্যাহ্নে তার পুনরাবৃত্তি হল। কাজেই আমার মত প্রসাদলোভী ভাইদের কোন ভয় নেই? আসুন আমরা সবাই আগামী পূজায় উপস্থিত হতে পারার জন্যে প্রার্থনা জানাই। শ্রীশ্রীমাভাজী জয়! জয়! জয়!

শ্রী শ্রীনবমীর দিনও খুবই আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। শ্রীমার উপস্থিতিতে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হল। সন্ধ্যায় যথারীতি পূর্বের ছ'দিনের ন্যায় "মাতৃবন্দনা' করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম উপস্থিত ভাইবোনেরা।

এল ৺দশমী। দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা-মা আজ চলে যাবেন তাঁর আরাধ্য দেবতার কাছে—সেখানে আমরা যেতে পারি কই? তাইত' আমাদের মা'কে ছেড়ে চলে আসতে হয় এই সংসারিক পরিবেশের মধ্যে। আবার শুরু করতে হয় তাঁকে পাবার আরাধনা—স্নেহময়ী মা কি পারে আমাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে—তাই আবার দেখা দেয় নতুন বৎসর—নতুন আগমনী বারতা নিয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যারতির পর শ্রীমাকে প্রণাম করে এবারের পূজো শেষ করে দিলাম। শ্রীমা হাসিমুখে আমাদের প্রসাদ দিলেন—আর মন মনের আনন্দে গিয়ে উঠল—"মা এলো রে মা এলো, ভাবনা ভীতি ভয় গেল, আনন্দে মাতিল হিয়া আজরে।"

ইতিমধ্যে শ্রীমা আমাদের সবাইকে নিয়ে একদিন গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথজী ও অন্নপূর্ণা-মাই এর দর্শনও করিয়ে দিলেন। শ্রীমার কৃপায় আমাদের সকলের দর্শনই খুব সুন্দর হয়েছিল। আমাদের সবাইকে নিয়ে গঙ্গায় তার অতি প্রিয় গঙ্গাদির আশ্রমও দেখিয়ে দিয়ে আমাদের ধন্য করে দিলেন।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বেশ কয়েকটি দিন—কি করে চলে গেল বুঝতেই পারি নি। Calender এর তারিখগুলোই পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালো এক সময়। এবারে সত্যি সত্যি ভাসান ও বিজয়ার পালা শুরু হলো।

রাগ করে যখন Calender এর পাতা ছিড়ে ফেলা গেল, তখন যে আরও স্পষ্ট করে জানান দিল আগামী কালই আমাদের রওনা হতে হবে।

শ্রীমার এই অভাগার প্রতি একটি কৃপাকণার কাহিনী বলেই আমার এই লেখনী বন্ধ করব।

সাধারণতঃ প্রতিবারেই আসার দিনটিতে ওঠা নিয়ে একটা গণ্ডগোল বাধে—জানালা দিয়ে ছাড়া ওঠাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। কাজেই এবারেও সেই আশাঙ্কা ছিল। শ্রীমার মতানুসারে আমরা এবারে তাই মোগলসরাইতে এসে উঠলাম। শ্রীমার কথাতেই বুঝতে পেরেছিলাম ওখান থেকে আমাদের জায়গা বাঁধাই আছে —আশ্চর্য্য! হোলও তাই। আমরা ৮জন ছিলাম, ৮জনেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুবই ভাল জায়গা পেয়ে গেলাম। শ্রীমার জয় দিলাম—সঙ্গের ভাইয়েরা আমার সঙ্গে মিতালী করল। তখন প্রায় ১১টা শ্রীমার কথাই আলোচনা করতে করতে আমরা এগিয়ে চলেছি কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে—গাড়ীর ভীড়টাও বেশ বাড়ছে তবে আমাদের কোন কষ্ট নেই। দিব্যি পায়ের উপর পা তুলে বসে আছি। ট্রেনটা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে (দিলদারনগর)—আমার পাশেই চলার Passage তারপরেই single chair seat টায় এক ভদ্রমহিলা, তার দুই শিশুপুত্রসহ দুইটা single chairই দখল করে বসে আছেন। ভেতর থেকে প্রায় সবগুলি লোহার shutter ফেলে দেওয়া আছে—নেই শুধু আমার পাশের chairটার—ওর কাঁচের জানালাটা ফেলা ছিল। তারপর হঠাৎ একটা ঝন্ঝন্ শব্দে দেখি ঐ কাঁচটার সবটা মিলিয়ে একটা ফালি হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। ট্রেনের ভেতরে নয়—বাইরের দিকে। কোন এক যাত্রী বোধহয় উঠতে না পেরেই এই কাজ করেছে। একটা মস্ত বড় থান ইটটা ছুঁড়ে মেরেছে। ইটটা ভেতরে আসতে পারত। আসা উচিত ছিল ভাঙ্গা কাঁচের —আর সম্ভাবনা ছিল—ঐ বাচ্চা দু'টিসহ আমার আঘাত পাওয়া। কিন্তু কিছুই হলনা—শ্রীমা বুক পেতে নিয়ে বোধহয় আমায় এই আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

১৯৬৩ সালের ৺পূজো শেষ হল—৪ঠা নভেম্বরের সকালে, এই কলকাতায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে। এক পূজো বিদায় নিয়েছে আগামী পূজোর আহ্বান রেখে—আবার আমাদের শ্রীমার চরণে মিলিত হবার আশা জাগিয়ে দিয়ে। শ্রীমার কৃপায় আবার আমরা তাঁর চরণে যেন একসাথে মিলিত হতে পারি—এই প্রার্থনাই জানাই। শ্রীশ্রীমাতাজী কী জয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতটুকুন আমার দ্বারা সম্ভব লেখার পর—মনে হল—কিছুই ত' লেখা হয় নি। সবচেয়ে বড় কথা না বলতে চেয়েছিলাম—তাও বলতে পারলাম কই? শ্রীমার কথা ত' এতে স্থান পায়নি—পেয়েছে আমার অপ্রকাশিত ভাবের কচ্‌কচানি। তাই দূর থেকেই মা'কে প্রণাম জানাই আমার এই অক্ষমতাকে ক্ষমা করার জন্যে।

শ্রীমার সারাদিনের দৈনন্দিন কাজের বর্ণনা ৫০০ মাইল দূর থেকে বলে দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। আমি যেমনটি পেয়েছি আমার মা'কে তাই লেখার চেষ্টা করছি।

সমস্ত দিনটিকে ৪ ভাগে ভাগ করে—সকাল, দুপুর, বিকাল ও রাত্রি—মা'কে কল্পনায় আনার চেষ্টা করা যাক্ এবারে।

সকাল :—শ্রীমা ৪টা থেকে ৪৷৷০ টার মধ্যে ওঠেন। স্নান শেষ হবার পর চেয়ারে বসে তিলক ধারণ করেন। এরপর বসেন গীতাপাঠে। তারপর ৬টা বাজবার দেরী থাকলে সেই ফাঁকে দুই একটা পত্রাদি লেখা ও নিজস্ব লেখালেখি করেন। ঘড়িতে ৬টার ঘণ্টাধ্বনি হতেই এসে উপস্থিত হন ব্রজধামে। ৬টা থেকে ৬৷৷০টা পর্যন্ত জপ করেন। তারপর আরতির শেষে বেশ কিছুক্ষণ ধরে করেন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ। শ্রীমার সেই পাঠ যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাই বিস্মিত, মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়েছেন। এবারে চরণামৃত নেবার পালা শ্রীমার হাত থেকে। এরপরে কি? এরপরে শ্রীমা মন্দির পরিক্রমা করেন তিনবার। বিশেষদিনে সাতবার। তারপরে চলে শ্রীমায়ের স্বহস্তে বাল্যভোগ বিতরণ। সবাইকে প্রসাদ পাইয়ে মা সামান্য কিছু গ্রহণ করেন। এরপরে সাধারণত তরকারী কাটতে বসেন—আর না হয় চিঠি লেখাতে বসেন। কোনদিন মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু ঘুমিয়েও নেন—তবে শরীরের প্রয়োজনে যতটুকু দরকার তার জন্যে নয়—শরীরটা নিতান্তই বান্‌চাল হলে শ্রীমাকে ঐ সময় বিশ্রামে দেখতে পাওয়া যায়।

দুপুরঃ—মধ্যাহ্নের রাজভোগ বয়ে যাবার পর—শ্রীমা প্রসাদ পেতে বসেন। বেশীর ভাগ দিনই ব্রজধামে, আর উৎসবাদিতে ভীড়ের জন্যে স্নুভবনে বা ভোগ মন্দিরে। তারপর সামান্য কিছু প্রসাদ নিয়েই বেড়িয়ে আসেন—এসেই ঘণ্টা দিতে বলেন। সবাই ছুটে এসে বসে প্রসাদ নিতে। শ্রীমা ইতিমধ্যে 'জয়' দিতে শুরু করে দিয়েছেন। 'জয়' শেষ হতে পরিবেশনে হাত লাগান শ্রীমা। তারপর প্রতিটি ভাইবোনের প্রসাদ পাওয়া হলে বিশ্রাম করতে যান—'ব্রজধামে' বা 'মাতৃধামে'। সাধারণতঃ মা ঘুমোন খুবই কম। এই সময় মাকে এক ঘরোয়া পরিবেশে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সুন্দর তত্ত্বালোচনাও হয়। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এইরূপ কোন আলোচনার সময় মার মুখে কোন ক্লান্তির আভাষ থাকে না। আমাদের নানা প্রশ্নকে—খুবই সুন্দর সহজভাবে মা বুঝিয়ে দেন! মা'র এই সময়টিতে বিশ্রামের প্রয়োজন এই বিচার বুদ্ধিতে কোন একদিন—এইভাবে তাঁকে কথা বলানোর জন্য মনটা ভেতরে ভেতরে বিগড়াতে শুরু করেছিল—মা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"আরে, আমার এই আলোচনায় কোন কষ্ট হয় না—বরং খুবই ভাল লাগে"—অন্যদিকে আমার মনে হয় আমাদের সাংসারিক নানা আজেবাজে অকিঞ্চিৎকর কথায় বোধহয় তাঁকে মাঝে মাঝে খুবই পীড়া দেয়। দেখতে দেখতে অপরাহ্নকে এগিয়ে দিয়ে মধ্যাহ্নের প্রস্থান ঘটে।

বৈকাল ঃ—বিশ্রামের পর থেকে মা উঠেই বাথরুমের কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারেন। তারপর তিলক ধারণ করেন। সাধারণতঃ শ্রীমার বিশেষ অনুমতি ছাড়া তখন আমাদের ঐ ঘরে প্রবেশের অধিকার নেই। তারপর প্রায় ৪টা বাজার সময় মা নেমে আসেন নীচে ব্রজধামের প্রশস্ত হলঘরে। ঠাকুরজীকে প্রণাম করেন। করেন গুরুপরম্পরা-জীদের আরাধনা, শুরু হয় পাঠ। পাঠের শেষে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও শ্রীমা পরের দিনের ভোগের জন্যে তরকারী কাটতে বসেন। অবশ্য এখন ত' শীতের ছোটদিন, তাই পাঠের আগেই তরকারী কাটা শেষ করে ফেলেন। তারপর এসে বসেন 'কাঠিয়াবাবা রোডে'। উপস্থিত ভাইবোনেরা ও দর্শনার্থীরা এসে জড় হন শ্রীমায়ের চতুষ্পার্শ্বে। একসময় এই মিষ্টি পরিবেশেরও সমাপ্তি ঘটে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে।

রাত্রি :—এর প্রারম্ভেই মা এসে দাঁড়ান ব্রজধামে তাঁর সুন্দর আসনটিতে। আরতি সুরু হয়—তারপর শেষও হয় একসময়। তারপর শ্রীমা "জয়" দেন সকল দেবতাদের। শুরু হয় মন-মাতানো কীর্ত্তন ও স্তোত্রপাঠ। একসময় এই 'ভাল লাগা'ও বিদায় নেয়—সবাই শ্রীমার শ্রীচরণে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়। আরতির পরে আধঘণ্টা জপ করে শ্রীমা ব্রজধাম ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন। আবার 'আলোচনা' শুরু হয়—কালভেদে 'কাঠিয়াবাবা রোডে' না হয় 'মাতৃধামে'। প্রসাদ পাওয়ার ঘণ্টাধ্বনি এর তাল কেটে দেয়—জানিয়ে দেয় এবার বিচ্ছেদের পালা এগিয়ে আসছে। সবাই প্রসাদ পেয়ে এলে মা দর্শন দিয়ে বিশ্রাম করতে যান—সারা দিনের অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে।

আমরাও প্রণাম করে নিদ্রাদেবীর আরাধনার জন্যে স্ব-স্ব স্থান করি। শ্রীশ্রীমায়ের জয় দিয়ে আমার ব্যর্থ প্রয়াসের জন্যে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি ভাইবোনদের কাছ থেকে।

[মাঘ—১৩৭০]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ত-নন্দিনী

(গান)

শ্রীমতী বিভা রায়

পরমা প্রকৃতি শোভন মণি
শ্রীসন্তদাস-নন্দিনী।
নিত্য নন্দিতা চির বন্দিতা
করুণা-রূপিনী॥
আনন্দময়ী আনন্দদায়িনী।
ব্রহ্মচারিণী ভুবন-মোহিনী।
নমি নমি অভয়া বরদা
ভবভয়-হারিণী॥
কামনা বাসনা নাশ মাগো
নাশ অহং নাশ জননী
অপরূপা কৃপা তব
ওগো দুখ নাশিনী॥
আর্ত্ত সন্তানে নিতে কোলে
নরদেহে ধরায় এলে
নমি মাগো পরাৎপরা
তুমি জগৎ-জননী॥

[ফাল্গুন—১৩৭৫]

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আনন্দময়ী মা"

ব্রহ্মচারিণী কৃষ্ণা দেবী

আনন্দের সন্ধান মানবমনের স্বাভাবিক প্রয়াস। কারণ মানুষ আনন্দেরই জীব। আনন্দ হতেই তার জন্ম আবার আনন্দেই তার লয়। এই কারণে মধ্যের স্থিতির সময়টুকুও মানুষের এই আনন্দের সন্ধানেই ব্যয়িত হয়। মানুষের এই আনন্দলাভের প্রচেষ্টা যখন আন্তরিক ব্যাকুলতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই সে লাভ করে লোকোত্তর মহাপুরুষের পরম আশ্রয়, যাঁরা এই দুঃখদ্বন্দ্বময় সংসারে একমাত্র আনন্দের আকর।

সাংসারিক দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য, একটু অপার্থিব আনন্দলাভের আশায়, কি অসীম আগ্রহে ও আকুলতায় মানুষ ছুটে আসে এই সব মহাপুরুষদের কাছে, আমাদের মায়ের সঙ্গে থেকে তা দেখার সৌভাগ্য অনেকবারই হয়েছে। তখন মনে হয়, বাস্তবিকই এই সংসারের নাম, যশ, অর্থ, পুত্র, কন্যা সব কিছুর পরেও মানুষের সত্যিকারের চাহিদা আরও কিছু থেকে যায়, যার সন্ধানে সে ছুটে আসে আনন্দখনি এই সকল মহাপুরুষদের কাছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একটি ঘটনা। বহু বৎসর পূর্বের কথা। সেই সময়ে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের বাড়ীতে মা কয়েকটি দিন ছিলেন। আনন্দময়ী মাকে ঘিরে সেই কয়েকটি দিন আনন্দমেলা বসেছিল। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ সকলেই মায়ের আনন্দময় সঙ্গের লোভে এসে ভীড় করতেন। একদিন একটি অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক মায়ের কাছে প্রশ্ন করেন—"ভগবানকে ডাকার কি প্রয়োজন?" 'আনন্দ লাভ করার জন্যই'—মায়ের এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরে তিনি বলেন 'আনন্দের উৎস ত' এই সংসারে অনেকই আছে; যেমন—খাওয়া-দাওয়া, বন্ধু-বান্ধব, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদি অনেক কিছুই। আনন্দ অন্যত্র পেলে ভগবানকে ডাকার প্রয়োজন কি? এভাবে মায়ের সাথে অনেক ক্ষণ আলোচনার শেষে যাওয়ার সময় তিনি বল্লেন—'দেখা যাক্, জীবনে এই সব জাগতিক আনন্দ ছেড়ে মন সেই অদৃশ্য আনন্দের জন্য ব্যস্ত হয় কিনা।'

কিন্তু বিমুখ ভক্তের জন্যই বুঝি ভগবানের আকর্ষণ বেশী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেই ভক্তটি ভক্তির অমোঘ বাঁধনে বাঁধা পড়লেন। এবং তিনি সেই অপ্রাকৃত আনন্দেরই প্রার্থী হয়ে মায়ের চরণপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। মাও ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করে—আশ্রয় দান করে ধন্য করলেন তাঁকে। বর্তমানে গুরু-কৃপায় তাঁর সাধননিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। যদিও ভগবৎকৃপায় স্থূলতঃ তিনি সংসারে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিতই ছিলেন, এবং কোন রকম অশান্তির কারণও তাঁর বর্তমান ছিল না, তবু শেষ পর্যন্ত কোন কিছুই তাঁকে আনন্দ দিতে পারল না, তদতীত কোন কিছু লাভের আশাতেই তিনি মায়ের কাছে ছুটে এসেছিলেন।

এই অপ্রাকৃত আনন্দের উৎসস্বরূপ মহাপুরুষেরা যেখানে অবস্থান করেন, আনন্দ যেন মূর্তিমতী হয়েই বিরাজ করেন। তাই আমাদের মায়ের কাছেও দেখি কারণে অকারণে তাঁর চতুর্দিকে আনন্দ উছলে উঠেছে, আর এই আনন্দের রকমও অন্য স্থূল আনন্দ থেকে অনেক পৃথক। আর এটাই লক্ষ্য করার বিষয় যে দিনের পর দিন এই আনন্দ মানুষকে ক্লান্ত করে না, বরং অধিকতর প্রাপ্তির জন্য মন আরও আকুল হয়ে ওঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যিই, মাকে ঘিরে যে কি আনন্দ-প্রবাহ চলে, তা মায়ের সঙ্গ যাঁরা করেছেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন। এ জিনিষ অনুভূতির, ভাষায় বোঝাবার নয়। আনন্দেতেই যাঁর স্থিতি, তাঁর সব কিছুতেই যে আনন্দ ঝরে পড়বে, এতে আর আশ্চর্য কি? মার আদর শাসন সবেতেই যেন আনন্দ ওতপ্রোত-ভাবে ছড়িয়ে আছে।

আদরে আনন্দ হবে এত স্বাভাবিক কথা—শাসনেও আনন্দ কথাটা হয়ত অদ্ভুত লাগছে শুনতে। কিন্তু মা যখন দূরে চলে যান, শাসন করার কেউ থাকে না,—তখন বুঝতে পারি মার শাসনটিও মিষ্টি! এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, শাসনে মার অস্তিত্বটুকু অনুভব করতে পারি বলেই তাতেও একটা আনন্দ বোধ থাকে। আমাদের শরীরে এক একটা ব্যথা আছে। যেখানে টিপলে ব্যথার সাথে সাথে একটা আরামের অনুভূতিও হয়। এও যেন সেই রকম। মার শাসনেও ব্যথার সাথে সাথে সমস্ত চেতনায় মায়ের উপস্থিতির একটা আনন্দও অনুভব করা যায়। মায়ের কাছ থেকে দূরে বসে আজ বারে বারে এ কথাটিই মনে পড়ছে। মায়ের আদর শাসন ছাড়া জীবন থেকেও যেন প্রাণহীন।

বিশেষ করে, মায়ের শাসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য যা আমি পূর্বেও বলেছি—এক্ষেত্রে দাতা গ্রহীতা উভয়েই দুঃখ ভোগের সমান অংশীদার হয়ে পড়েন। অনেক স্থলে মনে হয় বরং শাসিতের চেয়ে শাসকই দুঃখ ভোগ করেন বেশি। সম্ভবস্থলে অনেক সময় নিজের শরীরের উপর দিয়ে আমাদের অন্যায়ের দুর্ভোগ টেনে নেন, ফলে শাসনে রূঢ়ত্বটুকু কেটে গিয়ে মিষ্টত্ব টুকুই ফুটে ওঠে এবং অপরাধীর মন স্বতঃই তাঁর চরণে নত হয়ে পড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের সাদর আহ্বানে একবার শ্রীশ্রীধনঞ্জয় দাসজী মহারাজ আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁকে পেয়ে ত মা খুব খুসী। মহাত্মার মিলনে সেদিন আশ্রমেও বাস্তবিকই আনন্দের বান ডেকেছিল। যাওয়ার সময় তাঁকে বললাম—আপনি আসাতে আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছি। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হেসে বল্লেন—'তোমরা ত' মা আনন্দে থাকবেই, আনন্দময়ী মায়ের সাথে আছ।' তাঁর কথার আন্তরিক সুরটুকু এখনও আমার কানে বাজে।

এই আমাদের মা, যাঁর সব কিছুতেই আনন্দ! সেই আনন্দ কণিকারই লোভে যোগ্যতার অপেক্ষা না রেখেই তাঁর কথা বার বার বলতে আসি। আনন্দময়ী মায়ের আলোচনাতেও যে আনন্দ!

কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে জাগে—

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর!
ধন্য হলো অঙ্গ মম, পুণ্য হলো অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর!

[ভাদ্র—১৩৭৬]

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃবন্দনা

শ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল মুখোপাধ্যায়

স্মরামি মাতরং, ভজামি মাতরং
পূজয়ামি মাতরং।
পরব্রহ্মরূপাং চিদানন্দ-মূর্ত্তিং,
প্রণমামি মাতরং॥
প্রেমকৃপাঘন-করুণা-কারিণীং,
সকল-চিত্ত-গোপন-চারিণীং,
অভয়-বরদ-মুক্তি-সাধিনীং,
ভজামি সততং মাতরং সাদরং॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ—পরব্রহ্মরূপিণী চিদানন্দ মূর্ত্তি মা-জননীকে আমি স্মরণ করি, ভজন করি, পূজা করি, প্রণাম করি। যিনি আমাদের গভীর প্রেম, কৃপা ও করুণা বিতরণ করেন; যিনি আমাদের সকলের অন্তরের অন্তঃস্তলে বিরাজিত, যিনি আমাদের বরাভয় দান করে মুক্তির পথে নিয়ে চলেন—সেই মা-জননীকে আমি সতত সাদরে ভজনা করি।

সকল-কলুষ-কল্মষ-নাশিনীং,
সংসার-ঘোর-মায়াপাশ-তারিণীং,
নিখিল-পাপ-তাপ-হারিণীং,
ভজামি সততং মাতরং সাদরং॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি আমাদের সকল কলুষ ও কল্মষ নাশ করেন, যিনি আমাদের ঘোর সংসাররূপী মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি আমাদের সকল প্রকার পাপ ও সন্তাপ হরণ করেন—সেই মা-জননীকে আমি সতত সাদরে ভজনা করি।

সাক্ষাদ্ভগবদ্বিগ্রহরূপিণীং,
দিব্যভাগবতী-পূত-তণু-ধারিণীং,
লীলয়া কৃপয়া মানুষবেশিনীং,
ভজামি সততং মাতরং সাদরং ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁর দেহ দিব্য পবিত্র-ভাগবতী তনু এবং যিনি সাক্ষাৎ ভগবানের বিগ্রহ মূর্ত্তি হয়েও আমাদের প্রতি কৃপাবশতঃই মনুষ্যরূপে লীলা করেন—সেই মা-জননীকে আমি সতত সাদরে ভজনা করি।

সর্বজ্ঞাপি শিশুবৎ সরলা,
আচারে প্রচারে সাধারণ-মানবী,
তামসামান্যাং লৌকিক-রূপাং
ভজামি সততং মাতরং সাদরং ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি সকল সময়ে সর্ব্বজ্ঞ হয়েও যেন কিছুই জানেন না এমনি ভাবে শিশুর মতন সরলভাবে চলেন, যিনি আচারে ব্যবহারে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতনই নিজেকে প্রকাশিত করেন, সেই লৌকিক রূপধারিণী অথচ অসামান্যা মা-জননীকে আমি সতত সাদরে ভজনা করি।

সংগোপ্য বিভূতিং, সহজামলোকীং,
সামান্য-কন্যা, জননীব লালয়া,
অপরূপ-কোমলাং মাতৃরূপাং পরমাং
ভজামি সততং মাতরং সাদরং ॥ ৫ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ—যিনি আপন সহজাত অলৌকিক যোগ বিভূতি সকলকে সংগোপনপূর্বক নিতান্ত সাধারণ কন্যা ও জননীরূপে লীলা করিতেছেন ও অপরূপ কোমল-হৃদয় পরমমাতৃরূপে বিরাজিত আছেন—সেই মা-জননীকে আমি সতত সাদরে ভজনা করি।

ভাগরথী-তীরে, বারাণসী-ধাম্নি,
"সন্তমন্দিরে" গুরুস্মৃতি-মগ্নাং,
তদীপ্সিত-ব্রতমুদ্‌যাপয়ন্তীং,
ভজামি সততং মাতরং সাদরং ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি ভাগীরথী তীরে অবস্থিত বরাণসীধামে "সন্ত-মন্দিরে" আপন গুরুজীর স্মৃতির ধ্যানে মগ্ন আছেন এবং গুরুজীরই ইচ্ছাকে (পবিত্র বারাণসী ধামে মেয়েদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা) স্বীয় ব্রত হিসাবে গ্রহণ পূর্বক সেই ব্রত সার্থকভাবে উদ্‌যাপন করিয়াছেন—সেই মা-জননীকে আমি সতত সাদরে ভজনা করি।

মাধুর্য্যমণ্ডিত-লোকসেবা-প্রচারং
ভক্তিবিগলিত-তন্ময়-ধ্যানং,
মাধব-সেবা-জাত-নির্মলানন্দং,
"সন্ত-আশ্রমে" বিতনোতি যা তাম্‌
ভজামি সততং মাতরং সাদরং ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি (গুরুজীর সঙ্কল্পকে রূপ দিয়ে) "সন্ত-আশ্রমে" প্রকাশিত করেছেন—কেমন করে লোকসেবা মাধুর্য্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে, কেমন করে ভক্তিবিগলিত চিত্ত ধ্যানে তন্ময় হয়ে যায়, কেমন করে "রাধা মাধবের" সেবায় নির্ম্মল অপ্রাকৃত আনন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন বিভোর হয়ে থাকে—সেই আমার মা-জননীকে সতত সাদরে ভজনা করি।

গুরুপদে নিঃশেষমর্পিত-প্রাণা,
সন্তান-কল্যাণ-চিন্তামগ্না,
তারয় জননি! শরণাপন্নং
অধমং সেবকং পাপিনং কাতরং।
ভজামি সততং মাতরং সাদরং ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ—আপনি শ্রীগুরুর চরণে নিজেকে নিঃশেষে মন প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে দিয়ে, একমাত্র সন্তানদের কল্যাণ কামনায় যিনি সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন, ওগো জননি আমার! তোমার চরণে কাতরে শরণাপন্ন এই পাপিষ্ঠ অধম সেবককে তুমি ত্রাণ কর—আমি আমার মা-জননীকে সতত সাদরে ভজনা করি।

[ফাল্গুন-১৩৭৫]

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ,
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন-প্রভবস্য লজ্জা,
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥

(শ্রীচণ্ডী ৪।৫)

যিনি পুণ্যশীলগণের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী এবং পাপাত্মাদের গৃহে অলক্ষ্মীরূপে অবস্থান করেন, যিনি নির্ম্মলচেতা ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সুবুদ্ধিরূপিণী, যিনি সজ্জনদের শ্রদ্ধা এবং সৎকুলজাত ব্যক্তিদের লজ্জাস্বরূপা, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি! তুমি বিশ্ব প্রতিপালন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম, বারাণসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi